উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৬ কার্তিক ১৪২৯ রবিবার ৬.০০ টাকা ১৮ পাতা 13 November 2022 Sunday Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

রংদার রোববার

উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করা নিয়ে নানা মত। ভাগাভাগি কথাটা অতীতে খুব কম শোনা যেত সংসারে। এখন প্রবলভাবে উঠছে। রাজ্যভাগ থেকে সংসারভাগ, সমাজভাগ, মানুষভাগের মতো নানা প্রসঙ্গ এবারের প্রচ্ছদে।

এই তো ভবের ভাগের খেলা

সাত থেকে দশের পাতায়

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির স্বপ্নে বুঁদ পাকিস্তান

ব্র্যাডম্যানের দেশে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মেলবোর্ন, ১২ নভেম্বর : বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। যা মেনে স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ১০টা-১১টা থেকেই মেলবোর্নে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চ তৈরি। আর কয়েক ঘণ্টা পরই এমসিজি-তে পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ডের ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে। এমসিজি-তে ১৯৯২ সালের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির স্বপ্নে বুঁদ পাকিস্তান। ইংল্যান্ডও তৈরি দুনিয়াকে চমক দেওয়ার পাশে কাতারে আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য জাতীয় দলকে অনুপ্রাণিত করতে।

সবই রয়েছে সময়ের দাবি মেনে। কিন্তু প্রাণটাই তো নেই! বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা তো মুম্বই পৌঁছে গিয়েছেন।

হালকা মেঘে ঢাকা সকালে কলিন্স স্ট্রিট থেকে ৪৮ নম্বর ট্রামে চেপে জলিমন্ট-এমসিজি স্টেশনে নেমে ঐতিহাসিক এমসিজির মাঠে ঢোকার সময় চোখে পড়ল অনেক কিছু। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি ফ্যান জোন তৈরি করেছে। কোথাও বাচ্চাদের খেলার জায়গা তৈরি হয়েছে। আবার কোথাও গায়ক-গায়িকারা গিটার হাতে গান গেয়ে চলেছেন। রয়েছে বেশ কিছু খাবার দোকানও। কিন্তু সেসব দেখা, শোনা বা খাওয়ার লোক কোথায়?

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পৃথিবীর উচ্চতম বুথে ভোট পড়ল ১০০ শতাংশ। হিমাচলপ্রদেশের তাসিগাংয়ে (১৫হাজার ২৫৬ ফিট)। শনিবার।

ধৃতের বাড়িতে দিলীপের দলিল

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : কারামন্ত্রী অখিল গিরির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ নিয়ে হইচইয়ের মধ্যে পরোক্ষে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ বিদ্ধ হলেন অনৈতিক কাজের অভিযোগে। তাঁর সঙ্গে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি মামলায় মিডলম্যান অভিযোগে ধৃত প্রসন্ন রায়ের সম্পর্ক আছে বলে শোরগোল পড়েছে।

প্রসন্নর বাড়িতে তল্লাশির সময় দিলীপের একটি ফ্ল্যাটের দলিল সিবিআই উদ্ধার করলেও প্রথমে সিজার লিস্টে তার উল্লেখ করেনি। পরে দলিলটির উল্লেখ করা হলেও সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে বিশেষ উদ্দেশ্যে লুকোচুরির অভিযোগ উঠেছে। সিবিআই ও ইডিতে ব্যতিবস্ত তৃণমূল এই ঘটনায় কিছুটা অক্সিজেন পেয়ে চেপে ধরতে এখন মরিয়া।

প্রসন্নর সঙ্গে দিলীপের সম্পর্কের তদন্ত ও বিজেপির এই সর্বভারতীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করার দাবি তুলেছে তৃণমূল। ইএম বাইপাসের ধারে তৃণমূলের অস্থায়ী দপ্তরে শনিবার তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে দিলীপকে হেপাজতে নিয়ে ওই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার জন্য সিবিআই এবং ইডির কাছে দাবি জানিয়েছেন দলের রাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

একনজরে

১৮ লাখের ঘড়িতে আটক শাহরুখ

দামি বিদেশি ঘড়ির গেরোয় দুবাই থেকে ফেরার পথে মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নাকাল হতে হল শাহরুখ খানকে। আরব আমিরশাহিতে শারজা ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ারে 'গ্লোবাল আইকন অফ সিনেমা অ্যান্ড কালচারাল ন্যারেটিভ অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কার পান শাহরুখ। ওই অনুষ্ঠান সেরে তিনি ব্যক্তিগত বিমানে ভারতে ফিরছিলেন। শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তিন নম্বর টার্মিনালে শাহরুখকে সাময়িক আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, শাহরুখের কাছে ১৮ লক্ষ টাকার ঘড়ি ছিল। শুল্ক বাবদ ৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা দেওয়ার পর ছাড়া হয় তাঁকে।

বিস্তারিত তেরোর পাতায়

শাসকের প্রশ্রয়েই দাপট

সৌম্যদীপের কাজে হতবাক পুলিশও

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : কলেজ জীবনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক। পরে শাসকদলের যুব নেতাদের সঙ্গে গা-ঘষাঘষি করার অভ্যাসও ছিল। বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়িতে স্কুল শিক্ষককে ছুরি মারার ঘটনায় এখন চর্চায় উঠে এসেছে সৌম্যদীপ সাহার নাম। তার রাজনৈতিক সংশ্রবের কথাই বারবার উঠে আসছে। জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় সুরজিৎ সাহা ও সৌম্যদীপ একসঙ্গে থাকলেও ছুরি চালিয়েছিল এই সৌম্যদীপই।

পুরনিগমের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই যুবক শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্র। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে সূর্য সেন মহাবিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে সৌম্যদীপ। এরপর নিজের ব্যবসাতেই মনোনিবেশ করে। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে বিয়েও করেছে সে। কলেজে পড়ার সময় থেকেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সঙ্গে জড়িত থাকায় এলাকায় প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে তার। তবে পুলিশ বলছে, ওই যুবকের নামে কোনও ক্রিমিন্যাল রেকর্ড নেই। পুলিশের খাতায় দাগি অপরাধী নয়, অথচ সঙ্গে সে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঘুরত। গণ্ডগোলের জেরে সেই ছুরি দিয়ে ওই শিক্ষকের মুখে কোপ বসাতেও তার হাত কাঁপেনি। সামান্য বচসাতেই ছুরি বের করে একজনকে খুন করার চেষ্টার মতো সৌম্যদীপের এই কীর্তিতে তাই হতবাক শহরের পুলিশকর্তারাও। কীসের জোরে এত দাদাগিরি তা ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের।

পুলিশকর্তারা বলছেন, কারও উপর এভাবে ছুরি দিয়ে প্রাণঘাতী হামলার জন্য কড়া নার্ভ লাগে। পোক্ত অপরাধী না হলে, তেমনটা কিন্তু হওয়া মুশকিল। অথচ সৌম্যদীপ আগে কোনও অপরাধের সঙ্গে জড়িত বলে অন্তত পুলিশের কাছে হিসেব নেই। আবার বিশেষজ্ঞ মনোবিদদের একাংশ বলছেন, সহনশীলতার অভাব, মাদকের প্রভাবের মতো একাধিক বিষয়ও জড়িত থাকতে পারে। আক্রান্তেরও দাবি ছিল যে, ওই রাতে মদ্যপ অবস্থায় ছিল অভিযুক্ত সৌম্যদীপ।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের প্রধান ডাঃ নির্মল বেরার মতে, 'মানুষের সহ্যক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। সেটারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। এসবের জন্যে বেকারত্ব, অস্থিরতা, মাদকের নেশা, পারিবারিক সমস্যা এই সমস্ত কিছু দায়ী।'

এদিকে, ঘটনায় ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের ঘনিষ্ঠর নাম জড়ানোয় সরব হয়েছে তৃণমূল-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও। সিপিএমের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের ছত্রছায়াতে থেকেই এদের এত বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য তো সরাসরি ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে সবকিছুর জন্যে দায়ী করেছেন। ডেপুটি মেয়রকেই হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের দাবি জানিয়েছেন তিনি। কালীপুজোর রাতে ওই এলাকারই এক রেস্তোরাঁয় তাণ্ডবের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে অশোকবাবু বলেন, 'পরপর দু'বার ওই ওয়ার্ডে দাদাগিরির ঘটনা ঘটল। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক এরা কোথা থেকে এত সাহস পাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ডে ক্ষমতায় আসতেই এই ধরনের ঘটনা বাড়ছে।'

শনিবার রাতে আক্রান্তের বাড়িতে যান শিলিগুড়ি এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ এবং শিখা চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা আক্রন্তের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। গোটা ঘটনায় অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবি করেছেন বিজেপি বিধায়করা। বিধায়ক শংকর বলেন, 'শহরে হঠাৎ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। শাসকদলের নেতারা বলছে আইন আইনের পথে চলবে। কিন্তু আদতে কোনও কাজ হচ্ছে না।'

এদিকে তাঁর নাম জড়াতেই শনিবার দুপুরে আক্রান্তের সঙ্গে দেখা করতে সেবক রোডের বেসরকারি হাসপাতালে যান ডেপুটি মেয়র রঞ্জনবাবু। এরপর তিনি বিকেলে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন। কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে রঞ্জন বলেন,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

নবান্নের চাপে তদন্তের নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : নবান্ন থেকে শুরু হয়েছে খোঁজখবর। তারপরই শিক্ষককে ছুরি মারার ঘটনায় ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট (ডিডি)-কে পৃথক তদন্তের নির্দেশ দিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার অখিলেশকুমার চতুর্বেদী। সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন পুলিশ কমিশনার। কমিশনারের নির্দেশিকা পেয়েই তদন্তে নেমে পড়েছে ডিডি।

অভিযুক্তদের কী পরিচিতি, পেছনে কাদের হাত রয়েছে, এর আগের ঘটনায় অভিযুক্তদের সঙ্গে এই অভিযুক্তদের কোনও যোগ রয়েছে কি না, কেন বারবার ওই ওয়ার্ডে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, কেন আগের ঘটনায় অভিযুক্তরা এখনও ধরা পড়ল না, বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনায় অভিযুক্তরা কোথায় রয়েছে সেইসব বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে ওই রিপোর্টে।

শনিবার সকালেই ডিডির আধিকারিকরা সেবক রোডের বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে আক্রান্তের সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আসেন। এরপর ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্তদের খোঁজখবরও করা হয়। শুক্রবার বিকেল পর্যন্তও অভিযুক্তদের নাকি এলাকায় দেখা গিয়েছে। কিন্তু রাতের পর থেকে আর পাত্তা মেলেনি। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে গাফিলতি মেনে নিয়েছেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার। তিনি বলেন, '১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনায় আমাদের অফিসারের গাফিলতি আছে। ওরাও দেরিতে অভিযোগ করেছেন। আমরা অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে ফেলেছি। শীঘ্রই ধরে ফেলা হবে।'

এদিকে, ওই এলাকাতেই কালীপুজোর রাতে ব্যবসায়ী দম্পতিকে মারধর কাণ্ডে অভিযুক্তরা এখনও অধরা রয়েছে। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর প্রতিবাদ করায় স্কুল শিক্ষককে রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে, ছুরি দিয়ে খুন করার চেষ্টা করা হয়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

Still floating in the past? Switch to the all-electric Ather 450X.

Certified Range: 146 kms | 0-40 km/h in 3.3 s | 17.78 cm (7") Touchscreen with on-board Google™ Maps | Fast charging: 15 km in 10 mins | IP67 rated li-ion battery with unlimited kms / 3 years warranty

EMI starting at just Rs. 2975* | Easy EV financing with Chola Finance, HDFC Bank Ltd, Hero FinCorp Ltd & IDFC

ATHER

Deliveries open. Book yours on **www.atherenergy.com**

Ather Space Experience Center, Siliguri:
Opp. Vishal Cinema Hall, Besides Guru Sweets,
Sevoke Road, 2nd Mile | Contact Us: 80103 00222

*The performance shall be subject to riding pattern, rider's body weight and terrain conditions. Product shown is for representational purpose only. Actual color, feature & specification may vary. All trademarks are the property of the respective owners.

ডাউয়াগুড়িতে উদ্ধার অসমের অপহৃত ব্যবসায়ী

তুফানগঞ্জ, ১২ নভেম্বর : অসমের ধুবড়ি জেলার গৌরীপুরের এক সবজি ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়ার অভিযোগ উঠল। ওই সবজি ব্যবসায়ীর নাম মুন্নাফ আলি (২৮)। শনিবার সকালে মুন্নাফের বাবা তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোতোয়ালি এবং তুফানগঞ্জ থানা কোচবিহারের ডাউয়াগুড়ি এলাকায় যৌথ অভিযান চালালে আসবাবপত্রের ব্যবসায়ী নিরঞ্জন সরকারের দোকান থেকে মুন্নাফ উদ্ধার হয়। পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পারে, নিরঞ্জনের মেয়ের সঙ্গে মুন্নাফের সম্পর্ক রয়েছে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাঁরা শুক্রবার কোচবিহারে দেখা করতে যান। সেই সময়ই নিরঞ্জন মুন্নাফকে আটক করে ডাউয়াগুড়িতে নিয়ে আসেন।

মুন্নাফের বাবা আব্দুল বাতেন শেখ এদিন দুপুরে ছেলে উদ্ধার হওয়ার পর বলেন, 'শুক্রবার সকালে সবজি কেনার কথা বলে মুন্নাফ কোচবিহার জেলায় আসে। রাতে বাড়ি না ফেরায় খোঁজখবর নেওয়া শুরু করি।

১১টা নাগাদ ছেলের ফোন থেকে কল করে পাঁচ লক্ষ টাকা এক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করতে বলা হয়। এরপরেই তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করি।'

পুলিশ জানিয়েছে, নিরঞ্জনের মেয়ের সঙ্গে মুন্নাফের সম্পর্ক ছিল। যাকে কেন্দ্র করেই এই কাণ্ড ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্ত চলছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

ফের কালচিনির গ্রামে ভালুক

কালচিনি, ১২ নভেম্বর : শুক্রবারের পর শনিবার আবার ভালুক ধরা পড়ল কালচিনিতে। শুক্রবারই দক্ষিণ লতাবাড়িতে শাবক সহ মা ভালুককে উদ্ধার করেছিলেন বনকর্মীরা। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এদিন দুপুরে উত্তর লতাবাড়ি গ্রামে একটি ভালুক শাবক দেখতে পান স্থানীয়রা।

ভালুক শাবকটি এলাকায় রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। খবর যায় বন দপ্তরের কাছে। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জ, নিমাতি রেঞ্জ সহ একাধিক রেঞ্জের বনকর্মী ও বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকরা সেখানে যান। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বনকর্মীরা ভালুকটিকে জাল দিয়ে ধরে ফেলেন। এরপর সেটিকে রাজাভাতখাওয়া প্রাণী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের উপক্ষেত্র অধিকর্তা (পশ্চিম) পারভিন কাসওয়ান জানিয়েছেন, 'প্রাথমিক চিকিৎসার পর বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলের কোর এলাকায় সুস্থ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ওই ভালুক শাবকটিকে।'

বন দপ্তর জানিয়েছে, শাবকটি মাদি। বয়স প্রায় এক বছর। সম্ভবত মায়ের সঙ্গে ছিল সেটি। পরে কোনওভাবে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। বনকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, জঙ্গলের কোর এলাকায় নিয়ে যাওয়ার পর খাঁচার মুখ খুলতেই, শাবকটি এক ছুটে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। সেটির যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সেজন্য জঙ্গলে ট্র্যাপ ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালাচ্ছেন বনকর্মীরা।

> "প্রাথমিক চিকিৎসার পর বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলের কোর এলাকায় সুস্থ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ওই ভালুক শাবকটিকে।
>
> –পারভিন কাসওয়ান
> *উপক্ষেত্র অধিকর্তা (পশ্চিম)*
> *বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প*

অন্যদিকে, পরপর দু'দিন পাশাপাশি দুই গ্রামে ভালুক ঢুকে পড়ায় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ভালুক শাবকটিকে দেখতে গ্রামবাসীরা এদিনও ওই এলাকায় ভিড় জমান। শাবকটিও ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। যদিও শাবকটির হামলায় কেউ জখম হননি।

প্রশ্ন উঠছে, হঠাৎ করে কালচিনির গ্রামে ভালুকের আনাগোনা বাড়ল কেন? বন দপ্তরের অনুমান, ভুটান পাহাড়ে ইতিমধ্যেই শীত পড়ে যাওয়ায় সম্ভবত ভালুকের দল পাহাড় ছেড়ে বক্সার জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। বক্সার জঙ্গল ভালুকদের বসবাসের জন্য আদর্শ জায়গা। তবে দলের দুই-একটি ভালুক ও শাবক লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। ২০-২৫ বছর আগেও বক্সার জঙ্গলে বহু ভালুক ছিল। মাঝে সংখ্যা কমে গেলেও এখন আবার বক্সার জঙ্গলে ভালুক আসতে শুরু করেছে। এতে অবশ্য বক্সার জঙ্গলে জীববৈচিত্র্য বাড়বে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জঙ্গলে খাদ্য শৃঙ্খলের সমতা বজায় থাকবে বলে মনে করছেন বনকর্তারা। তবে জঙ্গল ছেড়ে ভালুক যাতে লোকালয়ে না আসে সেদিকে নজর রাখছেন বনকর্তা ও বনকর্মীরা।

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, ৩৬/৫`-৩", সুশ্রী, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার পাত্রীর জন্য বালুরঘাট, মালদা, রায়গঞ্জ নিবাসী সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। ফোন : 9434512745, বালুরঘাট। (C/102552)

■ EB, 23/5`-3", M.A., পরমা সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9734485015. (C/102189)

■ Gen., 26/5`-4", B.Tech., Railway-তে কর্মরত পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। Caste no bar. (M) 7407777995. (C/102556)

■ কায়স্থ, M.A., B.Ed., 28/5`-1", পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7439691336. (C/112061)

■ ব্রাহ্মণ 30/5'3" M.A., B.Ed পাত্রীর 34 মধ্যে সঃ/অসবর্ণ সুচাকুরে পাত্র চাই। ম্যাট্রিমনির Call নিষ্প্রয়োজন। মালদা - 6294359283. (M-ED)

■ ব্রাহ্মণ 39/5'1" M.A., B.Ed ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর সঃচাঃ / শিক্ষক/ বেঃসঃচাঃ সঃ/উচ্চ অসঃ উপযুক্ত সুপাত্র কাম্য। M - 9378333429. (M-ED)

■ কায়স্থ 28/5'6" ফর্সা, সুন্দরী, উচ্চ শিক্ষিতা, নর, মীন, গুরুগ্রামে কর্মরত পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 8617039590. (M-ED)

■ মালদা শহরে ব্রাহ্মণ কাশ্যপ 31/5'3" ফর্সা, সুশ্রী, M.A. বাংলা নেশাহীন যোগ্য পাত্র চাই। M-94346 27016. (M-99186)

■ বিহারি, 32/5`, B.A. (H), Eng., ব্যাংক ক্লার্ক পাত্রীর সরকারি চাকরিজীবী বাঙালি পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। 9434563261. (C/101705)

■ সাহা, সুন্দরী, 30+/5`-1", SSC শিক্ষিকা। হাইস্কুল শিক্ষক/সরকারি কর্মচারী, 31-33 বয়সের জেনারেল পাত্র চাই। 9679020738.

■ কাশ্যপ গোত্র, বয়স 39/5`-1", শিক্ষাগত যোগ্যতা-বিএ পাশ, সুন্দরী, ফর্সা, গৃহকর্মে নিপুণা, একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। (M) 9735083468. (S/N)

■ ঘোষ, 28/5`-5", B.Tech. পাশ, রেলে JE, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য উচ্চপদে সরকারি চাকরি, অনূর্ধ্ব 32 পাত্র কাম্য। 8918097657. (C/112067)

■ রায়গঞ্জ নিবাসী, বৈশ্য সাহা, 28/5`-4", B.A. (Eng. Hon.) B.Ed., দেবগণ, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9474017402. (C/102555)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী পাল, 30/5`-2", M.A., B.Ed., ইং-মিডিয়ামে শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি/ MNC/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9851376650. (C/102560)

■ বারুজীবী দত্ত, 29+5`, B.A., Eng (H), D. Ed, টেট পাশ। পিতা পেনশনার, স্বঃ/ অসবর্ণ পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি বা সংলগ্ন এলাকার। M : 8101692289. (C/101979)

■ Bangalore-এ কর্মরতা ২৮+৫ ফিট MBA পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 7908326521. (C/112070)

■ দিনহাটা নিবাসী, সরকার, ২৮/ ৫`-৩``, D.El. Ed., M.Sc. পাঠরতা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। M : 9434826014. (C/101597)

■ পাত্রী ফর্সা, সুশ্রী, 5`-1``, 33+, কায়স্থ, B.A.। 5`-7``, 35+-এর মধ্যে সঃ/বেঃ সঃ চাকুরে, জলপাইগুড়ির নিকটে, সুদর্শন পাত্র কাম্য। M : 7908941495. (C/101983)

■ সাহা, 30/5`-3``M.A. পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ, মালদা অগ্রগণ্য। Ph.- 7001085552. (C/102569)

■ M.A., B.Ed., Ben (H) 5`-3", 28, SC, ফর্সা সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Cont- 9832938524. (M/M)

পাত্র চাই

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী কায়স্থ 26+/5`-3.5``, দেবগণ, মিথুন রাশি, M.A. (Eng) Final Year, D.El.Ed, ফর্সা। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা,চাকরিজীবী পাত্র চাই। মো ঃ 7001394480. (C/101982)

■ ৪৫ সুশিক্ষিত ভালো উপার্জনকারী জলপাইগুড়ি শহরবাসী পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 9932190108

■ বারুজীবী, 29+/5`-1``/ M.A. , উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য M.A./B.A. 33-35 উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M : 6297989203. (U/D)

■ পাত্রী রাজবংশী, 29+/5`-5``, ফর্সা, M.A in English, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর কনিষ্ঠা কন্যার জন্য সরকারি চাকরি, ব্যবসায়ী, রাজবংশী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। M : 9635610608, 9475089740. (C/112071)

■ SSC শিক্ষিকা, 35/5`-3``, সুশ্রী, নামমাত্র ডিভোর্সি, ইস্যুহীন, ব্রাহ্মণ পাত্রীর জন্য নরগণ ব্যতীত, ইস্যুহীন ডিভোর্সি/বিপত্নীক, সঃ চাকুরে অনূর্ধ্ব 40 শিলিগুড়ি বা তার আশপাশে সুযোগ্য নেশাহীন পাত্র কাম্য। Caste No. Bar. M : 8942843944. (K)

■ মোদক, 25/5`-3``, M.A. (Eng.) B.Ed সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি ব্যাংক, কলেজের প্রফেসার, উচ্চপদে সরকারি কর্মরত স্বঃ/অস্ববর্ণ-পাত্র চাই। M : 9933450209.

■ কায়স্থ 28/5` B.A. উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী 36 মধ্যে পাত্র কাম্য। ধূপগুড়ি। M : 7001633428. (A/B)

■ পাত্রী S.C., শ্যামলা 35/5` দেবারি, B.Tech, B.M. Nationalized Bank-এ কর্মরত। চাকুরিজীবী পাত্র কাম্য। Mob. : 8597342752. (C/A)

■ কায়স্থ, 33/5`-3``, M.A. ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য সরকারি কর্মরত ডিভোর্সি পাত্র কাম্য। আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। M : 8906743478. (S/M)

■ পাল (কুণ্ডু), ৩২+/৪`-১০``, M.A., পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকুরিজীবী, স্ববর্ণ/উচ্চ অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। M : 9641866309/9775560989. (6 P.M. - 10 P.M.). (C/102199)

■ কায়স্থ ডিভোর্সি ৩২ MBA ৫`৩ সুশ্রী 37 সুপাত্র চাই 7679054643. (K)

■ কায়স্থ, 25, B.A., B.Ed, 5`-4``, বিধবা সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি/ বেসরকারি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M : 9126261977. (C/102222)

■ জলপাইগুড়িতে সরকারি প্রাথমিক স্কুলে চাকরিরতা কায়স্থ 33/5`-3``, M.A. B.Ed পাত্রীর (36) মধ্য স্থায়ী সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সমতুল্য পাত্র চাই। M : 6295892741. (C/101980)

■ কায়স্থ, 25/5` M.A. পাঠরতা। ফর্সা সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিরত কায়স্থ পাত্র কাম্য। M : 8145752302. (C/101979)

■ পূঃ বঃ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, 24/5`-1`` B.A. (Hons. Ben.) পাশ, D.El. Ed. পাঠরতা। ফর্সা, স্লিম,সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। অসবর্ণ চলবে। পিতা অবসরপ্রাপ্ত কে.স. রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা আধিকারিক, মাতা কায়স্থ। M : 7364928547. (C/101977)

■ সঃ উঃ মাঃ PG শিক্ষিকা, ফর্সা, সুন্দরী, সঙ্গীতজ্ঞা, 5`-3``, 43, কায়স্থ। একমাত্র সন্তান পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ির নিকটবর্তী, 44-48, উচ্চপদস্থ সঃ চাঃ সুপাত্র চাই। মো : 8900237153 (7 P.M.- 9 P.M.). (C/101974)

■ 25, M.A., B.Ed., ফর্সা পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ির মধ্যে সঃ চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8918700419. (C/101995)

■ কায়স্থ 26/5`-4`` Convent, B.Tech, নামী MNC-তে কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। M : 98048-08697. (C/102602)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, ডিভোর্সি, 33+/5`, B.Com.(H), MBA, একমাত্র কন্যা, শিলিগুড়ি নিজ বাড়ি, ইস্যুলেস উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8945808709. (C/102571)

■ ব্রাহ্মণ, ২৭/৫`-৩", ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা, এমএ পাশ, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, জমি। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9832411314, 9474962461. (C/102572)

■ পাত্রী সাহা, Gen., ফর্সা, সুশ্রী, 28+/5`-4", Ph.D. করছে। Net, Set, JRF Ex-lecturer শিলিগুড়ি। যোগ্য পাত্র কাম্য। মোঃ 9547764792. (C/102605)

■ আলিপুরদুয়ার, কায়স্থ, দুই বোন, বড় বোন বিবাহিতা, পিতা Ex. Rly. Officer, 29/5`-1", B.Com. (H), ছোট কন্যার জন্য চাকরি/প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 7031027900 (5 P.M. - 10 P.M.). (C/102227)

■ কায়স্থ, ফর্সা, সুন্দরী, 28+/5`-3", M.Sc. Math (80% above), NET (All India Rank in Top 20), Ph.D. (Working in Central Govt. Insti. NIT) উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8016246037. (C/101598)

■ কায়স্থ, 28/5`-2", M.A. (Eng.), B.Ed., সুশ্রী পাত্রীর জন্য Govt. অফিসার/অধ্যাপক/স্কুল শিক্ষক, স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। (M) 7364017924. (C/102226)

■ পাত্রী, 30+/5`-1", কায়স্থ, দেবগণ, সুশ্রী, সুন্দরী, একমাত্র কন্যা, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 8906558143. (C/102609)

■ নমশূদ্র, শিলিগুড়ি, 27/5`-2", M.A. Eng., B.Ed., Net Qualified, School Teacher (Eng. Medium) পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9474583163. (C/102609)

পাত্র চাই

■ নমশূদ্র, বয়স-24+/উচ্চতা-5`-2", B.A. পাশ (H), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত/চাকরিরত পাত্র কাম্য। (M) 9832309057 (শিলিগুড়ি)। (C/102609)

■ ব্রাহ্মণ, 27/5`-6", ফর্সা, সুশ্রী, Ph.D. (প্রফেসার, জয়পুর), পিতা-ডাক্তার, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ডাক্তার পাত্র চাই। (M) 7733051311. (C/102610)

■ পাত্রী দাস, শিলিগুড়ি নিবাসী, 33/5`, একমাত্র কন্যা, ফর্সা, কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিরতা (শিলিগুড়ি), উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 8016892476. (C/102609)

■ ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র, ফর্সা, 5`-3", DOB :1984-Dec., M.A. Geo. & Edu., B.Ed., SET, NET, Ph.D.-রত, হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9932878426. (B/S)

■ পাত্রী বারুজীবী, দিনহাটা নিবাসী পাল, 28/5`-3", B.Sc., ফর্সা পাত্রীর জন্য সরকারি বা উচ্চপদস্থ Pvt. চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 8250449652, (W) 9434137615. (B/S)

■ 1997 সালে জন্ম, দেবগণ, B.Tech., বেঙ্গালুরুর MNC-তে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, কন্যাসন্তান পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 080-69103031. (C/102611)

পাত্র চাই

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 23 বছর বয়সি, B.Sc., সুন্দরী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী/প্রাইভেট। 080-69144002. (C/102611)

■ ৩৪ বছর বয়সি, সরকারি চাকরিজীবী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি ডিভোর্সি পাত্র কাম্য। 080-69074943. (C/102611)

সুপাত্র চাই

■ গন্ধবণিক, অতীব ফর্সা, সুন্দরী-5`-3" Graduate, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 35 সরকারি/বেসরকারি (উচ্চপদস্থ), (দেশে/বিদেশে) কর্মরত সুপাত্র চাই। SC/ST বাদে। Photo+Biodata সহ যোগাযোগ-W/A. 9434531307. (C/102613)

পাত্রী চাই

■ রায়গঞ্জ, স্থায়ী সঃ চাঃ। পূঃ বঃ কায়স্থ, 36/5`-6", ডিভোর্সি (ইস্যুহীন), সুদর্শন পাত্র। অনূর্ধ্ব ২৮, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 8637841290. (C/102561)

■ কায়স্থ, স্নাতক, 52/5`-6``, উজ্জ্বল সুস্বাস্থ্য, বিপত্নীক। আর্থিক অবস্থা ভালো, নেশাহীন- দাবিহীন। উপযুক্ত পাত্রী চাই। 7811880681 (7 P.M. - 10 P.M.). (C/102224)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, গ্র্যাজুয়েট, 29+/5`-3", বেসরকারি লিমিটেড কোম্পানিতে কর্মরত, একমাত্র পুত্র, নির্ঝঞ্ঝাট সংসারের জন্য সুন্দরী, গ্র্যাজুয়েট পাত্রী কাম্য। স্ব-অসবর্ণ চলিবে। M :7679385196. (C/102199)

■ পূঃ বঃ(পূর্ব বঙ্গীয়), ব্রাহ্মণ,শাণ্ডিল্য গোত্র, দেবগণ, কর্কট রাশি, ৩৩+, উঃ ৫`-৫``. MNC -তে উচ্চপদে কর্মরত (ইঞ্জিনিয়ার) পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী,বনেদি পরিবারের পাত্রী কাম্য (অনূর্ধ্বা ২৯)। যোগাযোগ : 9475140302 (সময় : সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা) (K)

■ কর্মকার 32+/5`-6`` B.Tech, সরকারি ব্যাংকে কর্মরত সুদর্শন পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। M : 8348525033. (K)

■ কায়স্থ, 40+/5`-7", মধুগল্লো গোত্র, হাইস্কুল শিক্ষক, বাবা-মা সরকারি পেনশনভোগী, একমাত্র ছেলে, বিপত্নীক, নিঃসন্তান। 30-35 মধ্যে শিক্ষিতা, সুন্দরী এবং মধ্যবিত্ত ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ডিভোর্সি চলবে না। M : 9434201760. (C/101595)

■ পাত্র কর্মকার 38/5`-5`` B.A. (J.B) স্বঃ/ অসবর্ণ সুশ্রী পাত্রী কাম্য। চাকরিজীবীও চলবে। জলঃ M. No. 7679173984. (C/101975)

■ কায়স্থ, 34+/5`-7", রাজ্য সরকারি অফিসের কর্মচারী (গ্রুপ-ডি), মাথাভাঙ্গা নিবাসী, জয়সওয়াল পাত্রের জন্য 32 বছরের মধ্যে B.A. পাশ পাত্রী চাই। M : 9002670894. (C/102223)

■ সাহা 5`-7", (B.A.) Age- (31+) M.R. Salary- (50,000+) সুন্দরী পাত্রী কাম্য। Ph. No. 8101549120. (C/102570)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5`-6``, ওষুধ কোম্পানিতে কর্মরত,দাবিহীন পরিবারে ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী চাই। 8076814042. (C/102567)

■ দত্ত 35/5`-5`` M.A. সরকারি চাকরিরত দাবিহীন ডিভোর্সি পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। উঃ দঃ দিঃ। মালদা গ্রহণযোগ্য। M : 9593482639. (C/102564)

■ কায়স্থ MBA 31/5`-5`` বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য

■ M.Sc. (Phy.), SBI কর্মরত, সাহা, 28/5`-1", ফর্সা, স্লিম, সুন্দরী, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবার, পিতা Retd. Bank Div. Mgr., স্বঃ/অসঃ ডাক্তার, Engg., Prof., Bank, LIC, কেন্দ্র/রাজ্য সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। What/M : 8900515815. (C/101988)

■ কায়স্থ, 32/5`, B.Com. (H), ফর্সা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। 7908623557, 8972471498 (W). (A/A)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 28+/5`-1", গ্র্যাজুয়েট, শিলিগুড়ি নিবাসী। উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9832764394, শিলিগুড়ি। (C/102610)

■ কায়স্থ, 28/5`-8", M.Sc., Agriculture অফিসার, একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9734488572. (C/102556)

■ পাল, 32/5`-9", M.Tech., Railway ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। (M) 9330848518. (C/102189)

ঘরোয়া গ্র্যাজুয়েট পাত্রী কাম্য। ফালাকাটা সংলগ্ন। 8597519854. (B/S)

■ 32 বছর বাঙালি (Caste No Bar) Govt. Bank (SBI)-এ অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য- 8910835810. (K)

■ EB, কায়স্থ, কন্যা রাশি, নরগণ, 33/5`-9", MBA, দাবিহীন, শিলিগুড়িতে বাড়ি, ব্যবসা। পরিবারে পিতা-মাতা ও পাত্র। শিক্ষিতা, সুশ্রী, লম্বা পাত্রী কাম্য। (M) 9832393962, 9531740410. (C/102573)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী কর্মকার, 31/5`-6", M.Com., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য 5`, অনূর্ধ্ব 25, স্নাতক, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9476383629. (C/112057)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5`-11", B.Tech., IT/MNC-তে কর্মরত Engineer. বর্তমানে নিজ গৃহ শিলিগুড়িতে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'-এ আছে। বাৎসব গোত্র, নরগণ পাত্রের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিতা, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9593672658. (C/102542)

■ মাহিষ্য, SC দাস, 29/5`-6", M.Sc. Physics, ভারতীয় রেলওয়েতে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। উপযুক্ত পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। শিলিগুড়ির আশপাশেও চলিবে। সময় : রাত্রি ৮-১০টা। (M) 6296758057. (C/102545)

■ উজ্জ্বল বাড়ৈ, ডিভোর্সি, ৩৬/৫`-৬", B.Tech, Business, একমাত্র পুত্র, শিলিগুড়ি বাসভবন, দাবিহীন, পাত্রী চাই। Mob : 9832374133. (C/102181)

■ ব্রাহ্মণ, 35/5`-7", B.Com., ব্যবসায়ী, দেবারিগণ, সিংহ রাশি পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9475081605. (C/112066)

■ ব্রাহ্মণ, নর, 29/5`-4", Mech. Engg. শিলিগুড়ি নিবাসী। একমাত্র পুত্র। সুশ্রী, উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9002690532. (K/D/R)

■ কায়স্থ, 36/5`-6", B.Com. পাশ, বিদেশে বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত। শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9933357298 (W/P), 7811963505. (C/112068)

■ পাত্র বসাক, 27/5'6", B.Com graduate, মালদা শহরের Ready Made পোষাকের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর জন্য ঘরোয়া উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) - 8670363826. (M-99187)

■ পঃবঃ, পাল, রায়গঞ্জ, দেবগণ, 40/5'11", M.A. WBCS officer, ফর্সা, সুদর্শন, অবিবাহিত নেশাহীন দাবিহীন পাত্রের জন্য 34 মধ্যে স্নাতক সুন্দরী / সুশ্রী ঘরোয়া পাত্রী চাই। M/ WA - 7076189510. (M-TR)

■ ব্রাহ্মণ, 38/6`, H.S., CRPF কর্মরত, একমাত্র পুত্র, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি পুত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। কায়স্থ আপত্তি নেই। (M) 9832687892. (C/102193)

■ Roy, General, July 92/5`-3", B.Tech., Indian Navy Officer Rank LT. Comdt., দেবারিগণ, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য স্লিম, ফর্সা, সুন্দরী, শিক্ষিতা, 25-এর মধ্যে 5 ফুট উচ্চতার উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ/অসম নিবাসী অগ্রগণ্য। কেবল অভিভাবকই যোগাযোগ করিবেন। (M) 9800287228, 9434055688. (C/102550)

■ কায়স্থ, 39, B.Com., 5`-10", নিজ বাড়ি, বার্ষিক 3/4 lac, দাবিহীন, নেশাহীন, রেজিস্ট্রি বিবাহে আগ্রহী। 34 মধ্যে শিলিগুড়ির পাত্রী চাই। 9474163202. (C/102552)

■ Groom-Bengali Brahmin, 36, Edu.-M.A., B.Ed., D.El. Ed., Teacher-Primary. (Only son) need bride (30/35) preferably in same profession. Caste no bar. Location may be around Siliguri. Con.: 9882378464. (C/102556)

■ পাত্র 45 yrs., 5`-10", MBA, ব্রাহ্মণ, নিজস্ব ব্যবসা, শিলিগুড়ি নিবাসী, বার্ষিক আয় 30 লাখ। পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 7908055692. (C/102611)

■ কায়স্থ, 36+/5`-4", উচ্চশিক্ষিত, Post Graduate, বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত, ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। Mob : 9804355364. (C/102542)

■ ব্রাহ্মণ, আচার্য, দিনহাটা, 31/5`-7", গ্র্যাজুয়েট, ডিপ্লোমা, নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, সরকারি কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। শিক্ষিত, সুশ্রী ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। ফোঃ 7063608657. (A/A)

পাত্রী চাই

■ পাত্র পাল 27/5`-6``", BA পাশ (অনার্স), সুপ্রতিষ্ঠিত কাপড়ের ব্যবসায়ী, শিলিগুড়িতে নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি। ফর্সা, ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। M-81168-46317. (C/102614)

■ পাত্র কায়স্থ, Eng, MA, B.Ed, SSC, PG Teacher, বর্তমান posting South Dinajpur, বাড়ি বীরপাড়া Dooars, গৌরবর্ণ, 5`-10", সুদর্শন, নম্র, ভদ্র, নেশাহীন, দাবিহীন পাত্রের জন্য 28 বৎসরের মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী সত্বর কাম্য। M.No. 78728-77012. (C/102614)

■ মৈথিলি ব্রাহ্মণ, DOB. 1984, রাজ্য সরকারের Grup-B Officer, 5`-8", পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 30, B.A. পাশ, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9883849106. (A/A)

■ রাজবংশী, 28/5`-8", B.Tech., রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে Officer পদে কর্মরত পাত্রের জন্য Bank/Rail/LIC/সঃ চাকরিরতা Graduate পাত্রী কাম্য। (M) 7319135729. (A/A)

■ 32+ পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। Mob.No. 8271003545. (C/112075)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5`-10", MD, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। Caste no bar. (M) 7603048937. (C/102609)

■ মাহিষ্য, 30/5`-11", B.Tech., প্রাঃ শিক্ষক, শিলিগুড়ি, Rtd. কেঃ সঃ অফিসারের পুত্রের জন্য স্নাতক, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। Mob : 8617036426. (C/102609)

■ পাত্র EB, তন্তুবায়, ২৮ বছর, সুদর্শন, ৫`-১১" ht, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, কলকাতা TCS-এ কর্মরত, আদি বাড়ি শিলিগুড়ি। দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী, গৌরবর্ণা, সুকেশী, শিক্ষিতা, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী চাই। EB ও উত্তরবঙ্গ নিবাসী অগ্রগণ্য। (M) 9475025439. (C/102609)

■ কায়স্থ, 37/5`-10", B.Tech., শিলিগুড়ি নিবাসী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, উঃ বঙ্গ নিবাসী পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 9932210583. (C/102609)

■ ব্রাহ্মণ, 41+/5`-8", B.Com., বেসরকারি সংস্থায় চাকরিরত। কাশ্যপ গোত্র। ডিভোর্সি পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। অব্রাহ্মণে আপত্তি নেই। ফোন : 8101236322. (C/102609)

■ কায়স্থ (দে), ৩৬+/৫`-৮", এমএ, পেশা সাংবাদিকতা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিত/চাকরিজীবী পাত্রী চাই। 9832394154, 8348282855. (C/102189)

■ 1989 সালে জন্ম, M.Tech., PWD-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কলেজের অধ্যাপক, নিজস্ব গৃহ, প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পুত্রসন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সত্বর বিবাহে আগ্রহী। কোনওরূপ দাবি দাওয়া নেই। অভিভাবকদের যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়। 080-69103031. (C/102611)

■ 1992 সালে জন্ম, দেবগণ, M.Tech., বেঙ্গালুরুর MNC-তে উচ্চপদে কর্মরত, 40 LPA Anual ইনকাম। পিতা অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক, পুত্রসন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 080-69103031. (C/102611)

■ 33 বছর বয়সি, Ph.D., সরকারি কলেজের অধ্যাপক পদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। কোনওরূপ দাবি নেই ও সত্বর বিবাহে আগ্রহী। 080-69144002. (C/102611)

■ ৩৮ বছর, রাজ্য সরকারের অধীনে চাকরিরত পাত্রের জন্য সরকারি/বেসরকারি (ডিভোর্সি) পাত্রী কাম্য। 080-69074943. (C/102611)

■ EB, রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, 32/5`-7", BBA, নিজস্ব ব্যবসা, 20 LPA, শিলিগুড়ি নিবাসী। অনূর্ধ্বা 27, স্বঃ/অসঃ Convented স্নাতক পাত্রী কাম্য। উঃ বঙ্গ অগ্রগণ্য। 9434055444. (C/102610)

■ নমশূদ্র, 32/5`-5", B.A., সুদর্শন, একমাত্র পুত্র, ব্যবসায়ী। মাতা শিক্ষিকা, বাবার চা বাগান, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9832070616. (C/101992)

বেতনে বঞ্চিত বৃত্তিমূলক শিক্ষকরা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : নভেম্বরের দু'সপ্তাহ পার হতে চলল। এখনও অক্টোবর মাসের বেতন পাননি রাজ্যের আটশোরও বেশি স্কুলের বৃত্তিমূলক শিক্ষক। কেন তাঁদের বেতন হয়নি, তার ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না কেউই। কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলছেন না। আবার শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্বে থাকা বেসরকারি সংস্থার কর্তারাও দায় এড়াচ্ছেন। শুধু অক্টোবর নয়, শতাধিক শিক্ষক এখন পর্যন্ত সেপ্টেম্বর মাসেরও বেতন পাননি বলেই অভিযোগ।

বেতনের দাবিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষকদের সংগঠনের তরফে শুক্রবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সহ প্রশাসনের কর্তাদের চিঠি পাঠানো হয়েছে। এদিকে, শিক্ষকদের বেতন না হওয়ার খবর জানেনই না রাজ্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পূর্ণেন্দু বসু। তাঁর বক্তব্য, 'শিক্ষকদের বেতন না হওয়ার কথা নয়। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

ন্যাশনাল ভোকেশনাল এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক–কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের অধীনে পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে ২০১৩ সালে রাজ্যের ৯৩টি স্কুলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু হয়। ওই বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষার অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার চারটি বিষয়। ২০১৫ সালে বৃত্তিমূলক শিক্ষা সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে রাজ্যের ৬৭৬টি স্কুলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু আছে। মোট ১৩টি বিষয়ে পড়ানো হয়। যদিও প্রোজেক্ট অ্যাপ্রুভাল বোর্ড (পাব)–এর রিপোর্ট বলছে, রাজ্যে ৭২৬টি স্কুলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু আছে। তবে শিক্ষকদের বক্তব্য, ৫০টি স্কুলের অনুমোদন রয়েছে শুধুমাত্র কাগজ–কলমেই। বাস্তবে সেখানে ক্লাস শুরু হয়নি। কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের তথ্য বলছে, রাজ্যে মোট ১,৪৫২ জন বৃত্তিমূলক শিক্ষক রয়েছেন। উত্তরবঙ্গে ১৮৫টি স্কুলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু আছে। তাতে ৪০০ জনেরও বেশি শিক্ষক আছেন। উত্তরের স্কুলগুলির শিক্ষকদের বেশিরভাগেরই এখনও বেতন হয়নি।

বৃত্তিমূলক শিক্ষকদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ এনএসকিউএফ শিক্ষক পরিবারের রাজ্য সম্পাদক শুভদীপ ভৌমিকের বক্তব্য, 'শিক্ষা দপ্তরের কাছে গেলে তাদের কর্তারা বলছেন, আমরা সমস্ত অর্থ মিটিয়ে দিয়েছি। সংস্থাগুলি কেন বেতন দিচ্ছে না জানা নেই। আবার সংস্থার আধিকারিকরা দাবি করছেন, রাজ্য তাদের টাকা মেটায়নি তাই বেতন দেওয়া যাচ্ছে না। কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যা সেটা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।'

১৪৫২ জন শিক্ষক থাকলেও কেন আটশোর বেশি শিক্ষকের বেতন হল না? বাকিদের বেতন কি হয়ে গিয়েছে? এই প্রশ্ন নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। শুভদীপের বক্তব্য, 'সাংগঠনিকভাবে এখনও আমরা আটশোর বেশি শিক্ষকের নাম নথিভুক্ত করতে পেরেছি, যাঁদের বেতন হয়নি। বাকিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।'

বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রকল্পে টাকা দিচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য। অথচ স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে। যদিও গোটা বিষয়টি দেখভাল করে কারিগরি শিক্ষা দপ্তর ও স্কুল শিক্ষা দপ্তর। দায়িত্বে থাকা বেসরকারি সংস্থা স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজির প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর সুমঞ্জন কর্মকারের বক্তব্য, 'নানা কারণে বেতন এখনও হয়নি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেতন দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।' আর একটি সংস্থার প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর অনিরুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়ের কথা, 'কেন বেতন হয়নি সেটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই বলতে পারবে। আমি নিজেও এখনও অক্টোবরের বেতন পাইনি।'

জেলা	স্কুল
মালদা	২৬
দক্ষিণ দিনাজপুর	২১
উত্তর দিনাজপুর	২২
কোচবিহার	৪২
আলিপুরদুয়ার	১৭
জলপাইগুড়ি	৩৭
দার্জিলিং	২০

বন্ধ ঘরে বেশি কার্যকর, বলছেন বিশেষজ্ঞরা

ফগিংয়ে বাড়ছে বিপদ

রণজিৎ ঘোষ

- মশার উৎপাতে নাজেহাল শহরের মানুষ
- দরজা–জানালা বন্ধ করে ঘরে ফগিং করা প্রয়োজন
- নর্দমা পরিষ্কার, জঞ্জাল অপসারণে জোর দিয়েও কোনও লাভ নেই
- ডেঙ্গির মশা নোংরা জলে জন্মায় না

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : ডেঙ্গির মশা মারতে ফগিং করা হচ্ছে। কিন্তু এর জেরে ডেঙ্গির প্রবণতা আরও বাড়ছে, এমনটাই মত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের। তাঁদের বক্তব্য, ফগিং যদি করতেই হয় তাহলে দরজা–জানালা বন্ধ করে ঘরে ফগিং করা প্রয়োজন। তাহলে সেখানে থাকা মশা মারা যাবে। বাইরে ফগিং করে আখেরে বিপদ আরও বাড়ছে। পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে'র বক্তব্য, 'আমরা সবসময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতোই কাজ করছি। স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা যদি আমাদের পরামর্শ দেন যে, মশা মারতে ঘরে ঘরে ফগিং করতে হবে তাহলে সেটাই করা হবে।'

শিলিগুড়িতে এবার ডেঙ্গি মারাত্মক আকার নিয়েছে। এখনও পর্যন্ত চার হাজারের বেশি মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। বেসরকারি হিসাবে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। শহরজুড়ে মশার দাপটও মারাত্মকভাবে বেড়েছে। সকাল, বিকেল হোক অথবা রাত সবসময় সর্বত্রই মশার উৎপাতে নাজেহাল শহরের মানুষ। এমনকি বহুতলের একেবারে উপরতলাতেও মশার দাপট অব্যাহত। মশার হাত থেকে বাঁচতে বিভিন্ন ওষুধ স্প্রে করেও সেভাবে ফল হচ্ছে না।

শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে মশা মারতে মাঝেমধ্যে ফগিং করছে পুরনিগম। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাস্তায় রাস্তায় এভাবে ফগিং করে কোনও লাভ হচ্ছে না। এই ফগিংয়ে মশা মরা দূরে থাক, পালিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকছে। যার ফলে বিপদ আরও বাড়ছে। তাহলে কী করণীয়? জনস্বাস্থ্য বিভাগের উত্তরবঙ্গের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) ডাঃ সুশান্ত রায় মনে করেন, ফগিং বাইরে নয়, ঘরে করা প্রয়োজন। তিনি বলছেন, 'রাস্তায় বা নর্দমায় ফগিং করলে মশা সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। সেই মশাগুলি গিয়ে ঘরে আশ্রয় নিচ্ছে। এর জেরে বিপদ আরও বাড়ছে। বরং ঘরের দরজা–জানালা বন্ধ রেখে সেখানে ফগিং করলে ঘরের সব মশা মরে যাবে।'

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খানের বক্তব্য, 'ডেঙ্গির মশা মারার জন্য ফগিং কখনোই কাম্য নয়। মশা এভাবে মরে না, বরং ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আর ডেঙ্গি মোকাবিলায় নর্দমা পরিষ্কার, জঞ্জাল অপসারণে বেশি জোর দিয়েও কোনও লাভ নেই। কেননা ডেঙ্গির মশা নোংরা জলে জন্মায় না, পরিষ্কার জলে আশ্রয় নেয় এবং বংশবৃদ্ধি করে। তাই মানুষকে সচেতন হয়ে ঘরে পাঁচ–ছয়দিনের জল জমিয়ে না রাখার চেষ্টা করতে হবে।'

দার্জিলিংয়ের উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) ডাঃ মহেশ্বর মোদির বক্তব্য, 'এটা ঠিকই যে, ফগিংয়ের সময় উলটো দিক দিয়ে মশা পালিয়ে যায়। সেই জন্য ঢাকা নর্দমা এবং কোনও একটি ওয়ার্ডে বৃত্তাকারে ফগিং করা হচ্ছে। যাতে কিছু মশা পালিয়ে গেলেও কিছু মারা যাবে। এটা ঠিকই যে, ঘরে ঘরে ফগিং করতে পারলে খুব ভালো ফল মিলবে। কিন্তু কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও রয়েছে। শহরাঞ্চলে যেখানে চারিদিকে বহুতল ফ্ল্যাট, সেই জায়গায় ঘরে ঘরে ফগিং কতটা সম্ভব সেটাও দেখতে হবে।'

শিবির পরিদর্শন

সোনাপুর, ১২ নভেম্বর : শনিবার আলিপুরদুয়ার–১ ব্লকের মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্যান্টিন মাঠে দুয়ারে সরকারের শিবির হয়। এদিন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে শিবির পরিদর্শন করেন। এছাড়া এসেছিলেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, আলিপুরদুয়ার–১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি পীযূষকান্তি রায়। নেতারা শিবিরে আসা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। এদিন পাড়ায় সমাধান ক্যাম্পে স্থানীয়রা এলাকায় একটি নর্দমা তৈরির আবেদন জানান। ব্লকের বিডিও সঞ্জয় প্রধান তাঁদের নর্দমা তৈরির আশ্বাস দেন।

Advt
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক সব শাখার ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ সুযোগ
স্বল্প ব্যয়ে সরকারি যোজনায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় চাকরিমুখী ট্রেনিং
কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অনুমোদিত স্বাস্থ্য পরিষেবা বা প্যারামেডিক্সের বিশেষ চাকরিমুখী কোর্সের ট্রেনিং দিচ্ছে এক্সেল মেডিস্কিল হেল্‌থ কেয়ার ইনস্টিটিউট। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক সব শাখার ছেলেমেয়েদের জন্যঃ (১) এমার্জেন্সি মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান, (২) ANM নার্সিং কোর্স (৩) ই.সি.জি টেকনিশিয়ান, (৪) জেনারেল ডিউটি অ্যাসিসটেন্ট (GDA), (৫) বেসিক হেল্‌থ কেয়ার।
আজ থেকে আবেদনপত্র দেওয়া ও কাউন্সেলিং শুরু হয়েছে। বয়স হতে হবে ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে। আধার কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন।
উত্তরবঙ্গ সেন্টারগুলিতে। রায়গঞ্জঃ 9874747033, মালদাঃ 9051013501, বালুরঘাটঃ 9874747032, শিলিগুড়িঃ 9051013502, জলপাইগুড়িঃ 9874644115, কোচবিহারঃ 9874644114। কোর্স শেষে কাজের সহায়তা করা হবে। আসন সংখ্যা সীমিত। কোর্স ফি সকলের সাধ্যের মধ্যে। Asst. Nursing/GDA কোর্সের আবেদনপত্র পাওয়া যাচ্ছে। বিস্তারিত জানার জন্য এখুনি ফোন করুন।

গ্রামের স্কুলে ক্লাস নেন রেজিস্ট্রার

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১২ নভেম্বর : ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই থাকতে ভালোবাসেন তিনি। কিন্তু পেশার চাপে সবসময় সেই সুযোগ হয় না। সোম থেকে শুক্রবার টানা ছয়দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক চাপ সামলাতে হয়। সেই দায়িত্ব সামলানোর পরেও প্রতি শনিবার গ্রামের স্কুলে গিয়ে নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের পড়িয়ে চলেছেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ দুর্লভ সরকার। শুধু তাই নয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার জন্য কাউন্সেলিং করে চলেছেন।

শনিবার রায়গঞ্জ ব্লকের মালঞ্চা হাইস্কুলে গিয়ে দেখা গেল দুর্লভবাবু বিদ্যালয়ের কম্পিউটার রুমে প্রোজেক্টরের মাধ্যমে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের উপর ক্লাস নিচ্ছেন। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর গ্রামীণ বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কি কি সুযোগ রয়েছে এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই বিষয়গুলি পড়ানো হয়, তা তিনি তুলে ধরছেন। গ্রামীণ পরিবেশে থেকেও উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ছেলে ও মেয়েরাও যাতে ভবিষ্যতে স্বনির্ভর হতে পারে, তাও তিনি উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরেন। পাশাপাশি এদিন তিনি নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের অঙ্ক ও ভৌতবিজ্ঞানের ক্লাস নেন।

গত দুই সপ্তাহ থেকে এভাবেই তিনি প্রতি শনিবার ক্লাস নিতে চলে যাচ্ছেন রায়গঞ্জ শহর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে মালঞ্চা হাইস্কুলে। দুর্লভবাবুর এই আন্তরিক প্রয়াসে খুশি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজয় কুমার রায়। দুর্লভবাবুর কথায়, 'রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব নেওয়ার আগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছি। প্রায় পাঁচ বছর হল রেজিস্ট্রার পদে আসার পর সেই সুযোগ করে উঠা সম্ভব হয়নি। এবার সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি।'

মালঞ্চা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অজয়কুমার রায়ের কথায়, 'দুর্লভবাবু প্রতি শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির দিনে ১১টার মধ্যে বিদ্যালয়ে চলে আসছেন। বিজ্ঞান ও অঙ্কের পাশাপাশি কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের উপর ক্লাস নিচ্ছেন। ওনার ক্লাস করতে খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছে পড়ুয়ারা। দুর্লভবাবুকে বলেছি টেস্টের পর এবং নতুন শিক্ষাবর্ষে যদি নিয়মিত ক্লাস নিতে চান তাহলে আমরা অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল সেভাবে রুটিন করব। উনি আমাদের জানিয়েছেন, ছুটির দিনে স্কুলে চলে আসবেন। আমরা তাঁর ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে পারায় ভালো লাগছে।'

ফলন ভালো, ভুটানের কমলা ময়নাগুড়িতে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১২ নভেম্বর : শীতের শুরুতেই ময়নাগুড়ি বাজারে ঢুকল ভুটানের কমলা। এবছর ভুটানের পাশাপাশি দার্জিলিংয়েও কমলার ফলন ভালো হওয়ায় কয়েকদিনের মধ্যে কমলার আমদানি আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। বাজারে আসা ভুটানের কমলাগুলি স্বাদে–গন্ধে উৎকৃষ্ট। দাম মধ্যবিত্তের নাগালে।

গত কয়েক বছর দার্জিলিং পাহাড়ে কমলার ফলন সেভাবে হয়নি। তার ওপর করোনার প্রকোপের জেরে ভুটানগেট বন্ধ থাকায় সেখানকার কমলা আমদানিতেও পাইকারদের অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। সেসময় গাছের পরিচর্যার অভাবে প্রভাব পড়েছিল ফলনেও। ফলে গত দু'বছর কমলার দাম ছিল চড়া। এবছর দার্জিলিং, সিটংয়ের কমলা বাগানগুলিতে প্রচুর ফলন হয়েছে। একইভাবে ভালো ফলন হয়েছে ভুটানেও। শীতের একদম প্রথমেই ভুটানের বাগানগুলিতে কমলার হালকা রং আসতেই বাগান মালিকরা কমলা বিক্রি শুরু করে দিয়েছেন।

এদিন ময়নাগুড়ি পাইকারি ফল বাজারে ভুটান থেকে কমলা ঢোকে। যেগুলির স্বাদ যথেষ্ট মিষ্টি। দাম গত দুই বছরের তুলনায় কম। পাইকারি বাজারে ভুটানের কমলার পিস প্রতি দাম ৭ টাকা। খুচরো বাজারে ১০ টাকা। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কমলার আমদানি হবে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। তখন দাম আরও অনেকটাই কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভুটানের কমলার পাশাপাশি অরুণাচলপ্রদেশ থেকে ছোট আকারের কমলা এসেছে বাজারে। সেই কমলাগুলির স্বাদ উৎকৃষ্ট নয়। ভুটানের কমলা বাজারে আসায় অরুণাচলপ্রদেশের কমলা পিছনে চলে গিয়েছে।

ভুটানের কমলা ঝুড়িতে ভরছেন ব্যবসায়ী। –সংবাদচিত্র

ময়নাগুড়ির ফলের পাইকারি বাজার থেকে গোটা ময়নাগুড়ি ব্লক ছাড়াও পার্শ্ববর্তী লাটাগুড়ি, মৌলানি, ক্রান্তি, চালসা, মালবাজার, মেটেলি এবং কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা, মেখলিগঞ্জ, জামালদহেও কমলা পাঠানো হয়। কমলার পাইকার বিমল মল্লিক বলেন, 'শীতের একদম শুরুতেই ভুটানের কমলা ময়নাগুড়িতে আনা হয়েছে। স্বাদ ভালো ও দাম কম থাকায় চাহিদা যথেষ্ট। শীঘ্রই আরও কমলা বাজারে ঢুকবে।'

আরেক পাইকার রতন মজুমদারের বক্তব্য, 'ভুটান থেকে একেকটি গাড়িতে ১৫ থেকে ১৭ হাজার কমলা রওনা হয়। কিন্তু গাড়ি ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশের পর বিভিন্ন দপ্তর থেকে গাড়ি প্রতি ২০ হাজার টাকার মতো অবৈধভাবে আদায় করা হয়। এই টাকাটা দিতে না হলে কমলার দাম আরও কম হত।'

এদিকে শীতের শুরুতেই বাজারে সুস্বাদু কমলা মেলায় খুশি ক্রেতারা। এদিন ময়নাগুড়ি বাজারে আসা ক্রেতা দীপক দত্তের মন্তব্য, 'বাজারে যেসব কমলা পাওয়া যাচ্ছে সেগুলির মান যথেষ্ট ভালো।'

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত মহিলা

ইসলামপুর, ১২ নভেম্বর : এনবিএসটিসি'র বাসে যাত্রী সেজে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার পাচার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন এক মহিলা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ ফাঁড়ির ইনচার্জ সাব–ইনস্পেকটর পিন্টু বর্মনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশেষ টিম রামগঞ্জের নয়াপাড়ায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে শিলিগুড়িগামী এনবিএসটিসি'র বাসে তল্লাশি চালায়। সেসময় মালদা জেলার রতুয়া থানার আলপাড়া রতুয়া কলোনির বাসিন্দা ২১ বছর বয়সি চেইনতারা খাতুনকে আটক করে পুলিশ। চেইনতারা খাতুনের কাছে থাকা একটি ভ্যানিটি ব্যাগে ব্রাউন সুগারের দুটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায়, ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) দেবাশিস রায় এবং ইসলামপুরের বিডিও রজতরঞ্জন দাস ঘটনাস্থলে পৌঁছোন। ধৃত মহিলার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ মাদক উদ্ধার হয়। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে ইসলামপুর থানায় নিয়ে যায়। ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল জানিয়েছেন, 'গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ মাদক সহ চেইনতারা খাতুন নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে। তার কাছ থেকে ৭৩৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে।' শিলিগুড়িতে পাচারের উদ্দেশ্যে এই ব্রাউন সুগার নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে পুলিশের অনুমান।

তেকুনিয়া বনাঞ্চল সাজাচ্ছে বন দপ্তর

মাথাভাঙ্গা, ১২ নভেম্বর : উৎসবের মরশুম প্রায় শেষ। তাপমাত্রা কমতেই পিকনিকের মরশুমের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন ভ্রমণপিপাসু বাঙালি। সেদিকে নজর রেখেই কোচবিহার জেলার অন্যতম পিকনিক স্পট মাথাভাঙ্গার তেকুনিয়া ইকো পার্ক পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় করে তুলতে বন দপ্তর নানা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ইকো পার্ক এবং সংলগ্ন এলাকায় বন দপ্তরের তরফে সেলফি জোন, কৃত্রিম পাহাড় ইত্যাদি করা হচ্ছে।

মাথাভাঙ্গা–১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মানসাই নদীর পাড়ে তেকুনিয়া বনাঞ্চল রয়েছে। ২০১০ সালে বন দপ্তরের উদ্যোগে এখানে একটি উদ্যান তৈরি হয়। এরপর পিকনিকপ্রেমীদের কথা ভেবে ধাপে ধাপে সেখানে রান্নার ও বসার ছাউনি তৈরি হয়। এরপর বন দপ্তরের তরফে ওই এলাকাকে ইকো পার্ক হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মিশেলে অনন্য তেকুনিয়া ইকো পার্ক বর্তমানে কোচবিহার জেলা ও আশপাশের এলাকার মানুষের পিকনিকের অন্যতম গন্তব্য। একসময় নানা প্রজাতির গাছগাছালিতে তেকুনিয়া বনাঞ্চল ভর্তি ছিল। তবে বন দপ্তরের উদাসীনতা ও কাঠ চোরদের দাপটে কার্যত ধ্বংস হতে বসেছিল তেকুনিয়া। যদিও পরবর্তীকালে নড়েচড়ে বসে বন দপ্তর। তেকুনিয়া বনাঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তৈরি হয় তেকুনিয়া–ভোজনেরছড়া–চোকিয়ারছড়া বন সুরক্ষা কমিটি। বনাঞ্চলে নতুন করে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হয়। সেগুলি একটু বড় হতেই ধীরে ধীরে হারানো রূপ ফিরে পেতে থাকে তেকুনিয়া।

বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বিধায়ক ও বনমন্ত্রী থাকাকালীন সেখানে একটি ডিয়ার পার্ক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলেও জু অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অনুমতি না মেলায় শেষপর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি।

বন দপ্তরের মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার সজল পাল বলেন, 'আসন্ন পিকনিকের মরশুমের কথা মাথায় রেখেই তেকুনিয়া ইকো পার্ক নতুন করে সাজানো হচ্ছে। 'আই লাভ তেকুনিয়া' বানিয়ে সেলফি জোন তৈরি হচ্ছে। পর্যটকদের কাছে তেকুনিয়া ইকো পার্ক আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বন দপ্তর। শিশু উদ্যানটি সংস্কার করা হচ্ছে। শিশুদের খেলাধুলোর নানা উপকরণ সেখানে স্থাপন করা হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে কৃত্রিম পাহাড়।'

রেঞ্জ অফিসার জানান, সেখানে বেশ কিছু শাল এবং কাঁঠাল গাছ লাগানো হয়েছে। পিকনিকের মরশুম শুরু হওয়ার আগেই তেকুনিয়া ইকো পার্ক সাজিয়ে তুলতে বন দপ্তর বদ্ধপরিকর।

তেকুনিয়া ইকো পার্কে সেলফি জোন তৈরি হচ্ছে। –সংবাদচিত্র

আয়ুষ মেলা

বাগডোগরা, ১২ নভেম্বর : রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে নকশালবাড়ি ব্লকে প্রথম 'আয়ুষ ফেয়ার দার্জিলিং' অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলেন, 'জেলায় প্রথম আয়ুষ মেলা হচ্ছে বাগডোগরায়। ১৩ নভেম্বর মেলার উদ্বোধন করবেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত মেলা চলবে। মেলা উপলক্ষ্যে ১৩ নভেম্বর র‍্যালি, আয়ুষ মেডিকেল ক্যাম্প, ১৪ নভেম্বর কুইজ, মেডিকেল ক্যাম্প, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ১৫ নভেম্বর আঁকা প্রতিযোগিতা, যোগাসন শেখানো, আদিবাসী নৃত্য পরিবেশন হবে।

পেশকে স্টেডিয়াম

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : দার্জিলিংয়ের পেশকে গারলাং মাল্টিপারপাস স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করলেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। শনিবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হয়। এদিন থেকে স্টেডিয়ামটি খুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি দার্জিলিং বনাম কালিম্পংয়ের ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়।

আর্ট প্রদর্শনী

বাগডোগরা, ১২ নভেম্বর : বাগডোগরা অঙ্কুর আর্ট স্কুলের তরফে ১২ ও ১৩ নভেম্বর আর্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। শিবমন্দিরে সোনারতরি ভবনে শনিবার বিকেলে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিল্পী বলদেব প্রসাদ। স্কুলের তরফে মোহিত দে বলেন, 'প্রদর্শনীতে বাছাই করা ৭২টি ছবি রাখা হয়েছে।'

স্মরণে

■ স্বর্গীয় নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ- জন্ম ০২/০৬/১৯৩২ মৃত্যু ১৩/১১/২০২১ তোমার মৃত্যুবার্ষিকীতে আত্মার শান্তির কামনায়-পুত্র, পুত্রবধূ, সকল কন্যা, জামাতা ও নাতি-নাতনিদের সশ্রদ্ধ প্রণাম রইল। ৩ নং ঘুমটি জলপাইগুড়ি। (C/102590)

চালু হচ্ছে সুপারস্পেশালিটি ব্লক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : অবশেষে জট কাটছে। বহু অপেক্ষার পর ধীরে ধীরে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা (পিএমএসএসওয়াই) প্রকল্পে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে তৈরি সুপারস্পেশালিটি ব্লক চালু হচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১৮ নভেম্বর থেকে এখানে বহির্বিভাগের পরিষেবা চালু করা হবে। শনিবার মেডিকেলে এক বৈঠকের পরে জনস্বাস্থ্য বিভাগের উত্তরবঙ্গের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) ডাঃ সুশান্ত রায় এই খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আপাতত ছয়টি বিভাগের বহির্বিভাগ চালু করা হচ্ছে।' বহির্বিভাগ চালাতে চিকিৎসক নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না বলে হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে। কিন্তু শুধু বহির্বিভাগ চালু করে রোগীদের কী সুবিধা মিলবে তা নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ১৫০ কোটি টাকা খরচ করে পিএমএসএসওয়াই প্রকল্পে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৬ সালে এর নির্মাণকাজ শুরু হয়। কিন্তু বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার গাফিলতিতে সময়মতো এর নির্মাণকাজ শেষ হয়নি। কাজ ধীরগতিতে চলা নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছিল। দেড় বছরের মধ্যে যে হাসপাতালে পরিষেবা

> **একবারে সমস্ত কিছু করা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে সব পরিষেবাই চালু হবে।**
>
> –ডাঃ সুশান্ত রায়
> *ওএসডি, জনস্বাস্থ্য বিভাগ*

চালু হওয়ার কথা সেই হাসপাতালের নির্মাণকাজ কেন এত বছরেও শেষ হল না সেই প্রশ্ন ওঠে। পরিস্থিতির চাপে ২০১৮ সালে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাকে এই কাজ থেকে সরিয়ে দিয়ে কেন্দ্র তাকে কালো তালিকাভুক্ত করে। বহু টালবাহানার পরে নতুন এজেন্সি নিয়োগ করে কাজ শেষ করা হয়েছে। তবে এখনও সমস্ত মেশিনপত্র ইনস্টলেশন হয়নি। এই অবস্থাতেই পরিষেবা চালু করা হচ্ছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি। কিন্তু কী পরিষেবা চালু হচ্ছে? এদিন কলেজ অধ্যক্ষের ঘরে বৈঠকের পরে সুশান্ত দাবি করেন, 'অগ্নিনির্বাপণ, লিফট, অকুপেন্সি শংসাপত্র বাকি রয়েছে। আশা করছি সোমবারের মধ্যে সেগুলি চলে আসবে। মঙ্গলবার নির্মাণকারী সংস্থা আমাদের হাতে হাসপাতাল ভবন হস্তান্তর করবে। ১৮ নভেম্বর মেডিকেল কলেজের জন্মদিন। ওই দিনই এই ব্যবস্থা চালু করে দেওয়া হবে।' তিনি জানিয়েছেন, কার্ডিওলজি, নিউরোলজি, নিউরোসার্জারি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি, ইউরোলজি বিভাগগুলির বহির্বিভাগ চালু হয়ে যাচ্ছে। এই পাঁচটি বহির্বিভাগ নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হবে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে অন্তর্বিভাগ চালু হবে। চিকিৎসকরাই বলছেন, চিকিৎসকদের চেয়ার-টেবিলই বদল হচ্ছে শুধু। রোগীরা আগে টিকিট কেটে মেডিকেলের বহির্বিভাগে লাইন দিতেন, এখন পিএমএসএসওয়াই ব্লকে গিয়ে লাইনে দাঁড়াবেন।

এলিভেটেড করিডরের সূচনায় আসছেন নীতিন

বাগডোগরা, ১২ নভেম্বর : আগামী ১৭ নভেম্বর 'এলিভেটেড করিডর' নির্মাণের সূচনা করতে আসছেন কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি। মন্ত্রীর আসার খবরে ইতিমধ্যে বাগডোগরা থেকে মাটিগাড়া বালাসন সেতু পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ে-টু মহাসড়কের দু'পাশের রোডকার্ব সাদা-কালো রং করা হচ্ছে। অন্যদিকে শিলিগুড়ির অদূরে দাগাপুর মাঠে শিলান্যাস অনুষ্ঠান করার জন্য মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। ওইদিন বেলা ১১টায় মন্ত্রী শিলান্যাস করে কাজের সূচনা করবেন।

মাটিগাড়ার বালাসন সেতুর কাছে যেখানে এশিয়ান হাইওয়ে-টু শেষ হয়েছে সেখান থেকে শালুগাড়া সেনাছাউনি পর্যন্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার এলিভেটেড করিডর তৈরি হবে। বালাসন সেতু থেকেই প্রথম পর্যায়ের কাজের শুরু হবে।

চার লেনের এই করিডরে মাটিগাড়ার বর্তমান বালাসন সেতুর দক্ষিণ দিকে আরও একটি সেতু হবে। মাটিগাড়া খাপরাইল মোড়ে, উত্তরায়ণের সামনে, দার্জিলিং মোড়ে, চম্পাসারি মোড়ে, ভক্তিনগর থানার সামনে, শালুগাড়া বাজারে সাধারণ সড়ক থেকে উঁচু সড়ক হবে, দু'দিকে সার্ভিস রোড করা হবে। ২০০ ফুট চওড়া হবে এই করিডর। কেন্দ্রীর সরকারের সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রকের তরফ থেকে ৯৮০ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে। নির্মাণকাজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবে জাতীয় সড়ক ডিভিশন-৯।

২৮ কেজি গাঁজা সহ ধৃত ২

ফাঁসিদেওয়া, ১২ নভেম্বর : প্রায় ২৮ কেজি গাঁজা পাচারের পথে ২ জনকে গ্রেপ্তার করল ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর মোড় এলাকা থেকে গোপন খবরের ভিত্তিতে বিহারগামী একটি বেসরকারি বাস আটক করে পুলিশ।

গাঁজা পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস এবং কোচবিহারের মাঘপালার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ মজুমদার নামে দুই যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাদের ব্যাগ তল্লাশি করতেই গাঁজা মেলে।

পুলিশের অনুমান, বাজেয়াপ্ত গাঁজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা। ঘটনায় ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

পুলিশ হেপাজতের আর্জি জানিয়ে এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। কোথায় গাঁজা পাচার করা হচ্ছিল এবং এই চক্রে আর কারা জড়িত, তা জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

দুয়ারে সরকারে আবেদনের পরই আলো এল বাড়িতে

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১২ নভেম্বর : দুয়ারে সরকার শিবিরে আবেদন করার দেড় ঘণ্টার মধ্যে মুন্নির ঘর আলোকিত হল বিদ্যুতের আলোয়। হতদরিদ্র প্রবীণা মুন্নি ভাবতেই পারেননি তাঁর পর্ণকুটিরে প্রায় ২৫ বছর পর বিদ্যুতের আলো জ্বলবে। শনিবার দুপুরে মুন্নির পর্ণকুটিরে আলো জ্বলার পরে মুন্নি ভীষণ খুশি।

মুন্নি খাতুনের বাড়ি মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের তারিজোত রামকৃষ্ণপাড়ায়। স্বামী মহম্মদ সাদিক কিস্তিতে মালিকের রিকশা চালাতেন। বর্তমানে রিকশা চালাতে না পারায় ঘরেই বসে আছেন। মুন্নি বালাসন নদীতে পাথর ভাঙার কাজ করতেন। প্রায় ৪ মাস হল সেটাও বন্ধ। একমাত্র মেয়ে রুবিনাকে আগেই বিয়ে দিয়েছেন মাটিগাড়া তুম্বাজোতে। হতদরিদ্র মুন্নি ও সাদিকের সহায় র‍্যাশনের চাল আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ৫০০ টাকা। মুন্নির কথায়, 'আজ থেকে ২৫ বছর আগে যখন ঘর তৈরি করি তখন থেকেই স্বপ্ন ছিল ঘরে আলোর ব্যবস্থা করা। অনেকের কাছে আজকে আমার খুব আনন্দ লাগছে।' মাটিগাড়ার বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস বলেন, 'মুন্নি নামে প্রবীণ মহিলা বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ শিবিরে এসে রাজ্য

অনুরোধ করে আবেদন করেও সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। বিদ্যুৎ পাওয়ার আশা নিয়ে শনিবার দুয়ারে সরকার শিবিরে এসে আবেদন করেছিলাম। দেড় ঘণ্টার মধ্যে তার লাগিয়ে ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমি ভাবতেই পারছি না যে, এত বছর পরে এত অল্প সময়ে ঘরে আলো পাব। তাই বিদ্যুৎ বণ্টন বিভাগের স্টলে যখন আবেদন করেন তখন আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। বিদ্যুৎ বণ্টন বিভাগের স্টেশন ম্যানেজার শুভেন্দু চৌধুরীকে বলি সম্ভব হলে এখনই চলুন পরিদর্শন করে আলোর ব্যবস্থা করা যায় কি না।' বেলা দেড়টার সময় ঘরে আলো জ্বালানো হয়।

শেড ট্রি বেচে ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ১২ নভেম্বর : চা বাগানের শেড ট্রি বিক্রি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার ম্যানেজার। ধৃতের নাম তীর্থঙ্কর পাল। তিনি শিবমন্দিরের বাসিন্দা। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কচুবাড়ির একটি চা বাগান থেকে ওই ব্যক্তি বাগান কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে বহুমূল্য গাছ বিক্রি করেছেন বলে অভিযোগ। তাঁর বিরুদ্ধে বাগানের আরও বেশ কিছু সামগ্রী বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। শুক্রবার বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রে অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ শনিবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতের ৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : শনিবার নিউ জলপাইগুড়ি থানায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয় টেরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায়। শিবিরে সংগৃহীত ৫৫ ইউনিট রক্ত তুলে দেওয়া হয় সংস্থার হাতে। এই শিবিরে পুলিশকর্মীরা ছাড়াও অনেক স্থানীয় বাসিন্দা রক্তদান করেছেন। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী।

সোনা ও রুপার দর

খাঁটি সোনা ১০গ্রাম (২৪ ক্যাঃ)	৫৩০৫০
গিনি সোনা ১০ গ্রাম (২২ ক্যাঃ)	৫০৩৪০
১০ গ্রাম (২২ ক্যাঃ)	৫১১০০
রুপা (বাট) ১ কেজি	৬১৭৫০
রুপা (খুচরা) ১ কেজি	৬১৮৫০

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর (মূল্যযুক্ত কর আলাদা)

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
Accredited by NAAC with Grade B++

ADMISSION NOTICE

Applications are invited from interested candidates for admission in the **One Month Certificate Course on Health and Nutrition of Children** and **One Month Certificate Course on Disaster Management** to be held during the period from **23rd November 2022 to 22nd December 2022 and 9th December 2022 to 8th January 2023** respectively **on the University Campus** organized by the **Department of Lifelong Learning & Extension**. For details please visit www.nbu.ac.in.

Advt. No. 106/R-2022
Dated : 13.11.2022
Registrar (Offg.)

CINEMA
সিনেমা

শিক্ষা- দীক্ষা

■ 'লেখাপড়া'- সিলভার জুবিলি রোড, জেনকিনস স্কুলের সামনে, কোচবিহার। 3rd Summative Evaluation Test প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত। মোবাইক নম্বর - 9832437568. (C/101596)

ভর্তি

■ নার্সিং/প্যাথলজি/ ফিজিও/ ২০২৩ ভর্তি চলছে। গৌরীসেবা পীঠ, শিলিগুড়ি-9832055957. ব্রাঞ্চ-কোচবিহার : 8293384885. (C/102581)

■ Back Date Possible Ph.D, B.Ed, D. Pharma, GNM, B.Sc Nursing, BVSC, MP, H.S.-7908055692. (C/102611)

বিউটিসিয়ান কোর্সে ভর্তি

■ 100% কর্মসংস্থান ও অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা/ সার্টিফিকেট সহ 'বিউটিসিয়ান কোর্সে' ভর্তি চলছে। পড়াশোনা ও বয়সের বাধ্যতা নেই। 'সূচী' সেবক রোড, তরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকের কাছে। M : 9339766329. (C/102186)

টিউশন

■ VI থেকে X-এর বিজ্ঞান বিভাগ, অভিজ্ঞ শিক্ষকের দ্বারা যত্ন সহকারে পড়ানো হয়। M : 9593814458/8918790128. (S/C)

■ Chemistry Class VIII-XII Crash Course (2023 Batch). 94759 54290. (C/102568)

■ ডি ফাইন আর্ট অ্যাকাডেমি (অঙ্কন শিক্ষা কেন্দ্র)। নানা মাধ্যমে অতি যত্ন ও দায়িত্ব সহকারে বড় ও ছোটদের বাড়িতে গিয়ে অথবা ব্যাচ করে ছবি আঁকা শেখানো হয়। 9749344933. (C/102566)

■ দশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন (M.Ed) :- প্রাক্তন শিক্ষিকা IGNOU, D.Ed কলেজ, সবরকম B.Ed Course-এর শিক্ষাবিজ্ঞান (Education) পড়াবেন। ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী যোগাযোগ করুন, 9564109408. (C/102609)

Terai nursing institute

■ Admission open now B.Sc Nursing, GNM (Nursing). Bank Finance Assistance & Placement Assistance in India & Abroad available. Web:- www.terainursing.com, M-7908195001, 9933176656. (C/102189)

পুস্তক ও সাময়িকী

■ অচেনা অতিথি ম্যাগাজিনে যে কেউ যে কোনও লেখা ছাপাতে 9679856633 নম্বরে ফোন করুন। সাহিত্য সম্মান দেওয়া হয়। (K)

ভ্রমণ

■ সুন্দরবন ভ্রমণ করুন মান্না দা-র সঙ্গে যে কোনও দিন নিজস্ব লঞ্চ+হোটেলে থেকে। 9775260852/9734670181(K)

ডলফিন হলিডেস

■ শিলং-কাজিরাঙ্গা 23/12/22, বাংলাদেশ 24/2/23, রাজস্থান 21/1, কাশ্মীর 17/3, 25/3, M : 9733373530 (K)

বিক্রয়

■ রবীন্দ্রনগর, সুভাষপল্লি, মেইন রোডের উপর ৩ কাঠা জমি বিক্রয়, সত্বর যোগাযোগ- Ph. No - 9434166621. (C/102696)

■ জলপাইগুড়ি, হাকিমপাড়া সোনার তরী আবাসনে 2 BHK, 789 sq.ft. flat বিক্রয় হইবে। M : 7001048541. (C/101991)

■ On 2 1/2 Katha land, 2 stored building, 4 stored provision ground 2 bedroom, 1st floor 3 bedroom flat, Ashighar, after petrol pump, near main road, Siliguri. M : 9531563259, 9764000706. (C/102551)

■ নিউটাউনপাড়া জলপাইগুড়িতে বালাজিগ্রীন 2nd floor 2 BHK নতুন ফ্ল্যাট 23 L বিক্রি 7908529624. (C/102576)

■ 1500 Sq.ft. Commercial space at 1st. Floor, Champasari Main Road for sale. M- 9434001109. (C/112049)

■ জলপাইগুড়ি কদমতলায় মেইন রাস্তার পাশে 400 স্কোঃ ফিঃ দোকান বিক্রয়। M : 9339329375. (C/101993)

■ 3 BHK Flat, 1400 sq.ft. near Sagar Dighi, Cooch Behar Town with modular kitchen & Garage for sale. M : 9934813546. (CA)

■ Flat for sale at Arabinda Pally & Deshbandhu Para 2nd floor 2 BHK 700 sq.ft. Rs. 21 Lac and 850 sq.ft. Rs. 26 Lac. M : 7074439040. (C/102566)

■ 3 BHK Flat with Garage for sale at 3rd floor, near Siliguri Girls High School. M : 9734150837. (C/102609)

■ ৭ ডেসিমেল বাড়ির জায়গা বিক্রয় হইবে। আলিপুরদুয়ার জংশন/লিচুতলা। দালাল নহে। M-9434326932. (C/112079)

■ Flat for sale (under construction), 2 BHK at Joytinagar Siliguri, 5 minutes distance from Cosmos mall 2 mail Sevoke Road, flat handover within Feb 2023. Nirman Udyog. Contact : 974 9911721/9748178651/974870 0122. (C/102189)

বিক্রয়

■ কোচবিহার চাকির মোড়, নেতাজি স্কোয়ার-এ সাড়ে তিন কাঠা এবং 2 কাঠা জমি বিক্রয় হবে। M : 9832987207. (C/A)

■ শিবমন্দির হালের মাথায় 3 কাঠা ও 3.25 কাঠা মোট 6.25 কাঠা জমি বিক্রয়। মূল্য 13 লক্ষ প্রতি কাঠা। M : 7478998997. (M/M)

■ শিলিগুড়ি মিলনপল্লিতে রোডের উপর 3 কাঠা জমি সহ পাকা বাড়ি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ - 7029577955. (C/102189)

■ 3 Kathas of land for sale at A.J.C. Bose Road by lane, No Broaker. Contact No. 8348129560. (C/102588)

■ শিলিগুড়ি ভারতনগর ফুলেশ্বরী বাজারে একটি ব্যবসায়িক পাকা দোকানঘর বিক্রয়। M : 7001586013. (C/112077)

■ Executives 2 BHK flat for sale. Amit Residency behind Sinclairs Hotel. Mallaguri. Siliguri. Contact - 6295319755. (C/112076)

FOR SALE

■ Tata 407 Model 2011 container body very good condition is for sale contact -7047318115. (C/102584)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ Investment cum Active Partner for running Business. Mob : 9475498231. (C/102611)

ব্যবসা

■ উন্নত জাতের গাছ, মুরগি, ডিম,মাছ চাষ করে উচ্চ আয় করুন। উৎপন্ন সব মাল কিনে নেব। M : 9679138921. (K)

এজেন্ট স্বাগত

■ হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্সে ভর্তি করিয়ে মাসে লাখ টাকা আয় করুন। M : 8145273529 www.fshm.co.in

CALENDAR/DIARY

■ সস্তায় ক্যালেন্ডার/ ডায়েরির পাইকারি প্রতিষ্ঠান - 'Swasti', পার্ক প্যালেস, H.C. Road, Slg. M : 9832083404. (C/102610)

ভাড়া

■ 2 BHK Flat 2nd Floor ভাড়া দেওয়া হবে সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি- 9474761779. (C/102574)

■ Pvt. office/Shop on rent (400 sq.ft.) on Hakimpara Main Road, Siliguri. M : 7478978629. (C/102609)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া 3rd floor-এ 1 BHK ভাড়া দিব। গ্যারেজও ভাড়া দিব। (M) 7908849430. (C/102609)

ভাড়া

■ একতিয়াশাল হাটের কাছে 30 কাঠা খালি জমি ভাড়া দেওয়া হবে। শিলিগুড়ি। M : 9475618100. (C/102609)

■ সিঙ্গল অ্যাটাচ বাথরুম মাসিক 5000/- একজন। ডাবল রুম দুইজন 7000/- মার্বেল ফ্লোর। গরম জল। এসএফ রোড, শিলিগুড়ি। M : 9547858985. (C/102078)

■ স্কুল, PG, পঞ্চকর্ম সেন্টার, ট্রেনিং অফিসের জন্য খুব সুন্দর নিজস্ব বাগান বাড়ি ভাড়া দিব। M : 86170-03212.(C/102566)

চিকিৎসা

অ্যালার্জি টেস্ট

■ আপনি কি ক্রমাগত হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া, সর্দি, শ্বাসকষ্ট বা চামড়ার অ্যালার্জিগত সমস্যায় ভুগছেন? 19 নভেম্বর, 2022, যোগাযোগ করুন- ডাঃ ইন্দ্রনাথ ঘোষ (পালমোনোলজিস্ট), আনন্দলোক হসপিটাল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, মো : 8944972490/9233516676. (C/102200)

শিলিগুড়িতে সফল হোমিও চিকিৎসা

■ কলকাতাখ্যাত হোমিও বিশেষজ্ঞ Dr. S.S. Roy M.D., M.R.S.H. (Lond) 12, 13 Nov (শনি, রবি) পুনরায় হোটেল বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল (সালুজার পাশে), হিলকার্ট রোড, রোগী দেখিবেন। ফোঃ 9433113318. (K)

কিডনি চাই

■ B+ পজিটিভ গ্রুপের কিডনি দাতা চাই। ইচ্ছুক দাতাগণ পরিচয়পত্র সহ যোগাযোগ করুন : M : 9647569304. (C/102611)

■ AB+কিডনি চাই। সহৃদয় ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। ফোন : 8101184104. (C/101987)

আয়া/ সেবিকা

■ লক্ষ্মী আয়া সেন্টার- এখানে নার্স, আয়া, ২৪ ঘণ্টা ঘরোয়া কাজের লোক পাওয়া যায়। শিলিগুড়ি। M : 8927215865/6295862724. (C/102609)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/102610)

■ শত্রু দমন সহ A to Z সমস্যার স্থায়ী সমাধান। আচার্য শ্রী, জি.এন. শাস্ত্রী। শিলিগুড়ি, আলিপুর, কোচবিহার। (M) 8335830322. (C/102604)

কর্মখালি

■ অভিজ্ঞ মার্কেটিং Executive লোক চাই সিকিউরিটি এজেন্সির জন্য ও সিকিউরিটি গার্ড চাই এবং শিলিগুড়ির কারখানার জন্য লেবার চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। (M) 9679982068. (M/M)

■ Join us, Insurance Agents, Salary 1 Lac P.M.+25-60% extra Commission. 7011534987. (C/102611)

■ কসমেটিক্সের দোকানে স্থানীয় মহিলা কর্মী চাই। MP, 22-35 বছর। কল করুন আলিপুরদুয়ার-6297157474. (C/102228)

■ শিলিগুড়িতে চানাচুর কোম্পানির সুপারভাইজ করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন, অভিজ্ঞ, শিলিগুড়ি নিবাসী লোকের প্রয়োজন। (নিজস্ব বাইক থাকা বাঞ্ছনীয়)। 9832030425. (C/102583)

■ Required Male ITI Mechanical & Accountant (5 years Exp.) for our Siliguri & Ghoshpukur Office, send Resume this mail Id : gmpl7290@gmail.com (C/112073)

■ Lady Personal Assistant require, H.S., Age 30+, Slg.-9733903555. (C/102608)

■ নিজের জেলায় বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ও ব্যাংক DSA-তে প্রচুর কর্মী চাই। বেতন (17,750/- - 29,250/-). (M) 8300232638. (C/102610)

■ কারখানাতে কাজের জন্য টেলার মাস্টার চাই, কাটিং ও সেলাই জানা ছেলে ও মেয়ে ও মার্কেটিং-এর জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। (M) 9832009803. (C/102200)

■ Vacancy for Warehouse Manager 3-5 years experience. Location : Malda, Kharagpur, CTC 35-40k pm. Contact : hr@lastmilelogistics.in (K)

■ Vacancy for Supervisor 2-3 years experience. Location : Malda, Kharagpur, CTC 25-27k pm. Contact : hr@lastmilelogistics.in (K)

■ মার্কেটিং-এর জন্য ছেলে প্রয়োজন অতি আবশ্যক। বেতন+আকর্ষণীয় কমিশন। প্রমোশন আছে। শিলিঃ। (M) 7001210069. (C/102612)

■ শেয়ার মার্কেট এবং ফিনটেক অ্যাপের জন্য 12th পাশ Sale Executive চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। (M) 8927338865. (S/C)

■ ICA urgently needs 2 Field Executives & 2 Tele Callers. Call : 9800464058. (C/102579)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি ঝংকার মোড়ে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের চেম্বারে কর্মী চাই। যোগাযোগ : 9832067166. (C/102580)

■ Vacancy for Business Development executive 2-4 years experience. Location : Siliguri, CTC 20-22k pm. Contact : hr@lastmilelogistics.in (K)

■ 1. Graduate with computer knowledge and Typing minimum speed limit 40 (wpm), 2. H.S. Pass with Driving Licence with good speaking power. Only Siliguri location. (M) 9851505001, 7908827991. (C/102189)

■ Faculty required for a North Bengal based Institute. Subject-English, Math, Reasoning, General Studies and General Science to teach WBCS, SSC, Bank, Railway, PSC etc. WhatsApp your CV at : 9804303437, 9933616248. (C/102610)

■ উঃ বঙ্গে প্রাইভেট কোম্পানিতে ফুড, প্যাকিং, লোডিং, আনলোডিং পদে কর্মী নিয়োগ। বেতন- 18,700। বয়স (18-45). Mob : 8293755342. (C/102610)

■ Require a Pharmacist at Jatiakali, Fulbari. (M) 7908119397. (C/102582)

■ শিলিগুড়িতে বয়স্ক Family Driver চাই। থাকতে হবে। বেতন : 11,000/- টাকা। (M) 9476295490. (C/102609)

■ Staff required for a Shop at Siliguri. Ph : 9932890077. (C/102566)

■ জলপাইগুড়িতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত মহিলা হোমের জন্য MSW পাশ শিশু ও নারী অধিকার সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন Assistant Project Director প্রয়োজন। Case Worker পদে M.A./ MSW পাশ, Non-Residential মহিলা সত্বর প্রয়োজন। যোগাযোগ- wifkolkata@gmail.com, মোবাইল : 8777294531. (C/101994)

■ Requirement of Office Staff, Computer knowledge. Ph : 9800299439, 8944977162. (C/102607)

■ শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে কাপড়ের দোকানের জন্য কর্মঠ স্টাফ চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। (M) 9641085094. (C/102566)

কর্মখালি

■ Urgent required Female Telecaller for Siliguri spa. (M) 9932184369. (C/102189)

■ মিটার রিডিং পদে যোগ্যতানুযায়ী কর্মী নিয়োগ চলছে। বেতন 22K. Ex আর্মিদের বিশেষ ছাড়। (M) 9093692961. (C/102611)

■ ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী চাই। বেতন : ৮,০০০/-। যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া সেন্ট্রাল ব্যাংকের নীচে, শিলিগুড়ি। (C/102610)

■ অভিজ্ঞ আয়া মাসি দ্বারা সবরকম কাজ করানো হয়। যোগাযোগ স্টার আয়া সেন্টার। (M) 7407377473. (C/102585)

■ TGT (Maths), Cook Male, Morigaon, Assam. English Medium Boarding School. Contact : 8099337062. (C/102589)

■ Om Collection (Boutique in Siliguri) কাপড়ের দোকানে M/F স্টাফ প্রয়োজন। Mob : 8016147790, 9733462181. (C/102586)

■ Wanted Teachers for a Secondary School-English, Bengali, Math. Preferably 5 years experience. Contact : 9832410937, or Mail : pathbhavanmission@gmail.com (C/102587)

■ Female Office Co-ordinator required. Salary-10000/-. 7011534987. (C/102611)

■ Darjeeling Public School, Fulbari, Siliguri (Affiliated to CBSE), urgently requires Pre Primary Teachers & Computer Teacher. Apply within 7 days. Email : schooldarjeelingpublic@gmail.com (C/102613)

■ DTP Operator, Tally & Excel, Flex Printing Machine Operator চাই। (M) 98326-71614. (C/102614)

■ শিলিগুড়িতে দুজনের সংসারে কাজের জন্য মহিলা প্রয়োজন (9 am-2 pm). বেতন : 6,000/-. (M) 98324-92627. (C/102614)

Bansal JCB is the Authorized Dealer of JCB India whole range products for North Bengal & Sikkim, wants **Service Engineer** & **Sales Engineer** to be appointed in its territory. Interested candidate with experience & fresher can also apply for the same within 10 days from the date of advertisement.
Resume can be sent in the below mentioned e-mail id: **bansaljcb.service@gmail.com**
For any further enquiry please Contact : 97330 08239

Vacancy

■ CCN-A Leading Digital Media in Bengal, Urgently required 1) Marketing Executive, Qualification : Graduate, should have 2 wheeler, Freshers/ Experienced can apply : Director, CCN, Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri, Email : hrdesk.ccn@gmail.com.

WANTED

■ D.R. Associates, Distributor (Sales & Service) of Computer, Printers, Copiers & It peripherals Siliguri, Ph : 9732278601, 9933370701, E-mail : associates.dr@rediffmail.com, Urgently required 1. Sales Manager-M/F, Exp. Similar field, 2. Office Boy, Store Keeper, Collection-M. Honest hard working candidate may apply. (C/102189)

JOB VACANCY

■ Bell Desk/Service/ Kitchen/House-keeping. Fresher+Experience Walk-in-Interview. Time : 12 P.M. - 2 P.M. Address : Hotel Saluja, Hill Cart Road, Siliguri. (M) 9083536619. (C/102566)

AMAR SANGSAR

■ Walk-in Interview The Product based Finance Company reqd. Male/ Female (Expd./Fresher) for North Bengal Branches. Vacancies for Company Payroll. Branch Manager (Sal. : 14-16K), Credit Officers (Sal.:10-12K). Free Accomodations+TA+Inc. Apply with details : 9830351451, 8927256703, Mail : hoamarsangsar@gmail.com (K)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কম্বল দান
বাগডোগরার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্মাইল গ্রুপের পঞ্চম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার বিশেষভাবে সক্ষমদের কম্বল দেওয়া হয়।

পঞ্চায়েত ভোটে অনীত বিরোধীদের একজোট করার উদ্যোগ

পাহাড়ে পদ্মের নয়া ছক

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : লোকসভা নির্বাচনের সলতে পাকাতে এবার পঞ্চায়েত ভোটে নজর রাখছে বিজেপি। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রটি ধরে রাখতে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা বিরোধী প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকেই এক ছাতার তলায় আনার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল গেরুয়া শিবির। এমনকি চেষ্টা শুরু হয়েছে অজয় এডওয়ার্ডের হামরো পার্টিকে কাছে পাওয়ার। তবে দলীয় কৌশল নিয়ে এখনই তেমনভাবে মুখ খুলতে চাইছে না বিজেপি নেতৃত্ব। দলের দার্জিলিং সাংগঠনিক জেলা সভাপতি কল্যাণ দেওয়ান বলছেন, 'আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। সহযোগী দলগুলির সঙ্গেও বৈঠক শুরু হয়েছে। শক্তি বিচারে সর্বসম্মতভাবে প্রার্থী দেওয়া হবে।' বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র তথা দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের বক্তব্য, 'দল পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে। নিরপেক্ষ ভোট হলে সিংহভাগ গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করবে আমাদের জোট।'

ভোটের কৌশল
- সহযোগী দলগুলির সঙ্গেও বৈঠক শুরু হয়েছে
- পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে গেরুয়া শিবির
- বিজেপির তরফে পঞ্চায়েত নির্বাচনে একসঙ্গে লড়াই করা বা আসন সমঝোতার ইঙ্গিত পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে

অনেকটাই কাছাকাছি চলে এসেছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং। এবার নিজেদের পাহাড়ি জোটে অজয় এডওয়ার্ডকেও চাইছে বিজেপি। '২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে ঘর গোছাতে এ ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে উঠেছে গেরুয়া শিবির। কেন্দ্রের শাসকদলের লক্ষ্য, অনীত থাপা বিরোধী সমস্ত ভোটকে এক জায়গায় নিয়ে আসা। এই ক্ষেত্রে অবশ্য অনীতের কিছু পদক্ষেপকে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি। কিছুদিন ধরেই প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা ভাঙন ধরানো শুরু করেছে এডওয়ার্ডের দলে। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর দুই সভাসদকে হামরো পার্টি থেকে ইতিমধ্যে নিজেদের দলে টেনে এনেছেন অনীত। এডওয়ার্ডের শক্তি ক্ষয় করতে তাঁর অনুগামী-সমর্থকদেরও দলে টানা শুরু করেছে প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। যার জেরে স্বাভাবিকভাবে ক্ষুব্ধ এডওয়ার্ড। তিনিও অনীতকে পালটা দিতে ছক কষা শুরু করেছেন। আর তাঁর এই ক্ষোভকে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি। সূত্রের খবর, বিজেপির তরফ থেকে তাদের হাত ধরার জন্য ইতিমধ্যে বার্তা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে একসঙ্গে লড়াই করা বা আসন সমঝোতার ইঙ্গিত পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত আলোচনার টেবিলে বসেনি দুই পক্ষ। বিজেপির পাহাড়ের এক নেতা বলেন, 'পাহাড়ের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট কাজ করছে। এই কাজে যাঁরা শরিক হতে চান, তাঁদেরই আমরা স্বাগত জানাব।' এডওয়ার্ড ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পুর নির্বাচনে দার্জিলিং পুরসভা হামরো পার্টি দখল করায় রাজনৈতিক আলোয় চলে আসেন অজয় এডওয়ার্ড। কিন্তু দার্জিলিং শহরের বাইরে যে তাঁর তেমন প্রভাব নেই তা প্রমাণিত হয়ে যায় জিটিএ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। ফলে বিজেপির হাত ধরে তিনি পাহাড়ের সর্বত্র নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করবেন কিনা বা তাঁর দলকে নিজেদের দলে এনে বিজেপির আরও শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা কতটা সফল হবে, তা স্পষ্ট হতে পারে কিছুদিনের মধ্যে।

ডেঙ্গি ও আবর্জনা নিয়ে শহরে যখন হইচই, তখন এই ছবি ধরা পড়ল মেয়রের পাড়ায়। শনিবার। ছবি : তপন দাস

২৩ নভেম্বর নবান্নে বৈঠক

দাবি নিয়ে মমতার কাছে দার্জিলিংয়ের পুরপ্রধান

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : দার্জিলিং পুরসভাকে পুরনিগমে উন্নীত করা, পানীয় জলসমস্যা মেটাতে প্রকল্প বরাদ্দ সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান রিতেশ পোর্টেল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে যাচ্ছেন। সেখানেই শৈলশহরে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে বাধার মুখে পড়া নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তিনি নালিশ জানাবেন। এই সফরে তাঁর সঙ্গে পুরসভার বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আরও তিনজন কাউন্সিলার যাওয়ার কথা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের কথা স্বীকার করে রিতেশ বলেছেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সময় চাইছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ২৩ নভেম্বর নবান্নে দেখা করার জন্য সময় দিয়েছেন। সেইমতোই দার্জিলিংয়ের সমস্ত দাবিদাওয়া নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছি।'

৩২ আসনের দার্জিলিং পুরসভাকে পুরনিগমে উন্নীত করার দাবি দীর্ঘদিনের। শৈলশহরের গুরুত্বের কথা মাথায় রেখেই পুরসভা থেকে পুরনিগমে উন্নীত করার প্রস্তাব বাম আমলেও বিধানসভার সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির তরফে সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই দাবি পূরণ হয়নি। দার্জিলিংকে পুরনিগমের স্বীকৃতি দেওয়া হলে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে এই শহর আরও বেশি উন্নয়ন বরাদ্দ পেতে পারে।

গত পুরসভা ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এলে দার্জিলিংকে পুরনিগমে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। সেইমতোই এই দাবি নিয়ে পুর চেয়ারম্যান এবার মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে

দাবিসনদ
- ৩২ আসনের দার্জিলিং পুরসভাকে পুরনিগমে উন্নীত করা
- দার্জিলিংয়ের পানীয় জলের ভয়াবহ সংকট মেটানো
- বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে রাজনৈতিক বাধার অবসান
- হাউজিং ফর অল, বার্ধক্য ভাতা সহ অন্যান্য দাবিও তুলে ধরা হবে

যাচ্ছেন। এরই সঙ্গে দার্জিলিংয়ের পানীয় জলের সংকটও অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সিঞ্চল জলাধার থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল এনে শহরের ৩২টি ওয়ার্ডে সরবরাহর করার প্রকল্প এর আগেও একাধিকবার হাতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার বাস্তবায়ন আজও হয়নি। পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর দাবিও চেয়ারম্যান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরবেন। রিতেশ বলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকেই দার্জিলিংয়ের জলসমস্যার সমাধান নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দার্জিলিংবাসীর সবচেয়ে বড় সমস্যা জল নিয়েই। আমরা এই সমস্যা মেটাতে চাই। এরই সঙ্গে হাউজিং ফর অল, বার্ধক্য ভাতা সহ অন্যান্য দাবিও তুলে ধরা হবে।'

এরইসঙ্গে শৈলশহরে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে যে রাজনৈতিক বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে সেই বিষয়েও চেয়ারম্যান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ করবেন। তাঁর অভিযোগ, 'একাধিক রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকা নেতা-নেত্রী এবং তাঁদের লোকজন দার্জিলিংয়ে বেআইনি নির্মাণ করেছেন, এখনও করছেন। এমনিতে দার্জিলিং শহরে চারতলার বেশি উঁচু বাড়ি তৈরি করা যায় না। কিন্তু এই শহরে পাঁচতলা, ছয়তলা ভবনও তৈরি হয়েছে। ভূমিকম্পপ্রবণ এই অঞ্চলে এই ধরনের নির্মাণ অত্যন্ত বিপজ্জনক।' রিতেশের দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রীকে এর আগে দার্জিলিংয়ের বেআইনি নির্মাণের কথা জানিয়ে সেগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলাম। তিনি আমাকে সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে বিভিন্নভাবে তৃণমূল কংগ্রেস থেকেও বাধা আসছে। সেই বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রীর নজরে নিয়ে আসব।'

বাংলাদেশির পক্ষে সুপারিশকারী পলাতক

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১২ নভেম্বর : বাংলাদেশিকে রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট কাণ্ডে সুপারিশকারী হিসেবে যার নাম জড়িয়েছে, সেই কৃষ্ণচন্দ্র রায় পলাতক। নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ দয়ারামের বাসিন্দা কৃষ্ণর বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়েছে। কিন্তু তার খোঁজ মেলেনি। নকশালবাড়ি থানার ওসি মানস দাস জানিয়েছেন, কৃষ্ণর বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ যে নথিপত্র দিয়েছে সেগুলি যাচাই করা হচ্ছে। তদন্তে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কোনও দুর্নীতি সামনে এলে তাদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হবে।

অভিযোগ, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ধৃত শ্যামল সরকারকে গত ১৪ অক্টোবর জন্ম শংসাপত্রের উপর ভিত্তি করে রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। শ্যামল বর্তমানে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ হেপাজতে রয়েছে। কৃষ্ণর সুপারিশ ছাড়া আরও একজনের কথায় নাকি শ্যামলকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। সেই তৃতীয় ব্যক্তি একটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। সেই শিক্ষক আবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের খুব ঘনিষ্ঠ বলে এলাকায় চর্চা চলছে।

রহস্য ঘোরালো
- যে সুপারিশ করেছে সেই কৃষ্ণচন্দ্র রায় পলাতক
- পঞ্চায়েত সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সুপারিশে সার্টিফিকেট
- উঠে আসছে এক প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকের নামও
- সেই শিক্ষক নাকি আবার সভাধিপতির ঘনিষ্ঠ

পঞ্চায়েতের নিয়ম অনুযায়ী, এলাকার একজন নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যের সুপারিশে কোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে ভারতীয় হতে হবে। কিন্তু মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে যে রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট শ্যামলকে দেওয়া হয়েছে, তাতে কেবল কৃষ্ণর সুপারিশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে তো একজন সাধারণ বাসিন্দা। পঞ্চায়েত সদস্য নয়। শ্যামল ওই কৃষ্ণের বাড়িতে ভাড়া থাকত বলে জানা গিয়েছে। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, কৃষ্ণর সুপারিশের উপর ভিত্তি করে কী করে ওই সার্টিফিকেট দেওয়া হল?

এর আগেও সার্টিফিকেট দেওয়া নিয়ে একাধিক অভিযোগ মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে জমা পড়েছে। পুরোনো বোর্ডে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন বর্তমান মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণবাবু নিজেই। তাঁর আমলেই তো উপপ্রধান রতিলাল ওরাওঁয়ের হাত ধরে বিদেশের এক মহিলাকে একটি রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। ওই মহিলা তখন সাতভাইয়া এলাকায় রতিলালের বাড়িতে ভাড়া থাকত। আবার একই ধরনের অভিযোগ সামনে আসায় এলাকায় হইচই পড়ে গিয়েছে।

সময়ে খোলে না স্কুল

ফাঁসিদেওয়া, ১২ নভেম্বর : ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে ১১টা। স্কুল খোলার সময় পেরিয়ে গেলেও আসেননি শিক্ষক। তালাবন্ধ স্কুলের বাইরে মাঠেই অপেক্ষা করছে পড়ুয়ারা। স্কুল খোলার সময় পেরিয়ে গেলেও পড়ুয়াদের অপেক্ষার সেই দৃশ্যের ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দিয়েছেন স্থানীয়রাই। তারপরই বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে। অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর মেজমানগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই সমস্যা নিত্যদিনের। অভিভাবকদের কথায়, বহুবার স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি।

কেন সময় পেরিয়ে গেলেও স্কুলের দরজা খোলা হয়নি, তা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ সরাসরি কোনও জবাব দেয়নি। তবে যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে, সেখানে প্রধান শিক্ষক গোপাল পালকে বলতে দেখা গিয়েছে, 'কোনও শিক্ষক সার্ভের কাজে গিয়েছেন। আবার কেউ মায়ের চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়েছেন।' যদিও সেই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত, ধৃত ৩

খড়িবাড়ি, ১২ নভেম্বর : কাফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে শুক্রবার রাতে বাংলা-বিহার সীমানায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৫০ বোতল কাফ সিরাপ। ধৃতদের নাম মোনা আলম, মহম্মদ আরিফ ও মহম্মদ হামিদ আনসারি। তাদের মধ্যে মহম্মদ আরিফের বাড়ি বিহারের গলগলিয়ায়। বাকিদের বাড়ি খড়িবাড়ি এলাকায়। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

খড়িবাড়ি পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ শুক্রবার রাত ২টা নাগাদ খড়িবাড়ির শিবুজোত এলাকা থেকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। তারা একটি বাইকে চেপে বিহার থেকে খড়িবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। খড়িবাড়ি-ভালুকগড়া রোড পুলিশ তাদের আটক করে তল্লাশি চালাতেই কাফ সিরাপ মেলে। পুলিশ ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। পাচারে ব্যবহৃত বাইকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু ব্যক্তির নাম জানতে পেরেছে পুলিশ।

মিছিল

চোপড়া, ১২ নভেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলায় মিছিল ও জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করল সিপিএম। শনিবার চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়াবাড়ি এলাকায় স্থানীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে মিছিল বের হয়।

চুরির অভিযোগে ধৃত, হাজতে আত্মহত্যার চেষ্টা

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া এক অভিযুক্তের আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়িতে। শনিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানায়। ঘটনার পর অসুস্থ অবস্থায় অভিযুক্তকে প্রধাননগর থানার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই ব্যক্তি। গোটা ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী। তিনি বলেন, 'অভিযুক্তের অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে। কী কারণে ওই ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন তা তদন্ত করে দেখার জন্য ডিসিপি (সদর)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' ঘটনার পর অভিযুক্তের পরিবারকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছে পুলিশ। ইতিমধ্যে তাঁরা শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেছেন। তবে সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

প্রধাননগর এলাকার একটি চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে শুক্রবার দুপুরে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। শনিবার সকালে ধৃতকে আদালতে তোলার কথা ছিল। অভিযোগ, তার আগে শুক্রবার ভোরে অভিযুক্ত নিজের পাজামার দড়ি বের করে গলায় প্যাচ লাগিয়ে হাজতের মধ্যেই

> “অভিযুক্তের অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে। কী কারণে ওই ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন তা তদন্ত করে দেখার জন্য ডিসিপি (সদর)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
>
> —অখিলেশ চতুর্বেদী, *পুলিশ কমিশনার*

আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বিষয়টি দেখতে পেয়ে রাতে দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা দ্রুত ছুটে আসেন। তড়িঘড়ি অভিযুক্তকে উদ্ধার করে প্রধাননগরের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অভিযুক্তের চিকিৎসা চলছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা। বেশ কয়েক বছর ধরেই শিলিগুড়ির গুরুংবস্তি এলাকায় একটি ঘরভাড়া নিয়ে থাকেন। সম্প্রতি একটি চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ওই ব্যক্তির জড়িত থাকার কথা জানতে পারে। এরপরেই অভিযুক্তের খোঁজ শুরু হয়। শুক্রবার পুলিশের কাছে খবর আসে, অভিযুক্ত জংশন এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। খবর পেয়েই প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ জংশন সংলগ্ন এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর রাতে হাজতে রাখা হয়। শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলার আগেই ভোরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে অভিযুক্ত। রাতেই থানা থেকে আইসি সহ পদস্থ কর্তাদের ফোনে বিষয়টি জানানো হয়। গোটা ঘটনায় বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিন বিকেলের দিকে পুলিশকর্তারা নার্সিংহোমে গিয়ে অভিযুক্তের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন।

অখিলের বিরুদ্ধে রাস্তায় বিজেপি

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে মন্ত্রী অখিল গিরির মন্তব্যের প্রতিবাদে শিলিগুড়িতেও রাস্তায় নামল বিজেপি। শনিবার বিকেলে হাসমি চকে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভে মন্ত্রীপদ থেকে অখিল গিরির অপসারণ এবং গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। দলীয় কর্মসূচিতে এদিন মহিলাদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট বেশি।

দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আনন্দময় বর্মন বলেন, 'রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে অখিল গিরির কুরুচিকর মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে তৃণমূলের মুখের ভাষা। বারবার তিনি একই ধরনের মন্তব্য করার পরেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এতেই পরিষ্কার তৃণমূলের সংস্কৃতি।'

দেশের সাংবিধানিক প্রধান সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করার পরেও কেন অখিল গিরিকে গ্রেপ্তার করা হবে না, সেই প্রশ্ন তুলে জেলা কমিটির সহ সভাপতি নান্টু পাল বলেন, 'এই সরকারের শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই নিরপেক্ষ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে পারছে না।' বিজেপির কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এদিন হাসমি চকে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। তবে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

সুভান্দীগছ এলাকায় ব্ল্যাক রাইস ফলন। ছবি : মনজুর আলম

ব্ল্যাক রাইস ফলিয়ে নজির দেবাশিসের

চোপড়া, ১২ নভেম্বর : চোপড়ার মাটিতে ব্ল্যাক রাইস ফলিয়ে তাক লাগিয়েছেন দেবাশিস খাঁ নামে এক ব্যক্তি। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভান্দীগছ গ্রামের বাসিন্দা দেবাশিস কৃষিকাজের পাশাপাশি উন্নত প্রজাতির মুরগি পালন করে ইতিমধ্যে আয়ের পথ খুঁজে বের করেছেন।

এবার তিনি ১০ কাঠা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে ব্ল্যাক রাইসের চারা লাগিয়েছিলেন। দেবাশিস জানালেন, চালের রং কালো হবে। উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়েই তিনি ব্ল্যাক রাইস চাষ করেছেন। বীজ সংগ্রহ করেন কলকাতা থেকে। শ্রাবণের মাঝামাঝি বীজ বপন করেন। ১৪০ দিনের মধ্যে ফলন।

কৃষি বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ব্ল্যাক রাইসের ভাত ঠিক কালো নয়। গাঢ় বেগুনি। তবে এতে সাদা ভাতের তুলনায় পুষ্টিগুণ ও রোগ প্রতিরোধ উপাদান অনেক বেশি। উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ ধনঞ্জয় মণ্ডল বলেন, 'এবছর চোপড়া ব্লকের এক কৃষক একাংশ জমিতে ব্ল্যাক রাইসের পরীক্ষামূলক চাষ করেছেন। তবে ফলন না তোলা পর্যন্ত লাভ-ক্ষতির বিষয়ে বলা যাবে না।' বিশেষজ্ঞ ডঃ অঞ্জলি শর্মার বক্তব্য, কালো চাল অন্যান্য চালের তুলনায় স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশি উপকারী।

এদিকে দেবাশিস উন্নত প্রজাতির মুরগি পালন করে স্বনির্ভরতার দিশা দেখাচ্ছেন। যে খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি প্রশাসনিক আধিকারিকরাও বিভিন্ন সময় তাঁর বাড়িতে খামার দেখতে আসছেন। এবার ব্ল্যাক রাইস চাষে সাফল্য এলে একদিকে যেমন চাষের পরিধি বাড়বে, অন্যদিকে এলাকার কৃষকরাও আগ্রহী হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ডেঙ্গি নিয়ে রাজ্যকে দোষারোপ ডাক্তার সংগঠনের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : ডেঙ্গি পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকারের গা-ছাড়া মনোভাবকে দায়ী করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলল মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। রাজ্য সরকার চাইলে শক্ত হাতে পরিকল্পনা করে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করতে পারত বলে দাবি করেন কমিটির সদস্য ডাঃ বিপ্লব চন্দ। শিলিগুড়ির পাশাপাশি কলকাতাতেও ডেঙ্গি পরিস্থিতি কার্যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অভিযোগ, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলে সেই তথ্য লুকোনোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিপ্লব বলেন, 'ডেঙ্গি সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারত। শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার অভাব ও বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য ডেঙ্গি ভয়ংকর জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। পরিস্থিতি একপ্রকার মহামারির আকার নিয়েছে। করোনার সময় আমরা বিনামূল্যে সর্বত্র স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়েছি। কিন্তু ডেঙ্গি মোকাবিলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কিংবা স্থানীয় প্রশাসন আমাদের কাজে লাগানোর কোনও চেষ্টাই করেনি।'

শনিবার থেকে দু'দিনব্যাপী মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের নবম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন শুরু হল শিলিগুড়ির শক্তিগড় রবীন্দ্র মঞ্চে। সম্মেলনে রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলা

> “শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার অভাব ও বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য ডেঙ্গি ভয়ংকর জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। পরিস্থিতি একপ্রকার মহামারির আকার নিয়েছে।
>
> —ডাঃ বিপ্লব চন্দ, *সদস্য, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি*

থেকে চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল কলেজের প্রফেসার, পড়ুয়া ও নার্সিং পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ডেঙ্গির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলে। পরিসংখ্যান বলছে, এবছর ডেঙ্গিতে অনেক কমবয়সি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারি তথ্য বলছে, শিলিগুড়িতে এখনও পর্যন্ত অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের বয়স ৪০ বছরের নীচে।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সদস্য ডাঃ সাহারিয়া আলমের অভিযোগ, 'পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ডেঙ্গি কেস কম দেখানোর জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে রোগীদের মৃত্যু চেপে যাওয়া হয়। হাউস স্টাফ হিসাবে কাজ করার সময় দেখেছি, ওপরমহল প্রায়শই ডেঙ্গিতে মৃত্যুর কারণ লুকোনোর নির্দেশ দিত, যা সত্যি দুর্ভাগ্যের।'

এদিনের সম্মেলনে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যশিক্ষা বেসরকারিকরণের চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হয়। কমপিটেন্সি বেসড মেডিকেল এডুকেশন (সিবিএমই) চালানোর চেষ্টারও নিন্দা করা হয়। অভিযোগ, সিবিএমই-র নামে অবৈজ্ঞানিক ও অগণতান্ত্রিক মেডিকেল এডুকেশন পদ্ধতি চালানোর চেষ্টা চলছে। যার মাধ্যমে মেডিকেল এডুকেশনের মান খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ

রাজগঞ্জ, ১২ নভেম্বর : রাজগঞ্জ বাজারের পোস্ট অফিস মোড় থেকে ভোলাপাড়া হয়ে চাউলহাটি পর্যন্ত আট কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল পড়ে রয়েছে। শনিবার ওই রাস্তা মেরামতের দাবিতে সুভাষপল্লি এলাকায় পথ অবরোধ করেন এলাকাবাসী। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পাঁচ বছর ধরে রাস্তাটি সংস্কার করা হয় না। ওই রাস্তায় হাই মাদ্রাসা, কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও দুটি বিএসএফ ক্যাম্প রয়েছে। প্রায়শই সেখানে দুর্ঘটনা ঘটছে। এলাকার বাসিন্দা রানু সাহা ও নুরজাহান খাতুন জানান, প্রায় পাঁচ বছর ধরে শোনা যাচ্ছে টেন্ডার হয়ে গিয়েছে রাস্তা মেরামত করা হবে। কিন্তু বাস্তবে কাজ হয়নি। কিন্তু বেহাল রাস্তার জন্য গাড়ি যেতে চায় না। দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে টোটোতে যাতায়াত করতে হয়। এদিন স্থানীয় বাসিন্দা ও পড়ুয়ারা দুই ঘণ্টা পথ অবরোধ করেন। জেলা শাসককে

> “রাস্তাটি তৈরির জন্য টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। এক সপ্তাহ পর কাজ শুরু হবে। ৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে কাজ করা হবে। কিন্তু বিজেপি চক্রান্ত করে এদিন পথ অবরোধ করে।
>
> —খগেশ্বর রায়, *বিধায়ক*

অবরোধস্থলে আসার দাবি তোলেন তাঁরা। পরে রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও ও রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু করার আশ্বাস দিলে তাঁরা অবরোধ তুলে নেন। সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সম্পা দত্ত বলেন, 'রাস্তাটি মেরামতের জন্য কয়েকবার টেন্ডার হলেও বিভিন্ন কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। তবে ভোটের আগে রাস্তাটি মেরামত করা হবে।'

রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, 'রাস্তাটি তৈরির জন্য টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। এক সপ্তাহ পর কাজ শুরু হবে। ৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে কাজ করা হবে। কিন্তু বিজেপির চক্রান্ত করে এদিন পথ অবরোধ করে।'

দুর্ঘটনায় জখম দুই, পথ অবরোধ

গোয়ালপোখর, ১২ নভেম্বর : একটি যাত্রীবাহী গাড়ির ধাক্কায় টোটোর দুই যাত্রী গুরুতর জখম হয়েছেন। শুক্রবার রাতে পাঞ্জিপাড়ার ঘরধাপ্পা এলাকার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে এই ঘটনার পর পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থল গিয়ে অবরোধ ওঠানোর চেষ্টা করে। পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বিক্ষোভের জেরে জাতীয় সড়কে যানজট হয়। বিপাকে পড়েন দূরপাল্লার যাত্রীরা। পরে বিশাল পুলিশবাহিনীর হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেন গ্রামবাসী।

কিশনগঞ্জের দিক থেকে একটি যাত্রীবাহী গাড়ি শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। পাঞ্জিপাড়া ঘরধাপ্পা এলাকায় একটি টোটোকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় সেটি। গুরুতর জখম হন টোটোয় থাকা দুই যাত্রী। এই ক্ষোভে স্থানীয়দের অবরোধ শুরু হয়। এলাকাবাসীর বক্তব্য, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। ঘটছে প্রাণহানি। তাই ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। দুর্ঘটনার বিষয়ে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ধামসা-মাদল বিতরণ

ফাঁসিদেওয়া, ১২ নভেম্বর : আদিবাসী লোকশিল্পীদের ধামসা-মাদল দান করা হল। শনিবার একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হেটমুড়ি সিংঘীঝোরা এলাকায় ওই কর্মসূচি হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন ও অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমারেশমি এক্কা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বুলু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে এসে ধামসা-মাদল বিতরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। গোটা রাজ্যে এক হাজার ধামসা-মাদল বিতরণ করা হচ্ছে।'

মেয়রের সাহায্য

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : বেশ কিছুদিন আগে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মেয়রের প্রতিবেশী বিশ্বজিৎ সরকারের মৃত্যু হয়। শনিবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব। পাশাপাশি তিনি ভবিষ্যতেও ওই পরিবারের পাশে সর্বদা থাকার আশ্বাস দেন।

রাস্তার কাজ শুরু

চোপড়া, ১২ নভেম্বর : চোপড়ার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গেন্দুগছ এলাকায় শনিবার একটি রাস্তার কাজের সূচনা করলেন এলাকার বিধায়ক হামিদুল রহমান। কাজের জন্য জেলা পরিষদ তহবিল থেকে ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

আজ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। ঠিক সাতদিন বাদে, পরের রবিবার কাতারের দোহায় শুরু বিশ্বকাপ ফুটবল। ক্রিকেট বিশ্বকাপ কেমন হল? কেমন হবে ফুটবল বিশ্বকাপ? বিশ্বকাপের কতটা প্রভাব পড়ল দুটো দেশে? এ নিয়ে চরম কৌতূহল গোটা বিশ্বে। উত্তর সম্পাদকীয়তে এই প্রসঙ্গে ভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করছেন দুই দেশের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা, দুই নিখাদ বঙ্গসন্তান। একটা সময় বাংলায় যাঁরা ক্রীড়া সাংবাদিকতা করেছেন চুটিয়ে।

দুই দেশ দুই বিশ্বকাপ

মেলবোর্ন শহরের আবহে ক্রিকেট বিশ্বকাপের স্টেডিয়াম।

ক্রিকেট প্রায় মুছেই যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়

পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

সিডনি বাসের রজত জয়ন্তী পার করেও মনে করতে পারছি না, শেষ কবে এমন ম্যাড়ম্যাড়ে বহুদেশীয় ক্রিকেট হয়েছে আমাদের অস্ট্রেলিয়ায়।

বিরানব্বইয়ের বিশ্বকাপ আমি দেখিনি। তবে ইংল্যান্ড বা নিউজিল্যান্ড বা ইদানীংকালে ভারত এদেশে খেলতে এলে দশ বছর আগেও যে উন্মাদনা দেখেছি, তার ছিটেফোঁটাও দেখলাম না এবারের বিশ্বকাপে। জনপ্রিয়তার বিচারে হরভজন বনাম সাইমন্ডস-এর মাঙ্কিগেট ছেলেখেলা করে দশ গোল দেবে এই গোটা বিশ্বকাপকে।

অস্ট্রেলিয়ায় নানা দেশের লোকের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারছি, ক্রিকেটের বিশ্বকাপ বিশ্বজনীন আবেদন হারিয়েছে। শারজার ক্রিকেটে যেমন উপমহাদেশের দেশগুলোকে ডেকে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ক্রিকেটের উৎসব আমদানি করত, এখন ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে, এবারের অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দেখে খানিকটা তার আঁচ পেয়েছি বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

প্রথম দিন থেকেই অস্ট্রেলিয়ার কোনও খবরের কাগজের প্রথম পাতায় শিরোনাম তো দূর অস্ত, ক্রিকেট বিশ্বকাপের খবর বলতে কিছু চোখে পড়েনি। খবর নিশ্চয়ই ছিল। সেটা খেলার পাতায় সীমাবদ্ধ। তবে হ্যাঁ, সিডনিতে সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজ আর চায়ের কাপ হাতে চর্বিত চর্বণের অভ্যাস অনেক কাল আগেই শেষ আমাদের। কেননা খবরের কাগজের ছাপানো সংস্করণ শেষ কবে কিনেছি মনে করতে পারব না। তবে দেশের সেরা সব খবরের কাগজের সঙ্গে স্ক্রিনের মাধ্যমে নিবিড় সম্পর্ক। তাই ক্রিকেটের খবর একদিনের জন্যও শিরোনাম হতে দেখিনি।

টেলিভিশনের অবস্থা একই রকম। গড়পড়তা যেসব চ্যানেল মানুষ রোজ দেখেন এবং যেগুলোর জন্য আলাদা করে দক্ষিণা দিতে হয় না, তার কোনওটাতেই ক্রিকেট নেই, মানে বিশ্বকাপ নেই যদি না অস্ট্রেলিয়ার খেলা থাকে। তবে হ্যাঁ, ফেলো কড়ি মাখো তেলের ব্যবস্থা রয়েছে। যেহেতু কড়ি ফেলে তেল মাখতে হচ্ছে তাই তাতে বিজ্ঞাপন নেই। তবে যেসব বিজ্ঞাপনের লোগো-টোগো টিভির পর্দায় উঁকিঝুঁকি মারছে, সেসব বিপণির বেশির ভাগ কস্মিনকালেও এদেশে দেখিনি। এমনকি চার-ছক্কা মারলে লোকে যে হোর্ডিং-প্ল্যাকার্ড দেখাচ্ছে, সেগুলোতে পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার কোনও বিপণির নামগন্ধ নেই। নেহাত আন্তর্জাতিক কোনও নাম না হলে, যেমন নিশান। কিন্তু খেলাটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে, তাই অস্ট্রেলিয়া থেকেও নেই।

অস্ট্রেলিয়া আগেই হেরে যাওয়ায় আপামর অস্ট্রেলিয়ানদের যে তেমন একটা মাথাব্যথা দেখলাম, তা একেবারে নয়। পাকিস্তান খাদের কিনারায় পৌঁছেও কী করে মেলবোর্নের টিকিট পেল তা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় প্রাক্তন ভারতীয়দের হা-হুতাশের শেষ নেই। দিনের শেষে খেলার মাঠে ভারতীয়দের ভিড় সবচেয়ে বেশি। ভিড় ভালো ক্রিকেটের জন্য নয়, বরং ভারতের হাতে অন্য দেশ কতটা কুকাটা হল সেটা দেখার ভিড়।

তাই সেমিফাইনালে ভারত ছিটকে যাওয়ায় মেলবোর্ন থেকে সুমন সেনগুপ্ত সমাজমাধ্যমে মজা করে লিখেছেন, 'যারা মেলবোর্নের ফাইনালের টিকিট কেটেছিল সেটা তো গেলই, সঙ্গে সিডনির বন্ধুদের বিমান ভাড়াটাও জলে গেল।' তবে সিডনির ভারতীয় বন্ধুদের অনেককেই মাঠে দেখেছি সেমিফাইনালে। ১৬ বছরের যশ আর ছোট ভাই কুশ- চাটুজ্জে ব্রাদার্সকে বাবা-মা ছাড়া মাঠে দেখে ভালো লেগেছে। ওরা দুজনেই ওদের দাদুকে হারিয়েছে কয়েকদিন আগেই। তবুও মাঠে গিয়েছে ক্রিকেটের সেমিফাইনালে দেখে ভালো লেগেছে।

এই বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি বোধহয় হল আইসিসি এবং ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার! ইংল্যান্ড ফাইনালে তো উঠল। আগে থাকতে কিনে রাখা টিকিট বিক্রি করে দেওয়ার সুনামি সমাজমাধ্যমে। কেনার লোক নেই। আমারও একই অভিজ্ঞতা। সিডনিতে সেমিফাইনালের টিকিট কেটে শেষে লোকের হাতেপায়ে ধরতে হয়েছে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিজের পকেটের টাকায় ডেকে ডেকে লোককে দেখানোর জন্য। পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড- এলেবেলে খেলা নয়, তার ওপরে বিশকাপের সেমিফাইনাল। ৩৬ হাজার লোক হয়েছিল সিডনিতে, যেখানে আসনসংখ্যা ৪৮ হাজার। ৭৫ শতাংশ ভর্তি হলেও তার মধ্যে দলে ভারী অবশ্যই পাকিস্তানিরা। হাতে গোনা কিউয়ি সমর্থক। সিডনিতে খেলা হচ্ছে- সিডনির অস্ট্রেলিয়ানরা নিশ্চয়ই কিছু ছিলেন, তবে হাতেগোনা। একই অভিজ্ঞতা তার আগের ম্যাচে পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা। আসলে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ছাড়া মাঠে যাওয়ার লোক হয় না। বাকি যতগুলো দল খেলেছে, বিশ্বকাপে তাদের কেউ মাঠ ভরাতে পারবে না। ক্রিকেট থেকে মন উঠে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার।

বহু বছর আগে একবার চ্যানেল নাইন প্রকাশ্যে জানিয়েছিল, ক্রিকেট দেখাতে গেলে এবং তার স্বত্ব কিনতে গেলে যে বিপুল পরিমাণ খরচ করতে হয়, অস্ট্রেলিয়ার বাজার থেকে সেটা তুলে আনা অসম্ভব। তবুও তখনও নমো-নমো করে চলত। এখন আর চলে না। সবকিছু দেখেশুনে এটা এখন জলের মতো স্পষ্ট একটা ব্যাপার। একদা ক্রিকেট পাগল অস্ট্রেলিয়ানদের মন উড়ে গিয়েছে ক্রিকেট থেকে। তাই সেমিফাইনালে ভারতের হেরে যাওয়াটা খুব আশার কথা নয় তাঁদের জন্য, যাঁরা অনেক সাধ্যসাধনা করে এমন সোনায় মোড়া ক্রিকেটের টুর্নামেন্ট নিয়ে এসেছিলেন এই দেশের জন্য। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে ব্যবসার মূলধন ছিলেন ওয়ার্ন, ম্যাকগ্রা, হেডেন, স্টিভ কিংবা মার্ক ওয়া, আরও কত নাম। এখন সেখানে ওয়ার্নার-স্মিথ ছাড়া কেউ নেই। ভারতে বরং নিয়মিত প্লেয়ার উঠেছে!

বিশ্বকাপ শুরুর কয়েকদিন আগে মেলবোর্ন থেকে সিডনিতে একটা কাজে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল শন ম্যাক কস্কার। ২৪ বছরের ছেলে অবাক করে দিয়ে ক্রিকেটের আলোচনায় ঢুকে পড়ল লাঞ্চ করতে বসে। শন এখনও খেলে ক্রিকেট। আমার কুড়ি বছরের মেয়ে বিয়াঙ্কা, ভারতের খেলা বলে টিভির পর্দার সামনে বসে অনবরত টেক্সট করে চলেছে বন্ধুদের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম, তোর এত বন্ধু ক্রিকেট খেলা দেখছে? উত্তরে বলল, 'না, ওরা জানত না যে ইন্ডিয়া বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলছে ইংল্যান্ডের সঙ্গে। ইন্ডিয়া যে একটা বড় দল, সেটাও ওরা জানত না।'

-জানত না কেন?

-ওরা রাগবি আর সকার নিয়ে বেশি মাতামাতি করে।

আমি নিজে গত মাসে মেলবোর্নে গিয়ে দেখলাম, একেবারে মিথ্যে নয়। ডেভ হেয়ম্যান একটা কোম্পানির মালিক, আদ্যপ্রান্ত অস্ট্রেলিয়ান। তবে ক্রিকেট নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই। কে জিতল, কে হারল তা নিয়ে বিশেষ যায় আসে না। জাস্টিন ল্যাম্পার্ট বলল, 'আমার জার্মান রক্ত। আমি ফুটবলের ভক্ত, ক্রিকেটের খবরটা পাই এদিক-সেদিক থেকে, ব্যাস।' কীগ্যান আর এক কাঠি ওপরে, 'রাগবি বিশ্বকাপ নিয়ে যদি বলো তো দু'কথা বলতে পারি! ওদের ওয়েবসাইটে প্রথম দশের একটা তালিকা দিয়েছে। সেটা দেখলে বোঝা যাবে, ক্রিকেট যদি দক্ষিণ এশিয়ার বাদামি চামড়ার আধিপত্য হয় তো রাগবি তাহলে শ্বেতকায়দের একচেটিয়া খেলা। তবে হ্যাঁ, ক্রিকেটের স্বর্ণযুগেও যেমন ওয়েস্ট ইন্ডিজ রাগবিতে ভালো ছিল তেমন ফিজি বা অন্যান্য দুয়েকটা দেশ থাকলেও থাকতে পারে।'

অস্ট্রেলিয়া পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের দুটিতেই ছয়-সাত নম্বরে রয়েছে। প্রায় ১২০টা দেশ রাগবি খেলে। তার মধ্যে ছয়-সাতে থাকা মুখের কথা নয়। দক্ষিণ এশিয়ার কোনও দেশ ক্রিকেট ছাড়া কোনও খেলায় ক্রিকেট ছাড়া এরকম র‍্যাংকিং থাকলে বর্তে যেতাম। রাগবি নিয়ে রাগারাগি না করে যদি ফুটবলের কথা ভাবেন সেখানেও অস্ট্রেলিয়ার মস্তানি কম নয়। ২০০৬ থেকে টানা খেলছে বিশকাপের মূল পর্বে। চাট্টিখানি কথা! ফুটবল মাঠেও ভিড় কম হয় না। আমার বাড়ি থেকে খানিকটা দুরেই প্যারাম্যাটা স্টেডিয়াম। গত বছর কোভিডের কড়াকড়ি মেনেও স্টেডিয়াম ভর্তি থাকত ফুটবল দেখতে। বিশ্বমানের কোনও ফুটবল ম্যাচ থাকলে এই স্টেডিয়াম কানায় কানায় ভরে যায়। হকি, সাঁতার, অলিম্পিক, সাইক্লিং এসব নিয়ে না হয় পুরোনো কাসুন্দি নাই বা ঘাঁটলাম। যে দেশে খেলার এমন বৈভব, এমন ঐশ্বর্য দেখে মনে হয়- ভারতে জন্মে গর্ব করার মতো অনেক কিছু থাকলেও খেলার অবস্থা কেমন? ক্রিকেটের পাশে ইদানীং ব্যাডমিন্টন, বক্সিং, কুস্তি, শুটিং উঠে এলেও সবমিলিয়ে ভারত আজও খেলায় পদবাচ্যই নয়।

(লেখক ২৫ বছর হল অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে থাকেন)

প্রশংসা প্রাপ্য, তবু 'কমপ্যাক্ট' কাতারের জুটেছে বেশি বিদ্রুপ

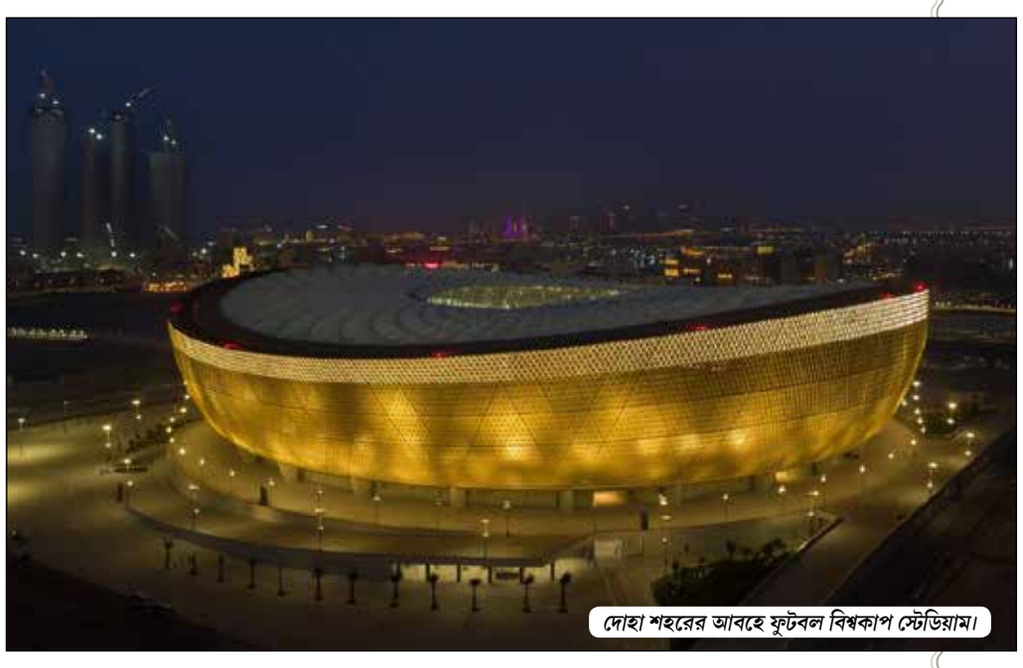
দোহা শহরের আবহে ফুটবল বিশ্বকাপ স্টেডিয়াম।

আমিনুল ইসলাম

বেশ কয়েক বছর আগে আমি যখন দিল্লির সাংবাদিকতার চাকরি ছেড়ে কাতারে চলে আসি, তখন এই দেশটি সম্পর্কে আমাদের ওখানকার অনেকেই ঠিকঠাকভাবে কিছু জানতেন না। আমি যখন বলতাম আমি দোহায় থাকি, তাঁদের প্রশ্ন হত, এটা কি দুবাইয়ে? দুবাই আর দোহা যে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা দেশের দুটি আলাদা শহর, সেটা বোঝাতে আমায় বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। একজনকে নয়, অনেককেই এই প্রশ্ন করতে দেখেছি।

বিশ্বকাপের দায়িত্ব পাওয়ার পর, মানে ২০১১ সাল থেকে আমাদের উপমহাদেশের মানুষ তো বটেই, বিশ্ব মানচিত্রেও ধীরে ধীরে কাতার নিজের পরিচিতি লাভ করে। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এই দেশের শাসক (আমির) ছিলেন শেখ হামাদ বিন খালিফা আল থানি। এখন তিনি এখানে ফাদার আমির নামে পরিচিত। তাঁর দূরদর্শিতা ও সুশাসনের দৌলতেই কাতার আজকের এই জায়গায় পৌঁছেছে।

আর এখন তো সাতদিন পর এখানেই হচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ। প্রথমবার কোনও আরব দেশে। গোটা বিশ্বের নজরের কেন্দ্রে এই কাপ। কেমন একটা ম্যাজিক ম্যাজিক মনে হচ্ছে।

কয়েক সপ্তাহ আগেই লন্ডনের বিবিসি স্পোর্টস থেকে কাতারের বিশ্বকাপ নিয়ে একটি নেতিবাচক লেখা আমাকে লিখতে বলা হয়। আমি তা করতে রাজি হইনি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ওপর প্রথম বিশ্বের এরকম মনোভাব বহুদিনের। কাতারের বিশ্বকাপের নানা নেতিবাচক দিক দিয়ে পশ্চিমী মিডিয়ায় খবর বেরিয়েছে। মনে হয়, কাতার সব উত্তর দিয়ে দারুণভাবে করবে বিশ্বকাপ।

কয়েকবছর পিছিয়ে যাওয়া যাক। ২০১০ সালের ২ ডিসেম্বর কাতারের খেলার ইতিহাসে একটা মাইলফলক। সেদিনই ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ আসরের অধিকার পায় কাতার। মাত্র এক দশকের মধ্যে গ্যাস আর তেলের ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ একটা দেশ থেকে ফুটবলের গন্তব্য হয়ে ওঠার সেই ছিল শুরু।

শুধু ফুটবলের কথা বলাটা ভুল। বিশ্বকাপের জন্য বিড করার পর থেকেই অন্য স্পোর্টিং ইভেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রেও বড় দাবিদার হয়ে উঠেছে কাতার। এর আগে ২০০৬ সালে প্রথমবারের জন্য এশিয়ান গেমসের আসরও কাতারে বসেছিল। বিশ্বকাপের বিড জেতার এক মাসের মধ্যে কাতারে ২০১১ এএফসি এশিয়ান কাপের আসর বসে। সেইসঙ্গে কাতার অলিম্পিক কমিটির উদ্যোগে হ্যান্ডবল ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ, সাঁতার, এটিপি ও ডব্লিউটিএ টেনিস, জিমনাস্টিক্স, টেবিল টেনিস, দাবা ও ফর্মুলা ওয়ানের আসর বসানোর জন্যও বিড করে কাতার।

পশ্চিম এশিয়ায় আরও অনেক তেলের টাকায় ধনী দেশ রয়েছে। কিন্তু সৌদি আরব ছাড়া অন্য কোনও দেশকে আমি মেগা স্পোর্টস ইভেন্টের জন্য এত টাকা খরচ করতে দেখিনি। কাতারের পথে হেঁটে ২০৩৪ সালে প্রথমবারের জন্য এশিয়ান গেমস আয়োজন করবে সৌদি আরব। অন্যদিকে, বিশ্বকাপের পর ২০২৩ এএফসি এশিয়ান কাপ ও ২০৩০ এশিয়ান গেমসও আয়োজন করবে কাতার।

সেদিন বিশ্বকাপের বিডিং হচ্ছিল জুরিখে ফিফার সদর দপ্তরে। কিন্তু কাতারজুড়ে যান উৎসব চলছিল। আমার মনে আছে, সেদিন দোহার সউখ ওয়াকিফ ও অ্যাস্পায়ার পার্কে জায়েন্ট স্ক্রিন লাগিয়ে বিডিংয়ের সম্প্রচার করা হচ্ছিল। প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছিলেন সেখানে। তৎকালীন ফিফা প্রেসিডেন্ট শেপ ব্লাটার বলেছিলেন, এর আগে আরব দেশে বিশ্বকাপ হয়নি। তাই কাতারের তা আয়োজন করা উচিত। অথচ এখন কাতার বিশ্বকাপের ঠিক আগে দেখছি, নিজের বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ উলটো দিকে ঘুরে ব্লাটারের উপলব্ধি, কাতারকে বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া নাকি ভুল ছিল।

বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পাওয়া কাতারের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। কাতারের পাশাপাশি আয়োজক হিসেবে দৌড়ে ছিল অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকা। বড় বড় এই দেশগুলিকে হারিয়ে আয়োজকের দায়িত্ব পেয়েছিল কাতার। ফলে বিডিংয়ের পরের বছরগুলি টালমাটালের হবে, তা আন্দাজ করাই গিয়েছিল।

আমার মতে, বিশ্বকাপের বিডিং অনেকটা ডেভিড বনাম গোলিয়াথের লড়াই ছিল। একদিকে পশ্চিম দুনিয়া, অন্যদিকে কাতার। প্রথমবার বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রশংসার বদলে খালি দুর্নাম জুটেছে কাতারের ভাগ্যে। পাশ্চাত্যের মিডিয়া ক্রমাগত আক্রমণ করে গিয়েছে আরব দেশটিকে।

পাশ্চাত্যের সঙ্গে দূরত্ব কমানোর সুযোগ হিসেবে বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য বিড করেছিল কাতার। তারা আরব লিগের অন্য সদস্যদেরও সাহায্য পেয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের গরমের কথা মাথায় রেখে ফিফা জুন-জুলাইয়ের বদলে নভেম্বর-ডিসেম্বরে বিশ্বকাপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিল। ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপ শুরুর পর থেকে এই প্রথম শীতকালে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। ২০ নভেম্বর আল খোরের আল বায়েত স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ কাতার ও ইকুয়েডরের মধ্যে। সেই ম্যাচের মাধ্যমেই লেখা হবে নতুন ইতিহাস। যদিও বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশ শীতকালে বিশ্বকাপ আয়োজনের বিরুদ্ধে ছিল। কারণ এতে সেদেশের লিগগুলির ক্ষতি। যদিও তাদের প্রতিবাদ ধোপে টেকেনি।

আমার মতে, এবারের বিশ্বকাপ সবচেয়ে 'কমপ্যাক্ট'। কেন? শুরুতে কাতার জানিয়েছিল মাত্র ৬০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে ১২টি স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতাটি হবে। যদিও বিড জেতার বছর দুয়ের পরে কাতার জানায়, ১২টি নয় ৮টি অত্যাধুনিক স্টেডিয়ামে খেলা হবে। এর মধ্যে সাতটি স্টেডিয়াম একেবারে নতুন। তাতে কাতার ও আরব সংস্কৃতির ছোঁয়া। সেইসঙ্গে সেদেশের অন্যতম পুরোনো স্টেডিয়াম খালিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামকেও নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়।

প্রতিটি বিশ্বকাপে আলাদা আলাদা শহরে খেলা হওয়ার কারণে প্রত্যেকটি টিমকে এক শহর থেকে আরেক শহরে যেতে হয়। আমেরিকা (১৯৯৪), ব্রাজিল (২০১৪) বা রাশিয়ার (২০১৮) তুলনায় কাতার অনেক ছোট দেশ। ফলে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে অনেক কম সময়ে পৌঁছে যাওয়া যায়। ২০১৪ বিশ্বকাপ কভার করতে গিয়ে আমি দেখেছি বড় দেশে এক শহর থেকে আরেক শহরে যাওয়া কতটা কষ্টকর। মস্কো থেকে দক্ষিণ রাশিয়ার সোচিতে যেতে বিমানে আমার সাড়ে তিন ঘণ্টা লেগেছিল। আবার মস্কো থেকে হাইস্পিড ট্রেনে সেন্ট পিটার্সবার্গ যেতে সময় লাগে প্রায় চার ঘণ্টা। কাতারে এই সমস্যায় কাউকেই পড়তে হবে না। সমর্থকরা দোহা মেট্রো বা শাটল করে খুব সহজেই এক স্টেডিয়াম থেকে আরেক স্টেডিয়ামে যাতায়াত করতে পারবেন।

এমনিতে ধনী হওয়া ও ধনী মানসিকতা থাকার মধ্যে বিরাট বড় পার্থক্য রয়েছে। বিশ্বকাপ আয়োজন করে কাতার নিজেদের ইচ্ছা জাহির করে দিয়েছে- জিসিসি (Co-operation Council for the Arab States of the Gulf) দেশগুলির মধ্যে নিজেকে সেরা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

বিশ্বকাপ ও এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করার আগে দেশে ফুটবল সংস্কৃতির বিকাশের জন্য বোরা মিলুটিনোভিচ ও জাভি হার্নান্ডেজের মতো তারকাদের নিজেদের দেশে নিয়ে এল কাতার। ধীরে ধীরে দুবাইয়ের মতো ছন্দ খুঁজে পেল দোহাও। বর্তমান আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির দৌলতে ধনী মানসিকতা তৈরি করতে পেরেছে কাতার।

দেশে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রাক্তন আমির শেখ হামাদ বিন খালিফা আল থানি। সেই স্বপ্ন এখন সত্যি হয়েছে। ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য যে স্টেডিয়ামগুলি তৈরি হয়েছে, তা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। লুসাইল, আল জানুব, আল থুমামা, আল বাইত, এডুকেশন সিটি, আহমেদ বিন আলি ও স্টেডিয়াম ৯৭৪- নতুন তৈরি হওয়া সবক'টি স্টেডিয়াম অনবদ্য। রেকর্ড টাইমে আবার সেগুলি তৈরি হয়েছে। গরমের কথা মাথায় রেখে স্টেডিয়ামগুলিতে রয়েছে অত্যাধুনিক কুলিং টেকনলজি, যা এককথায় অনন্য।

বহু বছরের প্রচেষ্টায় কাতার বর্তমান জায়গায় পৌঁছেছে। বিশ্বকাপ আয়োজন 'আইসিং অন দ্য কেক' বলা যেতে পারে। এই প্রতিযোগিতা নির্বিঘ্নে করতে পারলে বিশ্ব খেলাধুলোর মানচিত্রে নিজের জায়গা আরও পোক্ত করবে কাতার।

(লেখক কাতারের দোহায় রয়েছেন গত ১০ বছর)

ফুটবল বিশ্বকাপের মেগাস্টারদের নিয়ে তৈরি ফিফার বিশেষ কোলাজ।

রংদার রোববার
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৩ নভেম্বর ২০২২ সাত

এই তো ভবের ভাগের খেলা

পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ করা নিয়ে অনেকবারই বহু চর্চা উঠে আসে নেতাদের মুখে। কোনও ভোট এগিয়ে এলেই ভাগাভাগির গল্প প্রবলতর হয়। এখন যেমন উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করা নিয়ে নানা মত। নানা যুক্তি। নানা তর্ক। ভাগাভাগি কথাটা অতীতে খুব কম শোনা যেত সংসারে। এখন প্রবলভাবে উঠছে। রাজ্যভাগ থেকে সংসারভাগ, সমাজভাগ, মানুষভাগের মতো নানা প্রসঙ্গ এবারের প্রচ্ছদে।

ভাগের মায়ের ভাগ্যে শেষপর্যন্ত গঙ্গাপ্রাপ্তি

বিপুল দাস

মাস্টার হওয়ার শতেকখোয়ারি। বাজার করতে গেলে, চায়ের দোকানে, এমনকি বাড়িতেও লোক উজিয়ে আসে পরামর্শ নিতে। অমুকের ছেলে অঙ্কে কাঁচা, তমুকের মেয়ে ভালো করে বাংলা পড়তে পারে না, তার ছেলে একদম স্কুলে যেতে চায় না, ওর মেয়ের অঙ্কের টিচার হিসেবে রমেনবাবুকে রাজি করাও। আমার বুদ্ধিতে যতটুকু কুলোয়, সেই মোতাবেক আমি সদপরামর্শ দিয়ে থাকি। তবে কিছু আঁতাক্যালানে পাবলিক আছে, তাদের দু'কথা শোনাতেও ছাড়ি না। পিত্তি জ্বলে যায় তাদের কথা শুনলে। ক্লাস এইটের ছেলে বলেছে বাইক না পেলে এই জীবন রেখে আর লাভ নেই। সেই শুনে তার মাতৃদেবী আহারনিদ্রা ত্যাগ করেছে। কী করা যায়। ক্লাস ফোরের মেয়ের হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নেওয়ায় সে বলেছে বাড়ি থেকে পালিয়ে মুম্বই চলে যাবে। তারপর মডেলিং করে একদিন র‍্যাম্পে হেঁটে মা-বাবা তথা পৃথিবীকে দেখাবে সংগ্রাম কাকে বলে। এসব শুনে শুনে আমার হাড়ে দুব্বো গজিয়ে গেল।

গতকাল বিকেলে আয়েশ করে বসে টিভিতে খেলা দেখছিলাম। বেশ একটা রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনাময় পরিস্থিতি। আধ-শোয়া হয়ে খেলা দেখছিলাম, উত্তেজনায় উঠে বসেছি। এমন সময় কলিং বেলের শব্দে চূড়ান্ত বিরক্তি নিয়ে উঠে দরজা খুললাম। আমার ছোটবেলার বন্ধু মানস কুমার। 'কুমার' টাইটেল আমি প্রথম ওর নামেই শুনেছিলাম। স্কুলে সংক্ষেপে ওর নাম হয়েছিল 'মাকু'। মুশকিল হল ওর বাবার নাম ছিল মাধব কুমার, ভাইয়ের নাম মানব কুমার। বোনের নাম মালিনী কুমার। ওকে খোঁজার জন্য ওদের বাড়িতে গিয়ে 'মাকু' বলে ডাকলে পুরো পরিবার বেরিয়ে আসত। তো সেই বন্ধু মাকু অসময়ে এসেছে আমার সঙ্গে কথা বলতে। একবার ভাবলাম বলে দিই আমি বাড়ি নেই। তারপর ভেবে দেখলাম আমাকে তো চেনেই, বিশ্বাস করবে না। ব্যাজার মুখ যতটা সম্ভব হাসি-হাসি করে ভেতরে ডাকলাম।

আয়, ভেতরে আয়। কী ব্যাপার, আর্জেন্ট কিছু বলবি নাকি?

আর বলিস না, ছেলেটাকে নিয়ে বড় সমস্যায় পড়েছি। ভাবলাম, তোরা মাস্টার, ইয়ে মানে টিচার। জাতির ব্যাকবোন। তোর সঙ্গে একটু শলা করে আসি।

জাতির মেরুদণ্ড বিষয়ে ভাবলাম জাতির শরীরের অস্থিবিন্যাস বিষয়ে একটা লেকচার শোনাই। জাতির স্নায়ুতন্ত্র, পৌষ্টিক প্রণালী, বর্জ্য নিষ্কাশন পদ্ধতি, পেশিতন্ত্র, কলাতন্ত্র।

জানতাম, ওর হাই ব্লাডপ্রেশার, লো-সুগার। ধকল নিতে পারবে না। চেপে গেলাম। আড়চোখে একবার বিরাট কোহলির স্কোরটা দেখে নিয়ে কথা বাড়ালাম।

বল, কী হয়েছে।

আর বলিস না, ছেলেটাকে কিছুতেই জুত করতে পারছি না।

ছেলে? তোর না দুই মেয়ে ছিল, আবার বেলতলায় গেছিস?

মানে, মায়ের খুব ইচ্ছে ছিল নাতির মুখ দেখবে। বাবাও দিনরাত কথা শোনাত পিতৃপুরুষ নাকি চিরকাল জলকষ্ট পাবে। ওদিকে মনে হয় বোতলের জল চালু নেই। তাই, আর একটা চান্স নিয়েছিলাম। ঈশ্বর মুখ রেখেছেন।

রাগে আমার ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। ইচ্ছে করছিল একটা অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করি, কিন্তু তখনই বিরাট একটা ছয় মারায় মাকু বেঁচে গেল।

কী হয়েছে ছেলের? কোন ক্লাসে পড়ে?

স্কুলে এখনও দিইনি। বাড়িতেই প্রিপারেশন নিচ্ছে। ভালো স্কুলে ভর্তি করা মহা হুজ্জোতের ব্যাপার। মেয়েগুলো দিব্যি পাড়ার স্কুলে পড়াশোনা করছে। ছেলের বেলায় সবার বায়না বড়, নামী স্কুলে ভর্তি করতে হবে। এখন থেকেই নাকি ওর ভেতরে কিলার ইনস্টিংক্ট তৈরি করে দিতে হবে। নইলে ভবিষ্যতে পিছিয়ে পড়বে। আমি অত বুঝি না। কিলার ইনস্টিংক্ট মানে কী রে তপু?

মানে ভবিষ্যতে যাতে তোর ছেলে অন্যকে কনুই দিয়ে

এরপর আটের পাতায়

ভিতরের আর

কী কী রং

প্রচ্ছদের ছবি : অভি

গল্প

মানবেন্দ্র সাহা

প্রবীর ঘোষ রায়

কবিতা

আনন্দ ঘোষ হাজরা

সসীমকুমার বাড়ৈ

শংকর চক্রবর্তী

সুশীল মণ্ডল

অনৈতা রক্ষিত

প্রতিভা বর্মন

নিবন্ধ

মৈনাক ভট্টাচার্য

ট্রাভেল ব্লগ

অনুপ দত্ত

রাজ্যভাগের গল্পে প্রাধান্য পায় ক্ষমতার লড়াই

জয়ন্ত ঘোষাল

ভাগাভাগি কথাটার মধ্যেই যেন একটা দুঃখবোধ আছে। ভাগাভাগি মানেই যেন একটা নেতিবাচক শব্দ। ভাগাভাগি মানেই সম্পত্তির ভাগাভাগি, জমির ভাগাভাগি, উত্তরাধিকারের ভাগাভাগি ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার ইতিহাস বলে, যে ভাগাভাগি এক কঠিন, কঠোর সত্য। আমরা ভারতীয়রা দেশভাগের সাক্ষী। আমরা বাঙালিরা দু-দু'বার বাংলাভাগের সাক্ষী। তবে, সব ভাগাভাগিই কি নেতিবাচক? অনেক সময় একটা চূড়ান্ত সংকটের বা যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় আইনগত ভাগাভাগি।

পৃথিবীর ইতিহাস বলে দু'রকমের শক্তি ইতিহাসে কাজ করে – একটা হল ঐক্যের শক্তি, সেখানে বিভিন্ন রাজ্য, বিভিন্ন দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়। যেমনটা হয়েছিল বিসমার্কের ইতালিতে। এমনকি জার্মানির ইউনিফিকেশন একটা ঐতিহাসিক সত্য। আবার ভেঙে যাওয়ার ইতিহাসও তো কম নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। পূর্ব ইউরোপের বলকান রাজ্যগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। আর যে ইউক্রেনকে দখল করার জন্য প্রেসিডেন্ট পুতিনের লড়াই চলছে, সেই ইউক্রেনও কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নেরই অঙ্গ ছিল। তারপর হয়েছে বল্কানাইজেশন। বিশ্বযুদ্ধে স্তালিনকে, হিটলারকে পরাস্ত করে পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা অনেকগুলো দেশ রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া থেকে শুরু করে আলবেনিয়া – সে ছিল এক ভয়ংকর ঐক্য প্রচেষ্টা। কিন্তু ভাগাভাগি হয়েছে। বার্লিন ভেঙেছে। আবার বার্লিনের দুর্গ ভেঙে বার্লিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কোরিয়া দু'টুকরো। কিন্তু সেই কোরিয়ার মিলন ভাবাই যায় না।

আমাদের দেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ, বৃহত্তম গণতন্ত্র। এদেশেও কিন্তু আলাদা হওয়ার, ভাগাভাগি হওয়ার ইতিহাস সুপ্রাচীন। অশোক থেকে আকবর-মৌর্য বংশের সাম্রাজ্য যেমন বিস্তার হয়েছে, তেমনি মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারও দেখেছি আমরা ইতিহাসের পাতায়। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনও কিন্তু স্বাধীনতার আগেও ছিল, পরেও আছে। বিচ্ছিন্নতা একটা বোধ। তাই জোর করে স্টিমরোলার দিয়ে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে দেখা যায় যে, অনেক সাব-ন্যাশনাল মুভমেন্ট তৈরি হয়। আর তাই মিজোরামের মতো একটা ছোট রাজ্য, সেখানেও তারা চাকমাদের জন্য আলাদা স্বয়ংশাসিত একটা অঞ্চল চায়।

স্বাধীনতার পর অন্ধ্রপ্রদেশ আলাদা হয়েছে তামিলনাড়ু থেকে। রাজা গোপালাচারী চাননি। নেহরু প্রথম দিকে ভাগাভাগির পক্ষে ছিলেন না। কেননা তখন তো শুধু অন্ধ্র নয়, আন্দোলনটা ছিল তেলেঙ্গানাকে নিয়ে। তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশের অঙ্গ ছিল। তেলেঙ্গানা এমন চূড়ান্ত জায়গায় গেল যে, তেলেঙ্গানাকে আলাদা করতেই হবে – এরকম একটা অবস্থা এবং তেলেঙ্গানা আন্দোলন করে অনশনে বসলেন জননেতা। তিনি অনশনে মৃত্যুবরণ করেন। অনশনকারীর সরাসরি মৃত্যু ভারতের ইতিহাসে বিরল। নেহরুর মনে হল তখন যে, হায়দরাবাদকে আলাদা করা প্রয়োজন। তিন সদস্যের কমিটি ছিল। প্যাটেলও কিন্তু এই আলাদা করার পক্ষে ছিলেন না। রাজা গোপালাচারীর পক্ষেই ছিলেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত হল এবং অন্ধ্রপ্রদেশ আলাদা হয়ে গেল। সেই অন্ধ্রপ্রদেশ আবার ভাঙল। তেলেঙ্গানা পৃথক রাজ্য হল এবং সেই ভাঙাটার বৃত্ত সম্পূর্ণ হল সোনিয়া গান্ধির নেতৃত্বে। মনমোহন সিংহের ক্যাবিনেট সেই সিদ্ধান্ত নিল। এখন এ রাজ্যগুলোকে ছোট ছোট রাজ্য করে দিলে আমাদের মতো বড় দেশে কেন্দ্রীভূত শাসন হয় না, বিকেন্দ্রীকরণ হয়, এটা একটা মোক্ষম যুক্তি। মতাদর্শগতভাবে বিজেপি কিন্তু এই নীতিকে অনেকটা অনুসরণ করে।

অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় তিনটে রাজ্য আলাদা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ ভেঙে গিয়ে উত্তরাখণ্ড,

এরপর আটের পাতায়

বেড়া ভাঙে, দুটির বদলে জেগে ওঠে তকতকে একটিই উঠোন

অংশুমান কর

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ছোটগল্পের নাম বেড়া। সম্পত্তি ভাগাভাগি এই গল্পের কেন্দ্রে। দুই ভাই গোবর্ধন আর জনার্দনের বাড়ি দুটির মধ্যে এই গল্পে তাদের পিতার মৃত্যুর পরে উঠে যায় বেড়া। এক ভাইয়ের পরিবার আর এক ভাইয়ের পরিবারের মুখ দেখে না। কথাবার্তা তো দূর অস্ত। সম্পর্ক এমনই তলানিতে পৌঁছায় যে, পুকুরের ঘাট, বাগানের ফল, গাছের মরা ডাল নিয়েও চুলোচুলি বেঁধে যায়। পাশাপাশি থেকেও কাছাকাছি আসতে পারে না দুই ভাই আর তাদের স্ত্রী, সন্তানেরা।

তাত্ত্বিকরা বলেন যে, রাষ্ট্রের সবচেয়ে ছোট 'ইউনিট' হল পরিবারের। তাই পরিবারের এই ভাগাভাগির ছায়া তো সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পড়েই। এক দেশ ভাগ হয়ে হয় দুই। কখনও বা তিন বা আরও বেশি টুকরো। আমাদের এই উপমহাদেশ তো এই ভাগাভাগির সাক্ষী। এক দেশ প্রথমে ভেঙে হল দুই। পরে তিন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরেও তো কতগুলো নতুন দেশ জায়গা করে নিল পৃথিবীর মানচিত্রে! গোবর্ধন আর জনার্দনের পরিবারের মতো এই দেশগুলিও সহযোগের পরিবর্তে হামেশাই একে অন্যের প্রতি বৈরিতা লালন করে। সম্পর্ক হয়ে যায় তেতো। খেলার মাঠ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই চলে তীব্র।

দেশ ভেঙে দুই বা তিন টুকরো হয়ে গেলে তো এক কথা। কিন্তু যদি দেশের মধ্যেই জন্ম নিতে চায় ছোট ছোট স্বাধীন দেশ? তখন তো আমরা তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে দেগে দিই। মনে আছে একবার মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম একটি কাজে। মণিপুরের একটি ছেলে আমাকে তার এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল এই বলে, হি ইজ ফ্রম ইন্ডিয়া। আমি চমকে উঠেছিলাম! বলে কী! ফ্রম ইন্ডিয়া? তার মানে ও কি ধরেই নিয়েছে যে, মণিপুর ভারতের অংশ নয়? উত্তর-পূর্বের এই ক্ষোভ আছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্তর্গত হয়নি। পরে আমাদের দেশের অংশ হওয়া স্থানগুলির বাসিন্দাদের অনেকেরই অভিমান আছে সমতলের বাসিন্দাদের ওপরে। কিছু কিছু অংশের অভিমান সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের অভিমান হয়ে গেছে কখন। বঞ্চনা এই অভিমানের একটি কারণ বৈকি!

উত্তর-পূর্ব ভারতের মতোই আমাদের রাজ্যের উত্তর অংশটিও নানা দিক থেকে বঞ্চিত থেকেছে দীর্ঘদিন। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষজন বসবাস করেন এই অংশে। তাঁদের সকলেও সবসময় সমান যত্ন পাননি কী কেন্দ্র কী রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। মাঝে মাঝেই তাই আওয়াজ ওঠে, উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করতে হবে। উলটোদিকেও আওয়াজ শোনা যায়, বাংলা ভাগ করতে দেব না!

এই দুই আওয়াজের মাঝে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় যে, কেবল বঞ্চনার ওপর ভিত্তি করে যদি আমাদের ভাগ করতে হয় দেশ বা রাজ্য তাহলে তা ঠিক হবে কী? বা জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ের ভিত্তিতে? ধর্মের নামে দেশভাগের বিষ আমরা আজও পান করে চলেছি। এই উপমহাদেশ যেন নীলকণ্ঠ। তবু আমরা ভাগাভাগি চাই কেন? মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, আর কত ছোট হব ঈশ্বর? 'আমরা ওদের থেকে আলাদা' কেবল এই দাবিটুকু নিয়ে যদি পৃথগন্ন হতে চাই, তাহলে কোথায় থামব আমরা? দেশ ভেঙে হবে নতুন দেশ, রাজ্য ভেঙে নতুন রাজ্য, জেলা ভেঙে নতুন জেলা, গ্রাম ভেঙে নতুন গ্রাম, পাড়া ভেঙে নতুন পাড়া, পরিবার ভেঙে নতুন পরিবার! কিন্তু তারপর? একজন মানুষের ভেতরেও তো থাকে দুজন বা তিনজন মানুষ। আমরা কি জানি আমার ঘরে বসত করে কয়জনা? নিজেকে কীভাবে, কত টুকরো করে ভাঙব আমরা? আসলে ভাগাভাগির খেলাটায় শেষমেশ লাভ হয় রাজনৈতিক দলগুলির। সাধারণ মানুষের লাভ যতটুকু হয়, আমার মনে হয় ক্ষতি হয় তার থেকে বেশি। ধেড়ে খোকারা তাই ভারত ভেঙে ভাগ করেন।

তবে এর উলটো গল্পও কিন্তু আছে। একসময় ভাগ হয়ে গিয়েছিল জার্মানি। উঠে গিয়েছিল দেওয়াল। তারপর আবার এক হল পূর্ব আর পশ্চিম। ভেঙে দেওয়া হল দেওয়াল। অবশ্য এই বিভাজন আর সংযোগের স্মৃতি হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছে বার্লিনের দেওয়ালের ছোট্ট একটি অংশ। পর্যটকরা যান ওই ভাঙা দেওয়াল দেখতে। কুড়িয়ে আনেন দেওয়ালের পাথর। আমিও এনেছিলাম। পাথর কুড়োতে কুড়োতে মনে পড়ছিল ব্রত চক্রবর্তীর বিখ্যাত মিলিদি কবিতাটির কথা। যে কবিতায় ডিভোর্সি মিলিদিকে দেখে ব্রতর মনে হয়েছিল যে, অতীতের ক্ষত ভুলে ভেঙে যাওয়া

এরপর আটের পাতায়

দেশ ভেঙে হবে নতুন দেশ, রাজ্য ভেঙে নতুন রাজ্য, জেলা ভেঙে নতুন জেলা, গ্রাম ভেঙে নতুন গ্রাম, পাড়া ভেঙে নতুন পাড়া, পরিবার ভেঙে নতুন পরিবার! কিন্তু তারপর?

বিস্মরণ

প্রবীর ঘোষ রায়

আঁকা : সমীপেন্দু দত্ত

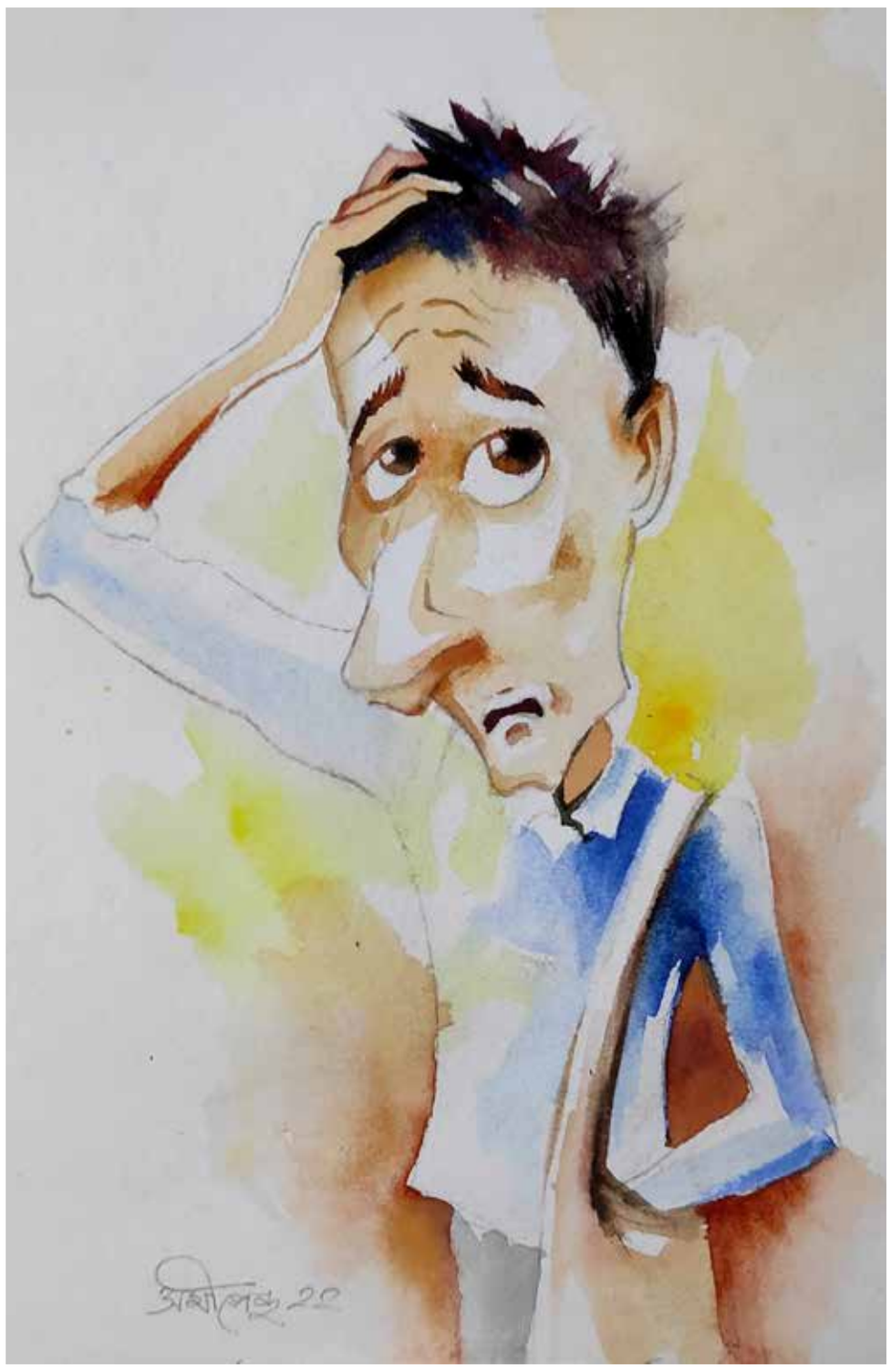

ছোটগল্প

বাজার থেকে ফেরার সময় বিজয় তাঁর বাড়ির গলিটা ভুলে গেলেন। তিনি থাকেন বাবুপাড়া ও মহানন্দাপাড়ার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। যাবার সময় বিজয় হেঁটেই যান। কিন্তু ফেরার সময় থলে ভরা থাকে বলে অটো ধরতে হয়। বড় রাস্তা থেকে গলি ধরে হেঁটে আর দু'মিনিট মাত্র তাঁর ফ্ল্যাট। তাঁদের লিফট নেই। কিন্তু তাঁর ফ্ল্যাট দোতলায় বলে অসুবিধে হয় না।

এ পাড়ায় তিনি আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আছেন। রাস্তায় বেরোলেই সব চেনা মুখ। সকলের সঙ্গে অন্তত এক-আধটা কথা বলতেই হয়। দোকানদাররাও সব চেনা। যদিও ডিম কেনেন যার কাছ থেকে তার নাম যে শিবু দু'দিন আগে তার দোকানে গিয়ে মনেই করতে পারলেন না। এতদিনের পরিচিত একটা মানুষকে তোমার নাম যেন কী ভাই? বললেই সে সন্দেহের চোখে তাকাবে। মনে মনে বলবে, কী ব্যাপার, স্যর কি আজ কিছু খেয়েটেয়ে এলেন নাকি। এ গুণ তো স্যরের ছিল না।

মহা বিড়ম্বনা। তিনি নাম না ধরেই বললেন, ইয়ে, ওই এক ডজনই দিও। শীত তো পড়েছে খানিকটা, এবার হাঁসের ডিম রাখা শুরু করো। টিফিনে চলে, কিন্তু ভাতের সঙ্গে কারি খেতে হলে হাঁসের ডিম না হলে জমে না। লোকটা ঠান্ডা পড়লে হাঁসের ডিম রাখে। অন্য সময় রাখে না-বড্ড খারাপ, পচা বেরোয় বলে-এ তথ্যটিও তাঁর মনে আছে। কিন্তু সব কেনাকাটা শেষে বেরিয়ে এলেন, লোকটার নাম মনেই পড়ল না। পরে সন্ধ্যার সময় সুপর্ণা বাড়ির সব ঠাকুরের ছবির সামনে ধূপ নেড়ে নেড়ে 'জয় মা কালী', 'জয় মা লক্ষ্মী' বলতে বলতে শিবঠাকুরের সামনে এসে একটু জোরেই বললেন 'জয় বাবা ভোলানাথ', 'জয় বাবা শিব', তক্ষুণি মনে পড়ে গেল ডিমওয়ালা হল শিবু, যার কাছ থেকে তিনি প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ডিম কিনে আনেন। কোনও ডিম খারাপ বেরোলে রিপোর্ট করলেই হল। শিবু নতুন ডিম দিয়ে দেবে। স্যরকে তার খুব বিশ্বাস। এইভাবে মানুষটার নাম ভুলে গেলেন! বিজয়ের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।

সে তাও ম্যানেজ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারছেন যে তাঁর পাড়ার স্টপেজটা পেরিয়ে এসেছেন কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছেন না তাঁকে কোথায় নামতে হত। টোটোয় ওঠার সময় চালককে বলেননি তিনি কোথায় নামবেন? কে জানে? তাও তো মনে পড়ছে না! শেষপর্যন্ত শেষ স্টপেজ চলে এল। সেখানে নেমে ভাড়া দিয়েই মনে পড়ে গেল তার বাসা কোথায়। আর ফিরতি অটোর লাইনে দাঁড়ালেন না। রাস্তা পেরিয়ে একটা রিকশায় উঠে বললেন, চলো। রিকশাওয়ালা তাকে অবাক করে দিয়ে বলল, জানি তো স্যর। সানি অ্যাপার্টমেন্ট। মানে লোকটা তাকে চেনে। কিন্তু তিনি আদৌ চিনতে পারলেন না। আর ভাবা যাচ্ছে না। আজকের এই ঘটনা সুপর্ণাকে কোনওভাবেই বলা যাবে না। বেচারি এমনিতেই নিজের মাকে নিয়ে বিব্রত। বিজয়ের শাশুড়ি অ্যালজাইমারের রোগী। তাঁর মনে হচ্ছে তিনি নিজেও সেই পথেই চলেছেন।

সুপ্রভা রায়চৌধুরী মানে বিজয়ের শাশুড়ি সেকালের আইএ পাশ। এখনও রেগে গেলে ইংরেজিতে বকাবকি করেন। শ্বশুর ছিলেন নামকরা ডাক্তার। চার কাঠা জমির ওপর দোতলা বাড়ি। সে বাড়িতে এখন সুপ্রভা একা। দিনের, রাতের দুজন আয়া আর একজন সর্বক্ষণের পরিচারিকা, এরাই তাঁর দেখাশোনা করে।

বিজয় আর সুপর্ণা রোজ রাস্তায় দু'চক্কর কেটে তারপর মায়ের ওখানে যান। মায়ের স্মৃতিভ্রংশের বাড়াবাড়ির পর থেকে গত এক বছর এটা তাঁদের প্রাত্যহিক রুটিনের মধ্যে পড়ে। সান্ধ্যভ্রমণের মাধ্যমে খানিকটা নিজেদের শরীরচর্চাও হয়। প্রতিদিনই সুষমা মানে মায়ের আয়া বলে, ও দিদা, দ্যাখো কারা এসেছে! সুপ্রভা মেয়েকে দেখে হয়তো বলেন, এটা তো গুড়িয়া। তুই বিয়া করলি কবে? গুড়িয়া হল তাঁর বড় মেয়ের মেয়ে। বেঙ্গালুরুতে চাকরি করে। আবার কোনওদিন ঠিকঠাক চিনতে পারেন। বলেন, বুঁচি আয়। কতদিন পরে এলি। বুঁচি ঠিক, কিন্তু 'কতদিন পরে'টা ঠিক নয়। কিন্তু এখন আর কেউ শুধরে দিতেও যান না। লাভ নেই। আর বিজয়কে দেখে মাঝে মাঝেই বলবেন, সুপ্রকাশ এলি? আয়। বোস। সুপ্রকাশ তাঁর বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া ছোট ভাই। এক ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানিতে কাজ করতেন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে লিভারপুল থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। সেই মানুষটির সঙ্গে বিজয়ের কি কোনও মিল আছে? কে জানে! সুপর্ণা তার এই মামাকে কখনও দেখেননি। দেখলেও মনে রাখা অসম্ভব। কারণ পঞ্চাশ বছর আগে তার বয়স ছিল তিন বৎসর। কোনও ফোটোও নেই সেই হারিয়ে যাওয়া মামার।

আজ অবশ্য চিনতে পারলেন বিজয়কে। জিজ্ঞেস করলেন, কলেজ থেকে কখন ফিরলে? বিজয় যে অবসর নিয়েছেন তা আর মনে রাখতে পারেন না। বিজয় দায়সারাভাবে বললেন, এই তো! আপনার শরীর কেমন? তার কোনও উত্তর নেই।

বিজয় কলেজে বটানি পড়াতেন। ষাট বছরে অবসর নেবার কথা। সেইমতো তৈরি হচ্ছিলেন। হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী বললেন, কলেজ-টিচাররা বাষট্টি পর্যন্ত চাকরি করবেন। বিজয়ের বাষট্টি হয় হয়, মুখ্যমন্ত্রী ফের ঘোষণা দিলেন, 'পঁয়ষট্টি'। বিজয় ভাবলেন, অনেক হয়েছে। আর নয়। তিনি প্রিন্সিপালকে চিঠি দিলেন, ব্যক্তিগত কারণে স্বেচ্ছাবসর চাই। প্রিন্সিপাল বললেন, দেখুন, জিবি মানলে তবে তো? জিবি প্রেসিডেন্টকে ধরে রাজি করালেন। তিনি বললেন, দেখুন, বিকাশ ভবন কী বলে? ডিপিআই-কে ধরলে তিনি বললেন, ফাইল মন্ত্রী পর্যন্ত যাবে। তিনি সই করলে হবে।

বিকাশের কাছে মন্ত্রী আর ভগবানের অবস্থান প্রায় সমদূরত্বের। তিনি ভগবানের নামই জপতে লাগলেন। মন্ত্রীরূপী ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। বিজয় এখন দিব্যি আছেন। একমাত্র ছেলে বিদেশে। বিজয় আর সুপর্ণা ভালোবেসে, ঝগড়া করে, সিনেমা-থিয়েটার দেখে, গল্পের বই পড়ে, আড্ডা দিয়ে বেশ আছেন। মানুষের জীবনে অবসর বলেও তো কিছু থাকবে নাকি! তাছাড়া তিনি যে জায়গাটা ছেড়ে এলেন সেখানে একটা নতুন ছেলে বা মেয়ে চাকরি পাবে। তিনি যা পেনশন পাবেন, তাঁদের দুজনের পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই, এই সমস্যা। সমস্যার কথা বিজয় নিজে ছাড়া কেউ এখনও টের পায়নি। সুপর্ণাও না। কিন্তু শিগগির পেয়ে যাবে বলেই তাঁর আশঙ্কা। এখন গুগল-জেঠুর কল্যাণে কেউ চেষ্টা করলেই যে কোনও বিষয়ে অর্ধশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। যদিও অর্ধশিক্ষা ভয়ংকর হতে পারে, বিশেষত মেডিকেল বিষয়ে। তবু বিজয় অন্তর্জাল ঘেঁটে যা দেখেছেন তাতে অ্যালজাইমারের প্রাথমিক লক্ষণ হল ভুলে যাওয়া। তাই যদিও তিনি মানসিকভাবে অবসন্ন নন, খাবারের প্রতি অনীহার তো ব্যাপারই নেই বরং সুপর্ণার মতে তাঁর নোলা আরও সকসকে হয়েছে; বিজয় কোনও বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন না, তাকে ধোনির মতো মিস্টার কুল বলা যায়, বরং সুপর্ণাই হাজার দুশ্চিন্তায় ভোগেন, মায়ের কী হবে, ছেলে ঋক শিকাগোয় কী করছে, কী পরছে, কী খাচ্ছে, কাল সকালে ভোলার মা কাজে আসবে তো এবং ইত্যাদি। বিজয়ের পূর্বপুরুষ, জ্ঞাতি-গুষ্টিতে কেউ ডিমেনশিয়ায় ভুগেছেন বলে শোনা যায়নি। অবশ্য সুপর্ণাও তাঁর মায়ের আগে তাঁদের রক্তসম্বন্ধের কারও এই রোগ ছিল বলে জানেন না। তবুও তাঁর মনে হচ্ছে রোগটা তাঁকে ধরবেই।

বিজয় খুব কৌতূহল নিয়ে শাশুড়ির 'ঘেঁটে যাওয়া' ভাবটা খেয়াল করেন। নিজের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবেন তাঁর এই স্টেজ যদি আসে তো তা কতদিনে? অদ্ভুত অসুখ। এক ঘণ্টা আগে কী খেয়েছেন মনে করতে পারছেন না, অথচ ক্লাস ফাইভে মুখস্থ করা রবি ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' কবিতা শুরু থেকে শেষ বলে যাচ্ছেন। মায়ের ক্ষেত্রে অবস্থার অবনতি খুব দ্রুত হচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারিতেও বিজয়দের বাসায় সরস্বতীপুজোয় এসে রাজ্যের মন্ত্র আওড়ে গিয়েছেন। তাঁর নিজের ছোটবেলার সরস্বতীপুজোর গল্প করেছেন। পুজোর আগে লুকিয়ে কুল খেয়ে নিতেন, তাই নাকি তার পরীক্ষার রেজাল্ট তত ভালো হত না বলে মজা করেছেন আর এই ডিসেম্বরের শুরুতে এমন অবস্থা। ব্রেন নাকি শুকিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

সুপর্ণা বলেছিলেন, মা কখনো-সখনো কোথাও যত্ন করে কিছু একটা রেখে পরে ভুলে যেতেন। বাবা বেঁচে থাকতে একবার তাঁর নিত্যপাঠ্য গীতা খুঁজে পাচ্ছেন না। মা বললেন, 'আমি যেন কোনখানে গুছায় রাখলাম, কিন্তু মনে পড়তেছে না।' শেষতক সেই শ্রীমদ্ভাগবতগীতাকে নাকি মায়ের আলমারির লকার থেকে উদ্ধার করা হয়। নেট ঘেঁটে বিজয় দেখেছেন কোনও জিনিস গুছিয়ে রেখে পরে ভুলে যাওয়া এই রোগের এক সামান্য লক্ষণ। বিজয় তাঁর এতাবৎ প্রকাশিত সব পেপার জড়ো করে একটা ফোল্ডার বানিয়েছেন। ব্যাকআপ রাখবেন ভেবে একটা পেনড্রাইভ কিনে আনলেন সেদিন শমীকের দোকান থেকে, তারপর কোথায় যে রাখলেন সেটা, আর খুঁজে পাচ্ছেন না। সুপর্ণাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, উত্তরে শুনলেন, তোমার জিনিসপত্র কোনটা কোথায় রাখো আমাকে বলো কখনও? আর ঘাঁটাননি বিজয়। পাওয়া যাবে-ছোট্ট জিনিস তো, কোথাও ঢুকে আছে, যাবে কোথায়?-এই ভেবে সান্ত্বনা খোঁজেন। মনের মধ্যে তবু খচখচ করে।

আজ নিজের বাসার ঠিকানা ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে আছেন বিজয়। সন্ধ্যায় শাশুড়ির বাড়ি থেকে ফেরার পর অস্বস্তি আরও বেড়েছে। সুপ্রভা আজ কোনও কারণে খুব বিরক্ত ছিলেন। সোজা বলে দিলেন বিজয় বা সুপর্ণা কাউকেই তিনি চেনেন না। জীবনে দেখেননি। বাকি সবাই হাসছিল। কিন্তু বিজয় খুব ক্লান্ত আর বিষণ্ণ বোধ করছিলেন। যদি এমন হয় তিনি বেঁচে আছেন কিন্তু সুপর্ণা বা ঋক কাউকে চিনতে পারছেন না, তবে সেই বাঁচাটা কেমন হবে?

এখন রাত দুটো। সুপর্ণা পাশে ঘুমিয়ে আছেন। কিন্তু বিজয় ঘুমোতে পারছেন না। খানিক ইতস্তত করে তিনি সুপর্ণাকে ডাকলেন, শুনছ? ঘুম ভেঙে চমকে গেলেন সুপর্ণা। রাতের হালকা নীল আলোয় বিজয়কে কেমন অন্যরকম লাগছে। তিনি সুপর্ণার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। কী হল তোমার? শরীর খারাপ লাগছে? সুপর্ণা উদ্বেগে উঠে বসে বলেন। বিজয় তাকে আশ্বস্ত করেন, না তাঁর কিছু হয়নি। তবে? বিজয় খুব নীচু গলায় বলেন, 'আচ্ছা সু, ধরো যদি আমারও মায়ের মতো অসুখ করে, যদি বেঁচে থেকেও তোমাকে চিনতে না পারি?'

সুপর্ণা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। তারপর স্বামীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, বোলো না, অমন বোলো না।

সুপর্ণাকে আঁকড়ে ধরেন বিজয়। হঠাৎ মনে পড়ে পেনড্রাইভটা পড়ার ঘরের টেবিলের ড্রয়ারে একটা পুরোনো চশমার খাপে রেখেছিলেন। আশা করা যায় আর ভুলবেন না।

অদ্ভুত অসুখ। এক ঘণ্টা আগে কী খেয়েছেন মনে করতে পারছেন না, অথচ ক্লাস ফাইভে মুখস্থ করা রবি ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' কবিতা শুরু থেকে শেষ বলে যাচ্ছেন। মায়ের ক্ষেত্রে অবস্থার অবনতি খুব দ্রুত হচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারিতেও বিজয়দের বাসায় সরস্বতীপুজোয় এসে রাজ্যের মন্ত্র আওড়ে গিয়েছেন। তাঁর নিজের ছোটবেলার সরস্বতীপুজোর গল্প করেছেন। পুজোর আগে লুকিয়ে কুল খেয়ে নিতেন, তাই নাকি তার পরীক্ষার রেজাল্ট তত ভালো হত না বলে মজা করেছেন আর এই ডিসেম্বরের শুরুতে এমন অবস্থা। ব্রেন নাকি শুকিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

ভাগাভাগির গল্পে প্রাধান্য পায় ক্ষমতার লড়াই

সাতের পাতার পর

মধ্যপ্রদেশ থেকে ছত্তিশগড় আলাদা হল এবং বিহার থেকে আলাদা হয়ে গেল ঝাড়খণ্ড। তাতে এটাই ধারণা করা হয়েছিল যে, উত্তরপ্রদেশ এমন একটা বড় রাজ্য, যেটা শাসন করা কার্যত অসম্ভব হয়ে যায়। কোথায় পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ আর কোথায় পূর্ব উত্তরপ্রদেশ। কিন্তু দেখা গেল যে, আলাদা হওয়ার পরেও কিন্তু এই আলাদা হওয়ার প্রবণতাটা থামে না। ক্রমশ অ্যামিবা যেমনভাবে টুকরো টুকরো হতে হতে তার প্রজনন হয়, সেভাবে 'আরও ভাঙো, আরও ভাঙো' - এই দাবি উঠতে থাকে। এখন তো বৃন্দাবন, মথুরা এলাকাকে নিয়ে ব্রজভূমি করে আলাদা স্বায়ত্তশাসন করার দাবি আছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে একটা তালিকা রয়েছে, যাতে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কী কী হতে পারে, সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন মেমোরেন্ডাম বা দাবিদাওয়া রয়েছে। এই তালিকাটি গোপন তালিকা নয়। এটা গুগল সার্চ করলেই যে কেউ খুঁজে পেতে পারেন। সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এখনও মধ্যপ্রদেশ থেকে আরও আলাদা আলাদা করে বুন্দেলখণ্ড কিংবা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট ছোট রাজ্যকে ভাঙার দাবি আছে। যেমন আছে দার্জিলিংয়ের গোর্খাল্যান্ড, যেমন আছে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের আলাদা হয়ে যাওয়ার দাবি। যেমন আছে জঙ্গলমহলকে পৃথক স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার দাবি ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনটা বাস্তবসম্মত আর কোনটা বাস্তবসম্মত নয়, সেটার অনেক আইনগত জটিলতার দিক আছে। তাই এখন যখন অনন্ত রায় নিশীথ অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন, আবার মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয় এবং গ্রেটার কোচবিহারের দাবি আবার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয়, তখনই প্রশ্ন ওঠে যে, আবার কি তাহলে পশ্চিমবঙ্গ ভাঙতে চলেছে? ভাঙা কি সম্ভব? ইত্যাদি।

আইনগতভাবে কোনও রাজ্যে পৃথক রাজ্য করতে গেলে কিন্তু রাজ্যের সম্মতি নিতে হয়। বিধানসভায় সেটাকে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনে পাশ করাতে হয়। যখন সুভাষ ঘিসিংয়ের সঙ্গেও জ্যোতিবাবু চুক্তি করেছিলেন, তখনও কিন্তু সেই চুক্তিটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল। যেখানে ভুটা সিংও ছিলেন, জ্যোতিবাবু ছিলেন এবং ছিলেন সুভাষ ঘিসিং। সুতরাং, কেন্দ্র এবং রাজ্য দুজনকেই প্রয়োজন হয়, যখন এই আলাদা রাজ্য করার দাবিটা বাস্তবায়িত করতে হয়। যদি ৩৫৬ ধারা জারি করা হয়, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়, তখন অবশ্য কেন্দ্র রাজ্যপালের মাধ্যমে এটা বাস্তবায়িত করতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই সম্ভাবনা কি আছে?

আসলে আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মূলে একটা বড় কারণ। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট জনপদের কিছু অংশে বসবাসকারী কিছু মানুষ যদি আর্থিক সমবৃদ্ধির অধিকারী হয় এবং তারই পাশাপাশি গড়ে ওঠে একটা 'হ্যাভ-নট' সমাজ, যাদের কোনও বিশেষ জাতিগত পরিচয়সত্তা অথবা ভৌগোলিক সার্বভৌমত্বের প্রত্যাশা থাকে, যাতে সেই গোষ্ঠী সমুদয় স্বাধীনভাবে নিজেদের শাসন করতে পারে। এই ধারণা থেকেও কিন্তু আলাদা হওয়ার প্রবণতা কাজ করে। কখনও সেটা পৃথক রাষ্ট্রের দাবি বা কখনও ভিন্ন রাজ্যের বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি তুলে আন্দোলন চলতে থাকে। যখন পৃথক বিদর্ভ রাজ্যের দাবি ওঠে এবং মহারাষ্ট্র তোলপাড় হয়, তখন মাওবাদী শক্তি এই বিদর্ভ আন্দোলনে ঢুকে পড়ে আলাদা রাজ্যের দাবিতে সোচ্চার হয়।

শুধু সমাজের এই 'ফল্ট-লাইন' এ সক্রিয় হয়ে, মানুষকে শ্রেণি সচেতন করে আবার বৃহত্তর মাওবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে। সেটা কিন্তু এক ধরনের কৌশলগত অবস্থান অর্থাৎ যেখানে যেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদ আছে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আছে, সেখানেই কাজ করা। সুতরাং, নানা রকমের শক্তি বিচ্ছিন্নতাবাদের সঙ্গে কাজ করে। আবার অতি প্রগতি বা অতি বিকাশের ফলেও কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদ জন্ম নিতে পারে। যেমনটা হয়েছিল পঞ্জাবের খালিস্তানি আন্দোলনের সময়। তখন যেভাবে পঞ্জাবে সবুজ বিপ্লব চলছিল, সঙ্গে তাল মিলিয়ে অতি উৎপাদন ও দ্রুততর পুঁজিবাদের বিকাশ, সেটাও কিন্তু একটা সমস্যা তৈরি করেছিল, অন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে হঠাৎ অসমতা তৈরি হওয়ায়। তার ফলে অখণ্ড ভারতের সার্বিক বিকাশ ও উন্নতির মধ্যে যে অসাম্য এসে পড়ে, সেটাও কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঠেলে দেয়।

> কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে একটা তালিকা রয়েছে, যাতে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কী কী হতে পারে, সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন মেমোরেন্ডাম বা দাবিদাওয়া রয়েছে। এই তালিকাটি গোপন তালিকা নয়। এটা গুগল সার্চ করলেই যে কেউ খুঁজে পেতে পারেন।

যেভাবে পূর্বাঞ্চলে বা পশ্চিমাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতা আছে, সেটা কিন্তু আবার উত্তর ভারতে দেখা যায় না। বিভিন্ন কারণে এত বড় দেশে ভাগাভাগির এই রাজনীতি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গেও কোনও সন্দেহ নেই দীর্ঘদিনের অবহেলার শিকার হয়েছে মানুষ। তার মধ্যে কামতাপুরি ও রাজবংশী ভাষার মধ্যে কতটা পৃথকতা আছে, সেই নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়। সেখানে 'গ্রেটার কোচবিহার' আন্দোলন যেমন হতে পারে, আবার পৃথক 'গোর্খাল্যান্ড' আন্দোলনও হতে পারে। কিন্তু এর ফলে যদি শিলিগুড়ি 'করিডর'টি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে নিরাপত্তাজনিত কারণে ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে পারে - সব মিলিয়ে একটা সমস্যা থেকেই যায়।

আসলে রাষ্ট্র যেমন আছে, তার সরকার যেমন আছে, সেই সরকারের সঙ্গে থাকে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানও কিন্তু শীর্ষ থেকে তৃণমূল বা পঞ্চায়েত স্তর অবধি চলে। আর তার সঙ্গে থাকে একটা নাগরিক সমাজ বা 'সিভিল সোসাইটি'। রাষ্ট্র, সরকার বা শাসকদল যদি সর্বগ্রাসী হয় তাহলে গণতন্ত্রে সেটা একটা অশুভ দিক। যদি মানুষের কণ্ঠস্বরের পরিসর দমিত হয়, লাঞ্ছিত হয়, তখনই বিদ্রোহ দানা বাঁধে নানা রূপে, নানা রংয়ে আর আলাদা হওয়ার একটা প্রবণতা বাড়ে। কিন্তু আলাদা হয়েও মানুষ বিচ্ছিন্নই থেকে যায় অনেক সময়। তার কারণ ক্রমশ বোঝা যাচ্ছে।

এই আলাদা হওয়ার পেছনে যতটা না মানুষের প্রয়োজন তার থেকে বেশি প্রয়োজন হয় ক্ষমতা দখলের জন্য। অর্থাৎ টুকরো করলে দুটো রাজা, দুটো আলাদা সার্বভৌমত্ব, পৃথক শাসন। ইতিহাসে এই বিচ্ছিন্নতার শিকড় খুঁজে পাওয়া যায়, সেই '৪৭-এ দেশভাগে, যেখানে দেশ দু'টুকরো হওয়ার দরুন দুজন রাষ্ট্রনায়ক ক্ষমতায় আসীন হন। তাই শেষ পর্যন্ত এটা ক্ষমতার রাজনীতিতে পর্যবসিত হয়, সেখানে মানুষের ভূমিকা কতটা, সেই প্রশ্নটা থেকেই যায়।

সম্প্রতি এক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর লেখা পড়ছিলাম। তিনি লিখেছেন, আদৌ মানুষ নামের জীবটি কি কোনও অস্তিত্ব রাখে, নাকি সবটাই ক্ষমতার দাপাদাপি, যেখানে বারবার জানান দেয় রাজনৈতিক নেতারা যে তাঁরা আছেন। কিন্তু মানুষ? তাঁরা কি আছেন?

ভাগের মায়ের গঙ্গাপ্রাপ্তি

সাতের পাতার পর

গুঁতিয়ে, জুতোপরা পা দিয়ে অন্যের পা মাড়িয়ে, যে ভাবেই হোক সবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, সেই প্রবৃত্তি। যাঃ, এই বলটা খেলার কোনও মানে হয়। অতটা ওয়াইড বল খোঁচা মারার কী দরকার?

বুঝলি না, কম্পিটিশনের বাজার, একটু স্বার্থপর না হলে টিকতেই পারবে না।

তো ছেলেকে নিয়ে কীসের সমস্যা তোর? এইটুকু বাচ্চাকে বেশি প্রেশার দিস না। অনেক সময় উলটো ফল হয়।

সমস্যা হচ্ছে কী জানিস? অঙ্ক শেখাতে গিয়ে আমি আর ওর মা দুজনই ফেল করে গিয়েছি। এমনিতে মাল্টিপ্লিকেশনের টেবিলফেবিল মুখস্থ। যোগ আর গুণ ভালো পারে, কিন্তু বিয়োগ আর ভাগ কিছুতেই পারে না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। ওকে কী করে বোঝাই, ছেলেবেলার ছড়া না শুনিয়ে, লালকমল-নীলকমলের গল্প না বলে, একটু বড় হলে চাঁদের পাহাড় পড়তে না দিলে কোথা থেকে শিখবে জীবনের প্রকৃত অঙ্ক। অঙ্কের ভেতরেও একটা অসীম কল্পনা লুকিয়ে থাকে। উত্তরটা লুকোচুরি খেলে। তাকে খুঁজে পাওয়ারও একটা আনন্দ আছে। কিলার ইনস্টিংক্ট বুকের ভেতরে ঠুকিয়ে দিতে গিয়ে ওদের বিয়োগ আর ভাগের প্রবৃত্তি শুকিয়ে যায়। আমাদের ছেলেবেলায় একধামা থেকে মুড়ি ভাগ করে খাওয়া, একটা সোয়েটার দিয়ে কত শীত কাটিয়ে দেওয়া, একটা বই দিয়েই ভাইবোনে ভাগ করে পড়া, একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে তার চারপাশে সবাই গোল হয়ে বসে পড়াশোনা করা। কখনও তো মনে হয়নি সব আমি একা ভোগ করব। বিয়োগ শিখবে কী করে, ভাগ জানবে কী করে।

অসুখ, বুঝলি মাকু এ এক বিষম অসুখ। ওদের আমরা বিয়োগ আর ভাগের আনন্দ শেখাইনি। বিয়োগ করে, ভাগ করে ভোগেরও যে আনন্দ আর সুখ আছে- ওরা জানেই। পৃথিবীজুড়েই এই অসুখ। আমরা আমাদের গণ্ডি আরও ছোট করে নিজেদের ছোট ছোট সুখকেই ভাবছি বড় সুখ। আরও একাকী হতে চাইছি আমরা। ভাঙছ প্রদেশ, ভাঙছ জেলা, জমিজমা, ঘরবাড়ি। শুধু ভাঙাভাঙি দেখছে ওরা, জুড়তে পারা না দেখলে শিখবে কোথা থেকে।

তোদের মাস্টারদের এই এক ব্যামো। জ্ঞান দেবার চান্স পেলেই হ'ল।

মাকু, দশজনে মিলেমিশে থাকা ভালো, নাকি একা একা মাটি থেকে অনেক ওপরে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটের গহ্বরে টবের মাটিতে বনসাইয়ের মতো বেঁচে থাকা ভালো? আমরা তো তাই হয়েছি। আরও ছোট হতে চাইছি, আরও আলাদা হতে চাইছি, আরও একক হতে চাইছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, আমাদের ভোগবাসনার তৃপ্তি নেই, আমাদের স্বার্থপরতার সীমা নেই। আমরা ধ্বংস হয়ে যাব মাকু। আরও ভালো থাকার উগ্র বাসনায় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হ'তে হ'তে দেখিস একদিন আমরা বিলীন হয়ে যাব। ধুস, এটা স্ট্যাম্পে লাগতই না, রিভিউ নেওয়া উচিত।

তুই একটু ছেলেটাকে দেখবি। তোরা মাস্টার, অনেক কায়দাকানুন জানিস। বিয়োগ আর ভাগটা যদি শিখিয়ে দিতে পারতিস। তোর ইলেভেনের ব্যাচে বসিয়ে দে না। না হয় একটু এগিয়েই থাকুক।

মাকু, ভাঙাভাঙি আর ভাগাভাগির এই হরির লুটের বাজারে আমাদের কী ক্ষমতা, বল। ছেলে হয়েছে, সেই আনন্দে হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে আনন্দ কর। বাড়ির স্কুলে যদি সন্তানকে বিয়োগ আর ভাগ শেখাতে না পারিস, তো যা, প্যাভিলিয়নে গিয়ে আঙুল চোষ আর ভাবতে থাক- প্রথমে একটু দেখেশুনে খেলে তারপর অফেন্সে যাওয়া উচিত ছিল কি না।

বেড়া ভাঙে, একটিই উঠোন

সাতের পাতার পর

দেশ জোড়া লাগতে পারে, আর দুটো মানুষ পারে না?

সম্পর্ক, তা যেরকমই হোক না কেন, একবার ভেঙে গেলে জোড়া লাগানো কঠিন। ভাঙেও তো একটি সম্পর্কে একজনের প্রাপ্তিযোগ আর অন্যজনের বঞ্চনাই নিয়তি বলেই শুধু নয়। ভাঙে সম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকে না বলেই। অপরকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারলেই কিন্তু ভাগাভাগি থামানো সম্ভব।

বেড়া গল্পে শেষমেশ ভেঙে পড়েছিল বেড়াটি। তার আগেই অবশ্য গোর্বধন আর জনার্দন কাছাকাছি চলে আসে। প্রথমে জমি বিক্রির প্রসঙ্গে। পরে একটি পরিবারের শিশুমৃত্যুর মাধ্যমে। মৃত্যু অনেক সময় যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল তার কাছের মানুষের মধ্যে লড়াই থামিয়ে দেয় বৈকি! মানিক ভুল লেখেননি। তবে ওই গল্পে দুই পরিবার স্বাভাবিক সম্পর্কে ফিরে গেলেও বেড়াটি কিন্তু নিজেরা ভেঙে দেয় না। বেড়াটি ঝড়-বৃষ্টিতে পড়ে যায় আর তারপর দুটি ঘরের মহিলাদের ঝাঁটার ঘা খেতে খেতে বেড়ার কঞ্চিগুলো কখন সাফ হয়ে যায় উঠোন থেকে। দুটির বদলে জেগে ওঠে তকতকে একটিই উঠোন।

আসলে বেড়াটি নিশ্চিহ্ন হয় কারণ ঝড়-বৃষ্টির আগেই গোবর্ধন আর জনার্দনের দুই পরিবারের মানুষগুলির হৃদয় গড়ে উঠেছিল যে প্রাচীর, ভেঙে পড়েছিল সেই অদৃশ্য দেওয়াল। পাথরের দেওয়াল ভাঙতে হলে আগে তাই হৃদয়ের দেওয়াল ভাঙতে হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে কথাই লিখেছিলেন।

সুদীপের বৌ এবং একটি সোনালি স্ক্রু

মানবেন্দ্র সাহা

আঁকা : অভি

এই বৌটা তোর? তুই যা চেয়েছিলি তার থেকে দশ গুণ সুন্দরী।

আমার মুখে এই অবিশ্বাসী ভঙ্গি দেখে সুদীপ মিট মিট করে হাসে! ভাবখানা যেন–দ্যাখ কেমন দিলুম!

হ্যাঁ, সুন্দরীই বটে– হাসিতে মুক্তা ঝরে, পদচারণে মরালীর ছন্দ। আর কীসব বললে সুন্দরীকে ঠিকঠাক বর্ণনা করা যায় সেসব আমার জানা নেই।

বেশ কয়েকবার সুদীপের জন্য বিয়ের পাত্রী দেখতে গিয়েছিলাম। সেসব অনেক দিন আগের কথা। আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওর বিশেষ কিছু সুবিধা হয়নি। সুদীপ বরাবরই খুঁতখুঁতে। কোনও মেয়েকেই ওর পছন্দ হয় না। কেউ বেশি লম্বা তো কেউ বেঁটে। আমি মনে মনে চাইছিলাম, সহজেই যেন কাউকে পছন্দ না হয়। না হলে যে আমার মিষ্টি খাওয়াটাই বন্ধ হয়ে যাবে।

মিষ্টি আমার খুব পছন্দের জিনিস। তাই ওর সঙ্গে মেয়ে দেখতে যাওয়াটা বেশ উপভোগ করছিলাম। আর আমিও ওকে প্ররোচনা দিতাম, তোর মতো সুন্দর আর হ্যান্ডসাম ছেলের জন্য একজন প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী দরকার। শেষে ও আমার চালটা ধরে ফেলে। আমাদের বন্ধুরাও এই ব্যাপারে সায় দেয়। অত সুন্দর চেহারা যার সে তো একটু দেখেশুনেই বিয়ের পাত্রী নির্বাচন করবে।

আমি ওর অনেকগুলো পাত্রী দেখার সঙ্গী ছিলাম। আমি নাকি সঙ্গী হিসেবে বেশ ভালো। পাত্রী দেখতে গিয়ে আমি বেশি কথা বলি না। আমার সবসময় নজর থাকে নানারকম সুখাদ্যের দিকে। আমাকে যা দেওয়া হয়, সেসব আমি যত্ন করে সাবাড় করে দিই। এটুকু না খেতে পারলে রবিবারের বিকেলগুলো শুধু শুধু নষ্ট করে অন্যের জন্য ব্যয় করার কোনও মানে হয় না।

শুধু সুদীপ একবার বলেছিল ভদ্রতার খাতিরে আমি যেন বলি, এত খেতে পারব না। খাবার দেখলে সেসব বলতে ভুলে যাই। ভদ্রতা করতে গিয়ে যদি সত্যি সত্যি রাজভোগ বা নলেন গুড়ের সন্দেশ তুলে নিয়ে চলে যায় তবে তো আমার দুঃখের শেষ থাকবে না। খাবারদাবারের দিকে নজর যত থাকে, পাত্রীর দিকে আমার তত নজর থাকে না। পাত্রী দেখে ফিরে এসে অন্য বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলে বলি বেশ ভালো পাত্রী।

তবুও সুদীপের বিয়ে হচ্ছিল না। সুদীপের অন্য বন্ধুরা সুদীপকে পরামর্শ দেয়, এবার যেন পাত্রী দেখার সঙ্গী পালটায়। ও শুধু বলেছিল, সঙ্গী হিসেবে গোবিন্দ একদম ঠিক। আমার কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ, নেয়াপাতি ভুঁড়ি, কোঁকড়ানো চুল, তাতে জবজবে নারকেল তেল মাখা। কিম্ভূতকিমাকার আমাকে আমি আয়নায় দেখে ঘাবড়ে যাই, তবুও সুদীপ যে কী দেখে আমাকে পছন্দ করত, আজও ভেবে পাই না। বছর খানেক আগে সুদীপের সঙ্গে একটা পাত্রী দেখতে গিয়েছিলাম। সুদীপ সে পাত্রী প্রত্যাখ্যান করলে পাত্রীর বাবা আমার বাবাকে ধরে বেঁধে আমার সঙ্গে বিয়েতে রাজি করিয়ে ফেলেন। সুদীপের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেশ মিষ্টি খাওয়া চলছিল কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়ল।

আমার বিয়েতে সুদীপ এল না। ওর হাত ধরে ওকে নেমন্তন্ন করেছিলাম। কারণ ওর কারণেই আমার বিয়েটা হয়। নাহলে আমার মতো কেলো কার্তিক ছেলের সাড়ম্বরে পাত্রী দেখতে যাবার কথা তখনও পর্যন্ত মাথায় আসেনি। সুদীপই আমার বিয়ের ব্যাপারটাকে সহজ করে দেয়, নাহলে হয়তো সারা জীবন কুমারই থেকে যেতে হত। সুদীপের উপর আমি কৃতজ্ঞ। আমার বৌ জবা আমার চোখে বেশ সুন্দরী। একটু বেঁটে, একটু কালো, ডান চোখটা একটু লক্ষ্মীট্যারা। সব মিলিয়ে বেশ সুন্দরী। গলার স্বরে মধুমাখা।

বসন্তের কোকিল যখন বাইরে কুহু কুহু ডাকে আমার বৌ তখন ঘরে আবৃত্তি করে– আজ এসেছে বসন্ত। দখিন দুয়ার খানি খোলা তোমা লাগি।

কী সব ডায়ালগ! আমি চোখ বন্ধ করে সেসব শুনি আর আমার পাগল পাগল লাগে। আমার পীড়াপীড়িতে দু'চারটে ছেলেমেয়েকে আবৃত্তি শেখাতে আরম্ভ করল জবা। ওদের শেখা হলে ওদের নিয়ে একটা আবৃত্তি দল করল। আমি সুদীপের কথা ভুলে যাই। আমি আমার বৌ নিয়ে বিভোর হয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এখানে ওখানে দেখা হয়। কারও কারও বিয়ে হচ্ছে, সেসব নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাচ্ছি। স্কুল–কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। বেশ ভালো লাগে। কিন্তু কোথাওই সুদীপের সঙ্গে আর দেখা হয় না।

ও আমাদের মধ্যে সেরা ছাত্র ছিল। মেধায়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে আমরা কেউ ওর সমকক্ষ ছিলাম না। একেই বলে কপাল– চেহারাও যেমন আর্যপুত্র, মেধাতেও আর্যভট্ট। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে একটা মাল্টিন্যাশনাল সফটওয়্যার কোম্পানির বড় পদে ও এখন আসীন। সে তুলনায় আমরা ওর কাছে কিছুই নয়। আমি সরকারি অফিসের অধঃস্তন কর্মচারী। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্কুলের মাস্টার। কেউ বা ব্যাংকের কর্মী। কয়েকজন ওষুধ কোম্পানির সেলসম্যান। শুনেছিলাম অসিত ওষুধ কোম্পানির চাকরি ছেড়ে বেশি বয়সে সরকারি বাস কোম্পানির কনডাক্টরের চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। একদিন যাদবপুরের এইট বি বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি বাসে শিয়ালদা যাচ্ছিলাম। উদ্দেশ্য, জবার এক অসুস্থ মেসোমশাইকে দেখতে চাকদা যাব। সামনের দিকে একটা সিটে বসেছিলাম। পিঠে হাত দিয়ে কেউ একজন বলল, কীরে গোবিন্দ তুই? তাকিয়ে দেখি অসিত ব্যাগ কাঁধে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

আরে বাপ, কতদিন পর দেখা, শুনেছিলাম তুই বাস কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছিস। তোকে তো আমি চিনতেই পারতাম না– তোর এত সুন্দর বাবরি চুল ছিল!

অসিত বলল, চুলের কথা আর বলিস না, সে অনেক গল্প। তোর খবর কী? শুনেছি বিয়ে শাদি করে আর কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখিস না। খুব নাকি বৌয়ের ন্যাওটা হয়েছিস?

গাড়ি চলতে শুরু করলে অসিত বলল, দাঁড়া টিকিট দিয়ে এসে তোর সঙ্গে একটু গল্প করছি।

একটু পরে আবার ফিরে এল। আমি ওকে ভাড়া দিতে যেতেই ও বলল, রেখে দে, রোজ রোজ তো যাস না। আজকে বন্ধুর কারণে ফ্রি। আমিও কথা না বাড়িয়ে টাকাটা বুক পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম। অসিত গাড়ির বনেটের উপর বসে আমার দিকে একটু ঝুঁকে কাঁধের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, তোকে তো বলতেই ভুলে গিয়েছি। সুদীপ একটা দারুণ দেখতে মেয়েকে মাস ছয়েক আগে বিয়ে করেছে– জানিস নাকি?

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, না রে, ও আমাদের কথা ভুলেই গিয়েছে! তোকে বিয়েতে বলেছিল?

অসিত হেসে বলল, এই বাস কনডাক্টরকে বলবে? ও আরও বলল, মাঝে মাঝে এই বাসে করে যায়। আমি তো ওকে ঠিক চিনতে পারি। ও বোধহয় আমাকে চিনতে পারে না। একদিন এই বাসে করেই ও বৌকে নিয়ে কোথাও গিয়েছিল। তখনই দেখলাম।

আমার কৌতূহল অসিত অনেক গুণ বাড়িয়ে দিল। এমন সুন্দরী বাঙালি বৌ নাকি সচরাচর চোখে পড়ে না। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ফিতে ফেলে মেপে দেখলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মডেলরাও নাকি ফেল মারবে। আমার কৌতূহল মেটানোর জন্য ভাবতে লেগে যাই, তবে তো সুদীপের বৌকে একদিন দেখতেই হবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। রবিবারের এক বিকেলে হিন্দুস্তান সুইটস থেকে এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে ওর বাড়ি চলে গেলাম। তিন বছরের মধ্যে আমার একটু পরিবর্তন হয়েছে। এটুকু পরিবর্তন হলেও আমাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। আমার সেই ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল আর নেই। নাকের নীচে কাঁকড়া বিছের মতো গোঁফটাও উধাও। নেয়াপাতি ভুঁড়িটাও মনে হয় একটু কমেছে। মাথায় এখন আর নারকেল তেল দিই না। দামি জামা কাপড় জুতো পরি। এসবই আমার বৌ জবার কৃতিত্ব।

কলিংবেল বাজালাম। সুদীপ দরজা খুলে দিল। আমাকে দেখেই বলে উঠল, আরে গোবিন্দ না! আরেকটু হলেই আমি তোকে চিনতে পারতাম না।

আমার ভারি রাগ হল সুদীপের উপর। চেনা পরিচয়ের কোন লক্ষণটা রেখেছে যে এমন কথা বলে ও। বাড়িতে বয়ে এসে তো আর অপমানজনক কথা বলা যায় না। নিজেকে সংযত করি।

সুদীপের থুতনিতে কায়দা করে রাখা ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। ভেলভেটের গাউন পরা সুদীপ বলল, আরেকটু পরে এলে তোর সঙ্গে দেখা হত না। যোগাযোগ না করে যাওয়ার জন্য ওকে মনঃক্ষুণ্ণ বলে মনে হল। তা হোক আমার কৌতূহল মেটানো নিয়ে কথা, সেটা হলেই আমি খুশি।

ওর কথায় আমার গা পিত্তি জ্বলে যায়। আমি প্রায় ওকে ঠেলে ঘরে ঢুকলাম। এসেছি যখন তখন ওর বৌটাকে একবার না দেখে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। যার বিয়ের জন্য এতসব মেয়ে দেখলাম– শেষে কাকে বিয়ে করল, সেটা দেখতে হবে না?

সুদৃশ্য সোফায় বসে গা এলিয়ে দিলাম। আমার হাতে ক্যারি প্যাকেটের মধ্যে মিষ্টির বাক্স। ভাবলাম ওর বৌয়ের হাতেই দেব।

সুদীপ বলে গেল ওর অফিসের কথা। সেখানে খুব কাজের চাপ। মাঝে মাঝে এখন বিদেশ যেতে হয়। কালকে যেমন হংকং যাচ্ছে। বুঝলাম ওর এখন বেশি সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। তাই ওকে বললাম, তোর বৌকে ডাক।

একটু পরেই সুদীপ ওর বৌকে নিয়ে এ ঘরে চলে এল। ঘরটা যেন আলোয় ভরে উঠল। কোনও নারীর চেহারা এমন নিখুঁত হয়!

বৌটি হেসে নমস্কার করে বলল, আপনি তো গোবিন্দবাবু! আপনার কত গল্প শুনেছি! আপনি খুব মিষ্টি খেতে ভালোবাসতেন!

আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাই এমন একজন সুন্দরী মহিলার মুখে আমার নাম শুনে। আমি থতোমতো মুখ করে উঠে দাঁড়াই। মিষ্টির বাক্স সুদীপের বৌয়ের হাতে দিয়ে বললাম, সুদীপ আমাকে খুব ফাঁকি দিয়েছে! তাই আমি নিজেই এলাম আপনাদের মিষ্টিমুখ করাতে। ও হাসল। যেন মুক্তো ঝরে পড়ছে!

হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়ে বলল, আপনারা বসুন– আমি আসছি। সুদীপের চোখেমুখে একটা মিটিমিটি হাসি লেগে থাকে। সুদীপের নীরবতায় কেমন যেন একটা রহস্য ঘনিয়ে আসে। এখন কী বলব, কীভাবে ওর বৌয়ের রূপের প্রশংসা করব সেসব ভাবতে ভাবতে কিছুটা সময় চলে যায়। তারপর হড়বড় করে বললাম, এই তোর বৌ? তুই যা চেয়েছিলি তার থেকে দশগুণ বেশি সুন্দরী...!

ইতিমধ্যে সুদীপের বৌ একটা ট্রলি ঠেলে ঘরে ঢোকে। ট্রের উপর একটা পোর্সেলিন প্লেটের উপর বেশ কয়েকটি মিষ্টি আর একটায় কাজুবাদাম।

সুদীপ বলল, নে খা। তোর তো মিষ্টি খুব পছন্দ?

আমি হেসে বললাম, না রে আমি এখন মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

সুদীপের বৌ বলল, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছে আপনার? তাহলে এনাকার্ডিয়াম অক্সিডেন্টাল খান।

আমি হেসে বললাম, না না সুগার হয়নি, তবে ওই এনারকার্ডিয়াম না কী যেন বললেন, ওটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সুদীপ হেসে বলল, আরে ওটা কোনও অসুখবিসুখ নয়। কাজুবাদামের বিজ্ঞানসম্মত নাম। নে না কিছু খা। বাধ্য হয়ে দুটো কাজুবাদাম তুলে নিলাম। আর কিছু খেলাম না। সুদীপের বৌ ট্রলি ঠেলে নিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে।

সুদীপ বলল, তুই একটু বস। আমি আসছি।

আমি বোকার মতো বসে বসে চারদিক দেখি। সবদিকে নানা বৈভবে ছড়াছড়ি। যার এত সুন্দর বৌ তার এসব বৈভব থাকারই কথা। হঠাৎ দেখি মেঝের মার্বেলের উপর কী যেন একটা চকচক করছে। সেটা হাতে তুলে নিলাম। একটা সোনালি রংয়ের স্ক্রু। এরকম স্ক্রু আগে কখনও দেখিনি। সুদীপের ঘরে ঢোকার আওয়াজ পেতেই মুঠো বন্ধ করে ওটা পকেটে চালান করে দিই।

সুদীপ চা করে নিয়ে এসেছে। একমনে চা খাই। সুদীপকে একটু আনমনা দেখায়। ঘরের মেঝেতে চারিদিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজছে। আমি আর কথা বাড়াই না। সেন্টার টেবিলে কাপ প্লেট রেখে বলি, তোর বৌ...?

ও হড়বড় করে বলল, হঠাৎ করেই ওর শরীরটা খারাপ হয়ে গেল। তাই শুয়ে আছে। আমার অস্বস্তি হতে থাকে। কী জানি বাবা, আমার এরকম বদখত মার্কা চেহারা দেখেই সুদীপের বৌয়ের শরীর খারাপ হল কি না। তাই ঠিক করলাম চলে যাওয়াই ভালো। আর সুদীপের কাছ থেকেও তেমন কোনও বন্ধুত্বের উষ্ণতা পাচ্ছিলাম না। আমি উঠে দাঁড়াই। তারপর 'চলি' বলে ওর ঘর থেকে বের হই। ও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

রাস্তায় বেরিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকালে ওই স্ক্রুতে হাত ঠেকল। স্ক্রু বের করে এনে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকি। একটা অদ্ভুত গন্ধ নাকে এসে লাগে। যে গন্ধের সঙ্গে আমি একদমই পরিচিত নই। ইস, সুদীপের বৌয়ের নামটাই জানা হল না। হঠাৎ করে আমার জবার কথা মনে পড়ে গেল। জবা যে আমার রক্তমাংসের বৌ সেটা টের পাই।

পকেট থেকে সোনালি স্ক্রু বের করে একদৃষ্টে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকি। আর ভাবতে থাকি এটা নিশ্চয়ই...। তা হলে কি সুদীপের স্ত্রী রোবট? ওর কোনও নাম এ জন্যই নেই। রক্তমাংসের নারী হলে তো নাম থাকবে! ভাবি। কিন্তু বেশি আর ভাবতে পারি না।

ধুর, এরকম আবার হয় নাকি? কী যে আজকাল উলটোপালটা ভাবছি! শেষে স্ক্রুটা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

ছোটগল্প

পকেট থেকে সোনালি স্ক্রু বের করে একদৃষ্টে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকি। আর ভাবতে থাকি এটা নিশ্চয়ই...। তা হলে কি সুদীপের স্ত্রী রোবট? ওর কোনও নাম এ জন্যই নেই। রক্তমাংসের নারী হলে তো নাম থাকবে! ভাবি। কিন্তু বেশি আর ভাবতে পারি না।

সারাদিন কুয়াশা আর মেঘের খেলা

অনুপ দত্ত

দূরে তখনও কাঞ্চনজঙ্ঘার গা থেকে স্লিপ করে পড়ছে পড়ন্ত বিকেলের নরম রোদ। তাতেও কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়ের আনাচেকানাচে কোথাও কোথাও জোনাকির মতো চিকচিক করছে আলো। ঠিক যেন হালকা গেরুয়া আবির ছড়ানো আকাশজুড়ে। তার ব্যাপ্তি, যতদূর চোখ যায় শেষ হবে না।

শীতের আমেজে কাঞ্চনজঙ্ঘার এই মোহময়ী রূপ উপভোগ করতে আমাদের যেতে হয়নি দার্জিলিংয়ের টাইগার হিল কিংবা আরও দূরে সান্দাকফুতে। হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যাবে বরফে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা। এমন দৃশ্য দেখতে হলে খুব কাছেই রয়েছে অহলদারা। সেখানে অহলদারার টপ ভিউপয়েন্টে উঠে প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য আপনার মন ভুলিয়ে দেবে। ওই ভিউপয়েন্টে দাঁড়িয়ে সারাদিন ধরে উপভোগ করা যাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার নানা সময়ের বিভিন্ন রূপ।

সমতল থেকে ঠিক সাড়ে চার হাজার ফুট উচ্চতায় অহলদারা ভিউপয়েন্ট। বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় নভেম্বর থেকে যেন অহলদারার আরও সুন্দর রূপ ফুটে ওঠে। সমতলে এখনও কিছুটা গরম অনুভব হলেও পাহাড়ে শীতের আমেজ পড়ে গিয়েছে। সাড়ে চার হাজার ফুট উচ্চতায় দুপুরের আকাশেও তখন শীতল হাওয়া বইছে। একেবারে ৩৬০ ডিগ্রি ভিউপয়েন্ট আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

সিটিং পাহাড় পেরিয়ে আরও ওপরে অহলদারা। চারদিকেই পাহাড়। এই টপ ভিউপয়েন্ট দাঁড়িয়ে চোখ মেলে দেখেছি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'হিমালয় দর্শনের' মতো নীল সুনীল আরও ঘন নীল আকাশ। ঠিক তার নীচে ঘন সবুজের পাহাড়। এখানের পাহাড়ে এখনও গ্রাস করেনি কংক্রিটের জঙ্গল। তাই চোখের আমেজ নিতে শুধু নিস্তব্ধ হয়ে নজর ঘোরালেই হবে। এরই ফাঁকে এখান থেকে দক্ষিণের দিকে চোখ রাখলে দূরে দেখা যাবে জলশূন্য মহানন্দা নদী। বয়ে গিয়েছে শিলিগুড়ির দিকে। টপ ভিউপয়েন্টের ওপর থেকে যদি নীচের দিকে তাকাই দেখা যাবে ঘেরা দেওয়া পাহাড়গুলি যেখান থেকে শুরু হয়েছে ঠিক সেখানের গা বেয়ে সিঁথির মতো একে–বেঁকে গিয়েছে তিস্তা নদী। আর তার সবুজ জলরাশি।

আরও দূরে চোখে পড়বে কালিঝোরার তিস্তা লো ড্যাম। এখানেই শেষ নয়, ভিউপয়েন্টে বসে সারাদিন ধরে যেমন বরফ ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার মনোময় রূপ দেখা যাবে তেমনই টাইগার হিলের মতো এখান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখেও মন ভরে উঠবে। অহলদারায় একদিন থেকে গেলে রাতের পাহাড়ের রূপ আরও ভালোভাবে উপভোগ করা যায়।

আয় মন বেড়াতে যাবি

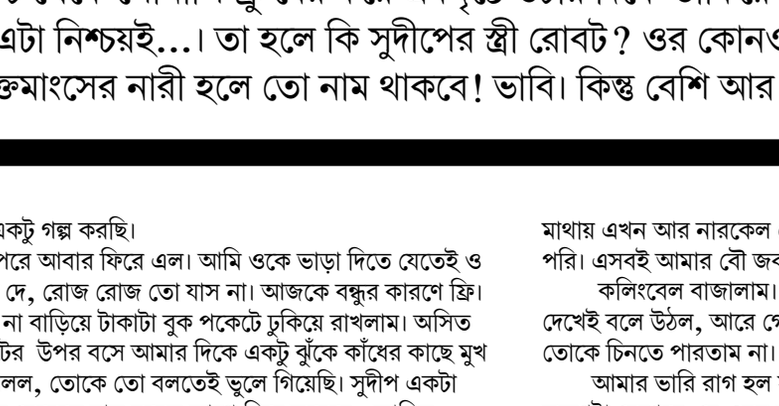

আরও দূরে চোখে পড়বে কালিঝোরার তিস্তা লো ড্যাম। এখানেই শেষ নয়, ভিউপয়েন্টে বসে সারাদিন ধরে বরফ ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার মনোময় রূপ দেখা যাবে।

আর খুব শীতের সময় এলে তো দিনভর কুয়াশা মেঘের খেলা যেন মন পাগল করে দেয়। এমনটাই বলছিলেন এখানকার এক হোমস্টের মালিক সুনীতা প্রধান। অহলদারার এই টপ ভিউপয়েন্ট ঘিরে আছে চা বাগান দিয়ে। এই পয়েন্টে আসতে গেলে পেরিয়ে আসতে হবে সিঙ্কোনা বাগান। বন দপ্তরের সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশনের অধীনে রয়েছে অহলদারা।

দার্জিলিংয়ের অফবিট ডেস্টিনেশনের মধ্যে অহলদারা এখন বেশ জনপ্রিয়। শিলিগুড়ি থেকে প্রায় দু'ঘণ্টার পথ। সেবক সেতুকে ডান দিকে রেখে সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এগিয়ে গেলে পড়বে বিরিকদারা। তারপর বাঁদিকে পাকদণ্ডি বেয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে অহলদারা। তার আগে একটি ভিউপয়েন্ট আছে। নাম চুচেডাঙ্গা। বিশাল এক চোখা পাথর আছে। তার থেকে এর নামকরণ হয়েছে চুচেডাঙ্গা। সেখান থেকে বন দপ্তরের টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে ঢুকতে হবে সিঙ্কোনা গার্ডেনে। সেখান থেকে টপ ভিউপয়েন্ট যেতে হাঁটতে হবে অন্তত ২০০ মিটার। খাড়া পথ তবে খুব একটা সমস্যা হয় না। টপ ভিউপয়েন্টে পৌঁছে গেলেই এই সময় মনে হবে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে কাঞ্চনজঙ্ঘা।

এই অফবিট পর্যটনকেন্দ্রটি অপরূপ সুন্দর। কিন্তু এখানে আসতে রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। দুই–একটি জায়গা বাদ দিলে অহলদারার গোটা পথেরই বেহাল দশা। কোথাও রাস্তার পিচ উঠে গিয়েছে। কোথাও বড় বড় গর্ত। বেরিয়ে পড়েছে পাথর। একেই কিছুটা উঁচু, তার ওপর ঘনঘন পাহাড়ের বাঁক রয়েছে।

বেহাল ওই রাস্তায় চলাচল করতে অনেকেই পিছুপা হন বলে আক্ষেপ করছিলেন এক হোমস্টের মালিক বিমল থাপা। বলছিলেন, রাজ্য সরকার পর্যটনে বারবার জোর দেওয়ার কথা বলছে। পাহাড়ে আরও বেশি হোমস্টে তৈরির কথা বলছে। কিন্তু এখানে আসার জন্য রাস্তাগুলি যে তৈরি করা দরকার সেটা দেখছে না। শুনছি উন্নয়নের জন্য টাকা আসছে। কিন্তু সেটা টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

সকালে গিয়ে বিকেলের মধ্যে অহলদারা ঘুরে আসা যায়। আবার থাকার ব্যবস্থাও আছে। থাকা ও খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ভালোই আছে। অহলদারা ঘোরার পাশাপাশি সিটংও ঘোরা যায়। সেখানে কমলা বাগান তো দেখার মতো। অহলদারা ঘুরে নীচে আরও একটি ভিউপয়েন্ট রয়েছে। যোগীঘাট।

ভারত আমার... পৃথিবী আমার

দরদি আল্লু অর্জুন

কেরলের শহর আলেপ্পির এক তরুণী, যিনি আর পাঁচজনের মতোই উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু স্বপ্ন পূরণে বাধা অর্থ। এই অবস্থায় তিনি অভিনেতা আল্লু অর্জুনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন যাতে তিনি একবছর ওই তরুণীর পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করেন। আল্লু ওই তরুণীর নার্সিং কোর্সের পুরো সময়ের ব্যয়ভার বহন করতে রাজি হন।

নাক আছে, হাড় নেই

কেমন হবে যদি আপনার নাক মুখমণ্ডলের সঙ্গে মিশে যায়। কিংবা দরজায় ধাক্কা খেলেও নাকে কিছু না হয়। আপনার উপলব্ধি কেমন হবে জানা নেই, তবে নেদারল্যান্ডসের রোমানা ক্রুইন্তজেস হাড় ছাড়া নাক নিয়ে দিব্যি আছেন। সম্প্রতি তিনি ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, 'আপনার নাকে কি হাড় আছে?' এরপর নিজের নাকের ওপর তর্জনী রেখে চাপ দিয়ে দেখান। রোমানার নাকে কোনও হাড় না থাকায় তা একেবারে মুখের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

আমেরিকায় বাংলাদেশি টাকা

কেউ একজন সুটকেসের পকেটে টাকা রেখে সুটকেসটি বিক্রিও করে দিয়েছিলেন। ব্যস, তাতে লাভ হল এক সেলুন মালিকের। পুরোনো সুটকেস কিনতে গিয়ে প্রাপ্তি বাংলাদেশি মুদ্রা। ঘটনাটি আমেরিকার।

সপ্তাহের সেরা ছবি

গ্রিকদের ভালোবাসার ঈশ্বর 'এরোস'–এর স্থাপত্য। তাঁর চোখের মধ্যে থেকেই উঁকি মারছে কেউ। পোল্যান্ডের কার্কোর রাস্তায়। – টুইটার

কবিতা

পার হয়ে এলেম

আনন্দ ঘোষ হাজরা

পার হয়ে এলেম এক বিশাল প্যানেল
অন্ধকারময়।
মাঝে মাঝে বহুদূরে দেখতাম আলোকের রেখা
এখন এখানে এক পরিপূর্ণ উজ্জ্বল আলোক
কিন্তু কোনও পথই দেখি না...

কোনদিকে যে যাব এবার কিছুই বুঝি না
আলোয় আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে

আর আমি স্তব্ধতা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

বিচার

সসীমকুমার বাড়ৈ

হেমলক ঘুম ভেঙে আপনি ওঠেননি আর
ওঠার কথা কি ছিল দিনান্তে কোনও দিন?
অথচ কুটুম মায়ায় মুখোমুখি বসে অনন্ত ধূসরে
না দেখা শিষ্যকে দিয়েছেন প্রজ্ঞার ক্ষুরধার অসি।
আমরাও জিয়ন আশায়
বেঁচেছি চব্বিশ শো পনেরো বছর সন্দেহ কুয়াশায়
হেঁয়ালি ভরা সেই বিচার পুরাণে–
চড়া দামে কেনা যায় বিচারের খোলা আকাশ
দারিদ্র্যে শ্বাস এঁটে যায় মাকড়সার চিটচিটে জালে
হিংসার হেমলকে মারণ ক্ষমতা বাড়ে।
আচ্ছন্ন ঘুমে দেখিনি মঞ্চে কারা করে কিলবিল চাটুকরি
কাপড়ের প্রশ্ন হতে বেকসুর খালাস উড়ান,
থাক লাভ, থাক রাজার দানের উত্তরীয়
যুক্তির নিক্তিতে মেপে দেখি ঘাতপ্রতিঘাত–
কী করে ফাঁসুড়ে নাটার দড়ি কিংবা নির্বোধ পানীয়।

নর্তকীর আলো

শংকর চক্রবর্তী

বাড়িটি পেরোবার আগেই তুমি থমকে দাঁড়ালে
শেষ বিকেলের রোদ্দুরও তখন ছুঁয়ে যাচ্ছিল তোমাকে
তোমার কোনও আকাশ ছিল না
ভেজা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে তুমি শুনতে পেলে
এক নৃত্যপটিয়সীর নূপুরের শব্দ–
আজ তোমাকে ফেলে রেখে ফিরে যাবার সময় হল হেমন্তেরও
তুমি বুঝতে পারোনি তোমার ঝিমুনি আসছিল কেন জানি
তুমি বুঝতে পারোনি
পড়শিরা যে যার বাড়িতে সন্ধে খুঁজে নিতে চাইছে এখন
রোদ্দুর যে ফিরে যায়নি তুমি বুঝতে পারলে
বাড়িটির মাথায় একটা রঙিন শামিয়ানা টাঙিয়ে দিচ্ছিল কেউ
আর ঘুমিয়ে পড়ার আগের স্তব্ধতায়
তুমি একাই দাঁড়িয়ে ছিলে চুপচাপ
হঠাৎই দেউড়ি খুলে গেল সূর্য–ডোবা আলোয়
আবহসংগীতে কোনও হারিয়ে যাওয়া চরণও বাদ পড়েনি
তবু তুমি দেখলে
নৃত্যরত এক নর্তকী সমাপ্তির আলো মাখছিল গায়ে
তুমি দেখলে কীভাবে
এক পা এক পা করে নাচের মুদ্রায়
পেরিয়ে যেতে চাইছে একেকটা দিন

অদমিত উল্লাস

সুশীল মণ্ডল

শূন্যতা ঘিরে ধরলে আমি ধীর পায়ে
নদীর কাছে যাই।
নেশায় আবিষ্ট যৌবনবতী নদী
কাব্যভুবনের কত কথা শোনায়!
স্বৈরাচারী বাতাস
মেঘের গন্ধের সঙ্গে
আকাশের গন্ধের সঙ্গে
গাছগুলোকে বৃষ্টি মাখিয়ে দেয়। আর গাছেরা সুখস্বপ্নে
ঠিকানা হারিয়ে ফেলে
তখন শূন্যতা চাঁদের আলো ছড়িয়ে দেয়
আমার রোজনামচায়।

তখন একটা অদমিত উল্লাস
আমাকে আমার দ্বিতীয় জন্মের সামনে
দাঁড় করিয়ে দেয়।

পিওন ও প্রেম

অনৈতা রক্ষিত

ভাতের থালায় চাল বেশি পড়লে পিওন আসে
ভাত ফুটতে থাকলে
পিওনের সাইকেল মিলিয়ে যায় শুকনো মুড়ির মতো।

রাতভর ভাতের হাঁড়িতে লোকের মুখ খুঁজলে
পিওন সাদা খাম ছুড়ে দেয়।

তাই দেওয়ালে রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখি।
ঝুল ঝাড়ি।

ব্যাগে জমতে থাকে পিওন ও প্রেম।

ডাক নাম

প্রতিভা বর্মন

বিষণ্ণ বেলায় তীব্র হিম ঝরছে তো ঝরুক
মুছে যাক নিগূঢ় সন্তাপ যত
প্রলম্বিত শিকড় জুড়ে বিপন্ন মাটি আঁকড়ে আছে অ..
এখন গভীর ছায়াপথ ধরে হেঁটে যেতে হবে
তাই মসৃণ পথে রেখে গেলাম পালকি প্রেম
নরম ব্যথাগুলি রেখে আসি অসীম শূন্যতার কাছে
জানলার কাচ বেয়ে ধূসর শিশিরকণা ঝরছে মেঘলা বিরহে
অশ্রু তাঁর ডাক নাম।

উত্তরবঙ্গের কিংবদন্তি ছড়াকারকে নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ

চমচম ভাই চমচম, তোর দমদমে কি দেশ

মৈনাক ভট্টাচার্য

জলপাইগুড়ি রাজার শহর। কোচবিহারের মতো আঁটোসাঁটো রাজ আবেগ শহরজুড়ে মাখানো নেই বটে, তবে পুরোনো প্রজন্মের ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা আভিজাত্যের রকমারি নিদর্শন আকছার চোখে পড়বেই।

সালটা ১৯৮০। পাশের শহর শিলিগুড়ি থেকে পলিটেকনিক পড়তে গিয়েছি। জানি এই শহরে একজন অন্য রাজা তখনও আছেন, যাঁর ছড়া জলপাইগুড়ির বাতাসে বাতাসে উড়ে বেড়ায়। তিনি মোহিত ঘোষ।

কলেজের পরে বিকেলটা যাকে বলে সাইকেলে শহরজুড়ে 'টইটই'। একদিন টেম্পল স্ট্রিটের এক বাড়ির গেটের গায়ে আঁটা এক ছড়ায় চোখ আটকে গেল, আসতে–যেতে মনের ভুলে /রাখবে না কেউ গেটটা খুলে। বাড়ির নাম ছন্দবীথি। বোর্ডে পরিষ্কার বাংলায় লেখা 'শ্রীমোহিত ঘোষ'। আলাপের আগ্রহ চেপে রাখতে পারলাম না। রোখ চেপে গেল বাড়িটায় ঢুকবার। আর ঢুকতেই একের পর এক যাকে বলে ছড়াঘাত। বাগানের বোর্ডে চোখ পড়তেই দেখলাম–ঢুকতে বাড়ির ভেতর দিকে/ খুব হুঁশিয়ার কুকুরটিকে। একটু ঘাসজমি পেরিয়ে বারান্দায় উঠতে দুই পাশে দুটো চা গাছ পাশে দেওয়ালে টিন সিটের এক বোর্ড সাঁটা–মাত্র দুটি চা গাছ নিয়া / টি এস্টেট দো–গাছিয়া। খুলতে জুতো ভুললে পরে/ পারবে না তো ঢুকতে ঘরে। ততক্ষণ তো বুঝেই গেছি, বাড়িটা শিশু সাহিত্যে 'টাপুর–টুপুর' বইয়ের জন্য ১৯৬০–'৬১–র রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপক মোহিত ঘোষেরই বাড়ি। চৌকাঠের ডোর বেলের কাছে যথারীতি আবার এক ছড়া বর্ষণ–হয় অকাজে, নয় বা কাজে/ টিপলে বোতাম ঘণ্টা বাজে।

দরজা খুললেন ধবধবে সাদা পাঞ্জাবির পরিপাটি বছর ষাটের সৌম্যদর্শন পুরুষ স্বয়ং মোহিত।

যাঁর সৃষ্টি–গাংশালিকের ছোট জামাই/ গঙ্গা ফড়িং চৌধুরী/ নদীর ঘাটে সেদিন হঠাৎ/ গেল যে তার বৌ চুরি।/ চোরটা ছিল ময়ূর মোহন,/ জোর চালিয়াৎ বেশবাসে/ ধরা পড়ে হাজির হলো ঈগলপাখির এজলাসে/ শাস্তিস্বরূপ কাটা গেল/ চোরের পালক এক ঝাঁকা,/ তাই না দিয়ে বৌকে ফড়িং/ বানিয়ে দিলে হাতপাখা।

অথবা আর একটি বিখ্যাত ছড়া। যে ছড়া আজও বাংলার অনেকে মনে রেখে দিয়েছেন। সহজে ভোলা কঠিন। চমচম ভাই চমচম/ তোর দমদমে কি দেশ?/ ইচ্ছে যে

শতবর্ষে মোহিত ঘোষ। তাঁর সেই বিখ্যাত বই ও বাড়ি (নীচে)।

যায় এক কামড়ে/ করবো তোকে শেষ!/রসগোল্লার মাসতুতো ভাই,/ পানতুয়া তোর পিসে/ ছানার ফাঁকে মিষ্টি–মধুর/ রস রয়েছে মিশে।

এমন রসে ডোবানো নানা সব ছড়া। বলে শেষ হয় না। উপরের দুটি ছড়া তো বাংলার সেরা ছড়ার সঙ্গে পাল্লা দেবে। কয়েক মুহূর্তেই গড়ে উঠল অসম বয়সের এক সখ্য। আলাপচারিতায় উঠে এল বিভিন্ন বিষয়। বুঝতে পারলাম আগাপাশতলা ছড়ায় মোড়া মানুষটা কীভাবে জড়িয়ে আছেন জলপাইগুড়ির আবেগের সঙ্গে।

প্রথম আলাপেই টের পেলাম ছড়ার রসের মতো স্বভাবরসিকও তিনি। উত্তেজনায় জানতে চাইলাম –' আপনি মোহিত ঘোষ?' স্মিতহাস্য প্রৌঢ় হাত দিয়ে দেখিয়ে বসতে বললেন সামনের চেয়ারে – 'এক দিনেই কী হয়েছি? আমার জন্ম হওয়ায় মোহিত হয়ে নাম তো রাখা হল মোহিত, কিন্তু বাবা যে 'হেরম্ব নাথ'। বংশমর্যাদায় তাই নাথ যুক্ত না হয়ে যায় কোথায়! আমি হলাম 'মোহিত নাথ'। মা আগেই গত, বাবাও এক সময় স্বর্গত হলেন, আর আমি হলাম অনাথ। শেষপর্যন্ত তাই নামের মাঝের 'নাথ' কাটাই গেল। তাই আমিও 'মোহিত ঘোষ' হলাম।'

সব বয়সের মানুষের সঙ্গে অদ্ভুত সুন্দর মিশতে জানতেন। ছোটদের নিয়ে সাহিত্যের আড্ডায় তাই গড়ে তুলেছিলেন 'সবুজ সঙ্ঘ'। পরিচিত ছিলেন ছড়া–দাদু নামে। বড়দের নিয়ে 'সান্ধ্যচক্র'র বাইরে সময় পেলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার 'বন্ধুদল' ও ছিলই।

দুঃখ করেছিলেন তাঁর লেখা হাজারেরও কিছু বেশি গান ১৯৬৮–র বিধ্বংসী বন্যায় নষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়ে। অনেকে জানেনই না, বেশ কিছু সিনেমায় গীতিকার হিসেবে কাজ করেছেন মোহিত। গান লিখেছেন শনিবার বিকেলে ছবির জন্য। সুরকার ছিলেন শ্যামল মিত্র। ঢুলি, ভ্রান্তির মতো ছবিতে কাজ করেছেন। তাঁর কথায় গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতো নামী শিল্পী।

আত্মীয়তার সম্পর্কে কলকাতার 'বসুশ্রী' সিনেমার মালিক বিখ্যাত মন্টু বসুর মামা হওয়ায় সিনেমা জগতে বিশেষ পরিচিত ছিলেন 'মামা' বলে। মোহিতের নিজের কথায় এই 'ছন্দবীথি'–তে মামাবাড়ির টানে ঘুরে গিয়েছেন দিলীপকুমার, সুচিত্রা সেন, ভি বালসারা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্ররাও। 'ছন্দবীথি'র 'সান্ধ্যচক্র'–র আড্ডায় নিয়মিত দেখা পাওয়া যেত অনেক নামী ব্যক্তিত্বকে।

পেশাগতভাবে ছিলেন তিনটে চা বাগান–সরস্বতীপুর, গৌরনিতাই এবং ফ্রেন্ডস চা বাগানের ডিরেক্টর। বিশ্বাস করতেন লেখা নিয়ে মতান্তর থাকতেই পারে, তাই বলে জলপাইগুড়ির মতো ছোট্ট একটা শহরে মনান্তর যেন না হয়। নিজের খেতাবি পরিচিতি আগলে রেখে তাই সব ধরনের সাহিত্যের অনুষ্ঠানে তাঁর ছিল অবাধ মেলামেশা। সাহিত্য সমাবেশে শ্রোতাদের কাছে বিশেষত তাঁর সমবয়সি ছড়াপ্রেমীদের ভেতর খুব জনপ্রিয় ছিল 'সভাপতির নাচ'। এই ছড়া পাঠের অনুরোধও ছিল একটা নিয়মিত ঘটনা। ব্যাপারটা তিনি উপভোগ করতেন খুব রসিয়ে রসিয়ে।

বলেছিলেন 'টাপুর–টুপুর' ছাড়াও তাঁর নিজের প্রিয় বই 'চিকিমিকি', 'জলখাবারের জলসা', 'ছড়ার ফুলঝুরি', 'ছড়িয়ে পড়া মিষ্টি ছড়া' ইত্যাদির কথা। আক্ষেপ করেছিলেন, জলপাইগুড়ি শহরের আভিজাত্যের কৌলীন্যের ঘাতপ্রতিঘাত নিয়ে। তাঁর ছড়া একসময় ছিল শিশুদের মুখে মুখে। অথচ একশো বছরে তিনি ব্রাত্য হয়ে রয়েছেন নিজের শহরেই।

জন্ম ২৬ নভেম্বর ১৯২১। শতবর্ষ পার করে অনেক ভুলে যাওয়া সময়ের মতো আজ আর জলপাইগুড়িও মনে রাখে না এই 'ছড়ার রাজা'কে। 'ছন্দবীথি' এখন ভগ্নীড়। আকাশচুম্বী অট্টালিকার মেটামরফোসিসের তাড়নায় দিন গুনছে। না আত্মীয়, না শহর কেউ এগিয়ে আসেনি সংরক্ষণের দায় নিয়ে। শুধু স্মৃতি হয়ে আছে জলপাইগুড়ির মনে রাজ ঐশ্বর্যের মতো– 'মোহিত ঘোষ' নামটাই।

এডুকেশন ক্যাম্পাস

শ্রেয়সী সরকার, অষ্টম শ্রেণি,
সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি।

শিঞ্জন ব্যানার্জি, দ্বিতীয় শ্রেণি, মডেলা
কেয়ারটেকার সেন্টার অ্যান্ড স্কুল, শিলিগুড়ি।

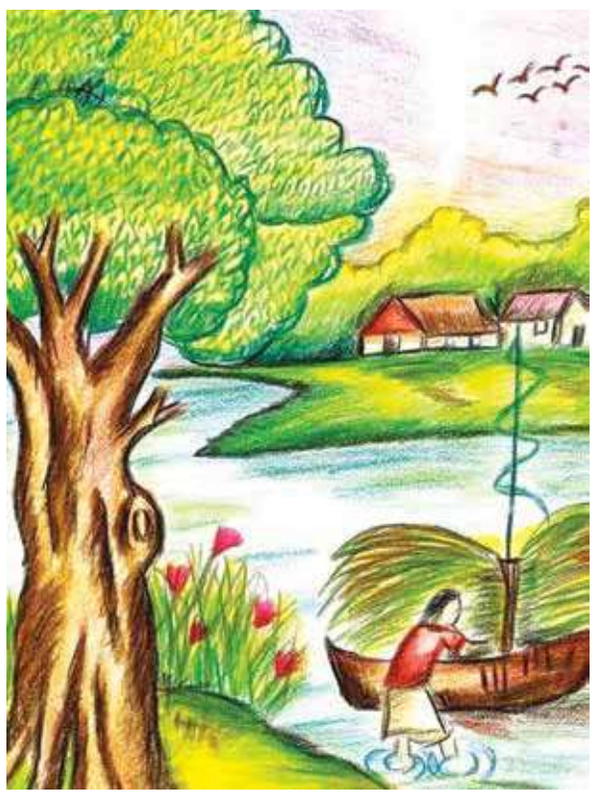

রাইমা সরকার, সপ্তম শ্রেণি, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল।

রায়ান মিত্র, তৃতীয় শ্রেণি, ডন বসকো স্কুল, শিলিগুড়ি।

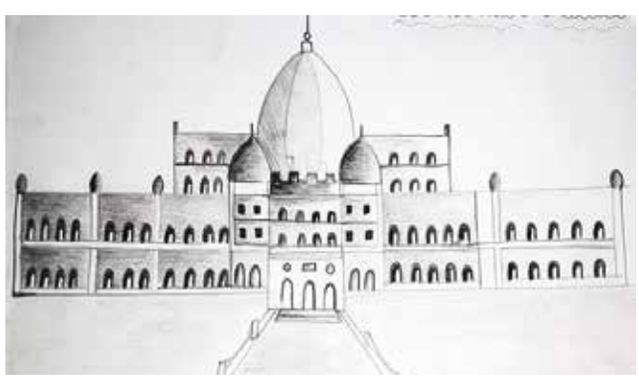

রাজর্ষি রায়, সপ্তম শ্রেণি, অরবিন্দ পাঠভবন
(ইংলিশ মিডিয়াম), চাকির মোড়, কোচবিহার।

রংদার রোববারে গল্প (সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দ), কবিতা (২০ লাইন), প্রবন্ধ ৯০০ শব্দ), ফুড ব্লগ, ট্রাভেল ব্লগ পাঠান।
ই–মেল–ubsrobbar@gmail.com। ইউনিকোডে, ওয়ার্ড ফাইলে টাইপ করে।

সাইক্লোনের প্রভাবে বাড়ছে দাবানল

সাইক্লোন আর দাবানল, গত কয়েক বছরে যেন হঠাৎই এই দুই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। বঙ্গোপসাগরেও গত কয়েক বছর পরপর সাইক্লোন তৈরি হচ্ছে। কখনও একটি, কখনও একাধিক। এই তো কালীপুজোর সময়ও একটি সাইক্লোন ওড়িশায় আছড়ে পরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এই সাইক্লোনের তীব্র হাওয়া ও প্রচণ্ড বৃষ্টি বাস্তুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি করে। শুধু তাই নয়, এই সাইক্লোনের সঙ্গে আবার সম্পর্ক রয়েছে দাবানলের। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে সাইক্লোনের ফলে দাবানলের সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়।

আপনি হয়তো ভাবছেন এটা আবার কীভাবে সম্ভব? সাইক্লোন হওয়ার সঙ্গে দাবানলের কী সম্পর্ক? দুটো তো একেবারে ভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যেও যে একটি সম্পর্ক রয়েছে, তা সম্প্রতি জানিয়েছেন ফরাসি গবেষক থমাস ইবানেজ ও তাঁর সহকর্মীরা। থমাস বলেন, 'রেন ফরেস্ট সবসময় ভিজে থাকে। ফলে সেখানে আগুন লাগার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সাইক্লোনের ফলে রেন ফরেস্টেও আগুন লাগার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যায়।'

কীভাবে? আগুন জ্বলার জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন, জ্বালানি, যথেচ্ছ শুষ্ক মাইক্রো ক্লাইমেট ও একটি উৎস। সাইক্লোনের ফলে এই তিনটি উপাদানই মিলে যায়।

দক্ষিণ প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে যে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়, তাকে বলে সাইক্লোন। আতলান্তিক মহাসাগরেই এই ঝড় হারিকেন ও উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে টাইফুন নামে পরিচিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাইক্লোনে হাওয়ার গতিবেগ ২০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

এত জোড়ে হাওয়া বইলে গাছের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। পাতা, ডাল মাটিতে এসে পড়ে। সেগুলি শুকিয়ে হয়ে ওঠে জ্বালানি। রেন ফরেস্টের উঁচু উঁচু গাছের ডালপালার কারণে মাটিতে সেভাবে রোদ এসে পৌঁছায় না। কিন্তু সাইক্লোনের ফলে রেনফরেস্টে উঁচু গাছের ডালপালার চাঁদোয়া অনেকটাই ফাঁকা হয়ে যায়। এর ফলে সূর্যের আলো সহজেই মাটিতে এসে পৌঁছায়। এর ফলে রেনফরেস্টের তলদেশের পরিবেশ আর্দ্রতা হারায়, তা শুষ্ক হয়। ছোট গাছপালা, ভেঙে পড়া ডাল, পাতা শুকাতে শুরু করে। অর্থাৎ আগুন লাগার প্রথম দুটি উপাদান তৈরি হয়ে গেল। এরপর তো বাজ পড়ে আগুন যেমন লাগতে পারে, তেমনই মানুষও অনেকসময় বনে আগুন লাগিয়ে কৃষিজমি তৈরি করে। এর জেরে ক্রমশ দাবানলের সম্ভাবনা বেড়ে চলেছে।

আবার এর উলটোটাও হচ্ছে। দাবানলের ফলে সাইক্লোনের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনাও বাড়ছে। অবশ্যই দাবানল সাইক্লোনের উৎপত্তির ওপর সরাসরি কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না। সাইক্লোন তৈরি হয় সমুদ্রে। কিন্তু দাবানলের ফলে গাছপালা হয় পুরোপুরি পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, নাহলে অত্যধিক দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে সাইক্লোনের হাওয়া তারা প্রতিরোধ করতে পারে না।

গ্রহাণুর কক্ষপথ বদলাল ডার্টের ধাক্কায়

সফল হল নাসা। নিজের কক্ষপথ থেকে সরে গেল গ্রহাণু। সম্প্রতি নাসার ডার্ট স্পেসক্রাফ্ট ডাইমরফস নামে একটি গ্রহাণুকে আঘাত করে। সেই কথা আমরা আগের গল্পবিজ্ঞান সংখ্যায় জানিয়েছিলাম। সেই প্রতিঘাতের ফলে ডাইমরফসের কক্ষপথ প্রায় ৩২ মিনিট কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানীরা যা আশা করেছিলেন, তার থেকে এই ফলাফল অনেক বেশি।

ডার্ট-এর পুরো নাম ডাবল অ্যাস্ট্রয়েড রিডাইরেকশন টেস্ট। আমাদের পৃথিবীর দিকে যদি কোনও গ্রহাণু ছুটে আসে, যা আমাদের অস্তিত্বকে সংকটে ফেলে দিতে পারে, এমন ক্ষেত্রে আমাদের নিরাপত্তার জন্য এই ডার্ট মিশন। গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ডার্ট স্পেসক্রাফ্ট ডাইমরফস গ্রহাণুর গায়ে প্রতি ঘণ্টায় ২২,৫০০ কিমি বেগে আছড়ে পড়েছিল। সেই ছবি ধরা পড়েছিল ডার্টে থাকা ক্যামেরায়। এই ডাইমরফস আকারে একটি ফুটবল স্টেডিয়ামের মতো বড়। কিন্তু এই ডাইমরফস আবার আরও একটি বড় গ্রহাণুর চারপাশে ঘুরছে। সেটির নাম ডিডাইমস। ডার্ট স্পেসক্রাফ্টের ধাক্কায় ডাইমরফস ডিডাইমসের আরও কাছাকাছি চলে এসেছে। অর্থাৎ সেটি নিজের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

তবে এখানে বলে রাখা দরকার, ডিডাইমস বা ডাইমরফস, কোনওটিই পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছিল না। তবে আগামীতে কোনও গ্রহাণু পৃথিবীর দিকে ধেয়ে এলে কী করা উচিত, তা পরীক্ষার জন্যই এই গ্রহাণুজোড়াকে বেছে নিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা।

নাসার গবেষকরা জানিয়েছেন, আগে ১১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে ডাইমরফস ডিডাইমসের চারপাশে একবার পাক খেত। সেখানে এই ধাক্কার পর ১১ ঘণ্টা ২৩ মিনিটেই একবার প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করে ফেলছে।

সেপ্টেম্বরের শেষে ডার্ট গ্রহাণুটিকে ধাক্কা মারার পর থেকে চিলি ও দক্ষিণ আফ্রিকার চারটি টেলিস্কোপের মাধ্যমে ডাইমরফসের ওপর নজর রাখছিলেন গবেষকরা। কিন্তু ওই টেলিস্কোপের মাধ্যমে দুটি গ্রহাণুকে পৃথক করা সম্ভব নয়। বরং সে দুটির উজ্জ্বলতার তারতম্য ওই টেলিস্কোপে ধরা পরে। সেই আলোর তারতম্য বিশ্লেষণ করেই ডাইমরফসের কক্ষপথের সময়কাল নির্ধারণ করেছেন গবেষকরা। এছাড়া দিটি প্ল্যানেটারি রাডার ফেসিলিটি থেকেও একই তথ্য মিলেছে।

ওই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ন্যান্সি চাবট বলেন, 'যদি ওই গ্রহাণুর কক্ষপথ ৭৩ সেকেন্ডও কমে যেত, তাহলে আমরা এই মিশনকে সফল ভাবতাম। সেখানে ৩২ মিনিট কমে গিয়েছে। এটা আমাদের কাছে বিশাল বড় সাফল্য। আগামীদিনে আমাদের গ্রহের দিকে বড় কোনও গ্রহাণু চলে এলে, সেটিকে আটকাতে আমাদের এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।'

এমনিতে আমাদের গ্রহের দিকে মাঝেমধ্যেই এমন গ্রহাণু বা কোনও উল্কা ছুটে আসে। তবে আমাদের গ্রহের নিজস্ব ডিফেন্স সিস্টেম মানে বায়ুমণ্ডলে ঢুকে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

মাতৃদুগ্ধেও সন্ধান মাইক্রো প্লাস্টিকের

প্লাস্টিক যে পরিবেশের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর, তা আমরা জানি। প্লাস্টিক নষ্ট হয় না। এর ফলে আমাদের শরীরেই যে সেই প্লাস্টিক প্রবেশ করছে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। তবে সবচেয়ে চিন্তার বিষয়, এই প্রথম মাতৃদুগ্ধেও মাইক্রো প্লাস্টিকের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাতৃদুগ্ধে ৫ মিলিমিটারের কম আয়তনের প্লাস্টিক মিলেছে। সম্প্রতি রোমে ৩৪ জন সুস্থ মহিলার ওপর ওই গবেষণা চালানো হয়। সন্তান জন্মের এক সপ্তাহের মধ্যে মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহ করে পরীক্ষা করাতে তাতে মাইক্রো প্লাস্টিকের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে।

এর আগে মানুষের প্লাসেন্টাতেও মাইক্রো প্লাস্টিকের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছিল। এবার মাতৃদুগ্ধেও মাইক্রো প্লাস্টিকের সন্ধান মেলায় নবজাতকের স্বাস্থ্য নিয়ে বেশ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন গবেষকরা। গবেষণার জন্য রোমে প্রথমে ৩৪ জন সদ্য মা হয়েছেন এমন মহিলাদের থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সেই নমুনা পরীক্ষার পর দেখা যায় ৩৪ জনের মধ্যে ২৬ জনের দুগ্ধে মাইক্রো প্লাস্টিক রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পলিইথিলিন, পলিপ্রোপাইলিন। তবে এই পরীক্ষায় ২ মাইক্রনের ছোট পার্টিকল খুঁজে পাননি গবেষকরা। যদিও তাঁদের অনুমান, মাতৃদুগ্ধে দুই মাইক্রনের ছোট মাইক্রো প্লাস্টিকও রয়েছে।

কিন্তু মাতৃদুগ্ধে মাইক্রো প্লাস্টিক এল কোত্থেকে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে ওই মহিলাদের খাবার ও পানের ধরনের ওপর পরীক্ষা চালান গবেষকরা। খাবারের বিভিন্ন প্লাস্টিক কনটেনার এবং বিউটি প্রোডাক্টের প্লাস্টিক কনটেনার নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। তাঁরা ভেবেছিলেন, সেখান থেকে প্লাস্টিক মানব শরীরে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু পরীক্ষায় এরকম কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তার থেকে বিজ্ঞানীদের ধারণা, পরিবেশে থাকা বিভিন্ন মাইক্রো প্লাস্টিকই আমাদের দেহে ঢুকে যাচ্ছে। ফলে এর থেকে বাঁচার উপায় এই মুহূর্তে নেই।

কিন্তু যে মহিলাদের দুগ্ধে মাইক্রো প্লাস্টিকের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে, তাঁরা কী করবেন? শিশুকে স্তন্যপান করানো বন্ধ করে দেবেন? ওই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ডঃ ভ্যালেন্তিনা নোটারস্টেফানো অবশ্য বলেন, 'অবশ্যই মাতৃদুগ্ধে মাইক্রো প্লাস্টিকের উপস্থিতি চিন্তার বিষয়। কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধ অনেক বেশি দরকারি। তাই কোনওমতেই স্তন্যপান বন্ধ করা যাবে না। তবে আমাদের উচিত, প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ করা।'

আমাদের পরিবেশের সর্বত্র এই মাইক্রো প্লাস্টিক রয়েছে। সে সমুদ্রের জল হোক বা বায়ুমণ্ডল। শ্বাসকার্যের পাশাপাশি জল ও খাবারের মাধ্যমেও আমাদের শরীরে তা প্রবেশ করে। এখনও পর্যন্ত যেটুকু গবেষণা হয়েছে, তার ভিত্তিতে বলা যায় মাইক্রো প্লাস্টিক শরীরের জন্য ক্ষতিকর। দেখা গিয়েছে, মাইক্রো প্লাস্টিকের কারণে ফুসফুসের প্রদাহ এমনকি ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। এর আগে মানুষের রক্তেও মাইক্রো প্লাস্টিকের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছিল।

গভীর জলে তিমিকে বাঁচায় 'অভিনব জাল'

যাঁরা নিয়মিত সাঁতার কাটেন, তাঁরা ভালোভাবেই জানেন জলের তলায় চাপ কতটা থাকে। একটু গভীর জলে গেলে সেই চাপ আরও ভালোভাবে বোঝা যায়। বায়ুমণ্ডলের চাপের থেকে জলের চাপ অনেক বেশি। এই চাপের কারণেই সমুদ্রের তলায় একটা নির্দিষ্ট গভীরতার পর মানুষের পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

কিন্তু কখনও ভেবেছেন তিমি, ডলফিনের মতো স্তন্যপায়ী প্রাণীরা কীভাবে সমুদ্রের গভীরে চলে যায়? তারা মানুষের থেকে অনেক বেশি গভীরে যেতে পারে, অনেকক্ষণ ধরে সেই গভীরতাতে থাকতেও পারে। তিমি বা ডলফিন যে গভীরতায় চলে যায়, সেখানে জলের চাপ মারাত্মক। অত চাপে রক্তচাপ প্রচণ্ড বেড়ে গিয়ে তা প্রাণঘাতী হতে পারে। ফেটে যেতে পারে শিরা-ধমনী, হতে পারে ব্রেনস্ট্রোক।

কিন্তু তা কেন হয় না, সে নিয়ে গবেষকদের কাছে এতদিন কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য ছিল না। তবে সম্প্রতি একদল বিজ্ঞানী সেই আঁধারে কিছুটা যেন আলোকপাত করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, তিমি বা ডলফিনের মতো সিটেসিয়ান গোত্রের প্রাণীদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায় রক্তের অসংখ্য জালিকা। এই ব্লাড ভেসেলের জাল মূলত এদের মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডের আশপাশে থাকে। তিমি বা ডলফিন যখন গভীর সমুদ্রে ডুব দেয়, তখন অতিরিক্ত রক্তচাপ সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে এই রক্তনালির জাল।

এই জালের নাম রেটিয়া মিরাবিলিয়া, যার অর্থ 'অভিনব জাল'। তবে শুধু সিটেসিয়ান প্রাণীদেরই এই জাল থাকে তা নয়, আরও অনেক প্রাণীর দেহেই এর উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে। যার মধ্যে জিরাফ ও ঘোড়াও রয়েছে। কিন্তু এই রেটিয়া মিরাবিলিয়া অন্য জলজ স্তন্যপায়ী যেমন সিল, সামুদ্রিক গাভীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। এখন এটা বলে রাখা দরকার, সিল বা সামুদ্রিক গাভী কিন্তু ডলফিন বা তিমির মতো সমুদ্রের গভীরে যায় না। সেই থেকে গবেষকদের অনুমান, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কোনও ভূমিকা এই জালিকার রয়েছে।

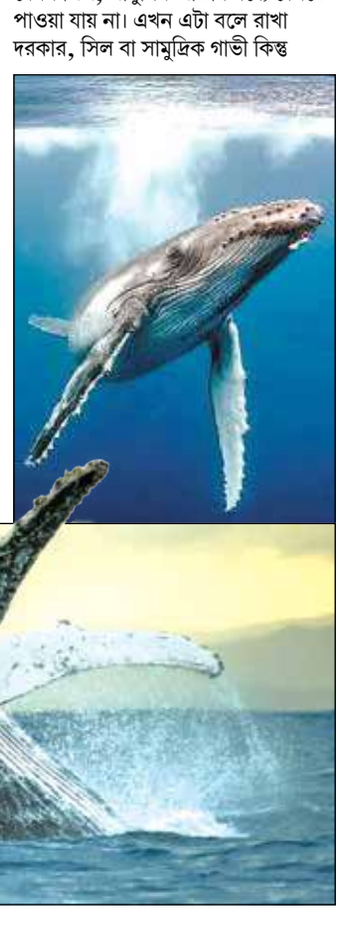

যখন তিমি, ডলফিন গভীর সমুদ্রে যায়, তখন এরা দ্রুত এদের ল্যাজ নাড়ায়। এর ফলে রক্তের চাপ এমনিতেই কিছুটা বেড়ে যায়। একইভাবে ঘোড়া যখন দৌড়ায়, তখন সেটির রক্তচাপ বাড়ে। কিন্তু ঘোড়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের চাপ কিছুটা হলেও আয়ত্তে রাখতে পারে। কিন্তু ডলফিন বা তিমির পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাদের শ্বাস ধরে রাখতে হয়। এর ফলে শরীরের ভেতর চাপ আরও বাড়তে থাকে।

এই বিষয়টি নিয়েই গবেষণা চালান ভ্যাঙ্কুভারের ব্রিটিশ কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষকরা। তাঁরা ১১ প্রজাতির সিটেসিয়ান্সের স্পেসিমেন নিয়ে একটি কম্পিউটারাইজড মডেল তৈরি করেন। সেই গবেষণা চালিয়ে তাঁদের প্রাথমিক ধারণা, তিমি বা ডলফিনের দেহে রক্তচাপ বাড়তে থাকলে রক্ত সরাসরি মস্তিষ্কে পৌঁছানোর আগে এই জালিকায় চলে আসে। এই জালিকা আবার একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই জালিকার মাধ্যমে শিরা থেকে রক্ত চলে যায় ধমনীতে, আবার ধমনী থেকে রক্ত চলে আসে শিরায়। এইভাবে এই জালিকার মাধ্যমে রক্তের চাপ ছড়িয়ে গিয়ে তা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

যদিও এটি প্রাথমিক পরীক্ষার পর অনুমান গবেষকদের। সব সিটেসিয়ান্সের মধ্যেই এই রক্তজাল দেখা যায় কি না, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত হতে পারেননি গবেষকরা।

জানা-অজানা

প্রিয় বন্ধু

আমাদের সবার যেমন প্রিয় একজন বন্ধু থাকে, তেমনই গোরুরও থাকে। একপাল গোরুর মধ্যে কোনও দুটি গোরু একে অপরের বেশি প্রিয় হতে পারে। অর্থাৎ আমাদের মতোই গোরুও প্রচণ্ড সামাজিক। এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রিয় বন্ধুর থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিলে গোরুর হার্টবিট অনেক বেড়ে যায়।

ঘোড়ার ক্ষমতা

মুখের অঙ্গভঙ্গি কি শুধু মানুষই পারে? একদম না। আরও অনেক উন্নত প্রাণী নিজেদের মুখে নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গি করতে পারে। যেমন ঘোড়া ১৭ রকমের অঙ্গভঙ্গি করতে সক্ষম। শিম্পাঞ্জি ১৪ রকমের মুখে অঙ্গভঙ্গি করতে পারে। আর মানুষ পারে ২৭ রকমের।

কেঁচোর লাফ

কেঁচো দেখে যত অসহায় মনে হোক না কেন, কিছু কিছু কেঁচো প্রজাতির অদ্ভুত ক্ষমতাও রয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমাংশে এক ধরনের কেঁচোর প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর নাম অ্যামিন্থাস। এরা হঠাৎ করে লাফিয়েও উঠতে পারে। আবার ভয় পেলে বা আত্মরক্ষায় টিকটিকির মতো ল্যাজ খসিয়ে প্রাণ বাঁচাতেও সক্ষম।

বাণিজ্য সংবাদ

১৫৯৫২ কোটি মুনাফা এলআইসি'র

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষের জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে ১৫৯৫২ কোটি টাকা মুনাফা করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থা লাইফ ইনসুরেন্স কর্পোরেশন (এলআইসি)। গত অর্থবর্ষের একই কোয়ার্টারে সংস্থাটির মুনাফা হয়েছিল মাত্র ১৪৩৪ কোটি টাকা। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম অর্থাৎ এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারে মুনাফার অঙ্ক ছিল ৬৮২.৯ কোটি টাকা।

বিনিয়োগ এবং প্রিমিয়াম বাবদ আয় বাড়ার কারণেই এলআইসি'র মুনাফা বেড়েছে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে প্রিমিয়াম বাবদ আয় হয়েছে ১.৩২ লক্ষ কোটি টাকা। গত অর্থবর্ষের একই কোয়ার্টারে প্রিমিয়াম বাবদ আয় হয়েছিল ১.০৪ লক্ষ কোটি টাকা। অন্যদিকে বিনিয়োগ থেকে মুনাফা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪,১০৪ কোটি টাকা হয়েছে। এলআইসি'র অনুৎপাদক সম্পদ সামান্য কমে ২৬১১১ কোটি টাকা হয়েছে। সংস্থার প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী, প্রথম বছরের প্রিমিয়াম বাবদ আয় ১১ শতাংশ বেড়ে ৯১২৪.৭ কোটি টাকা হয়েছে। প্রথম বছরের প্রিমিয়াম ব্যবসা বৃদ্ধিরই ইঙ্গিত দেয়। শুক্রবার এলআইসি'র শেয়ারদর বেড়ে ৬২৭ টাকা ৭০ পয়সা হয়েছে। মে মাসে শেয়ার বাজারে নথিভুক্তির সময় এই দর ছিল ৮৭২ টাকা। এলআইসি'র শেয়ার আইপিওতে ৯৪৯ টাকা দামে বিক্রি করা হয়েছিল। ভালো মুনাফায় এলআইসি'র শেয়ারদর ঘুরে দাঁড়ায় কি না এখন সেটাই দেখার।

ফিউচার রিটেল কেনার দৌড়ে আদানি-আম্বানি

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : ঋণে জর্জরিত ফিউচার রিটেল কেনার দৌড়ে প্রথম সারিতে রয়েছেন মুকেশ আম্বানি এবং গৌতম আদানি।

২০ অক্টোবর ছিল ফিউচার রিটেল কিনতে আগ্রহী ক্রেতাদের দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। সেবির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মোট ১৩টি সংস্থা দরপত্র জমা দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের শাখা সংস্থা রিলায়েন্স রিটেল ভেঞ্চার্স। আদানি গোষ্ঠীর সংস্থা আদানি এয়ারপোর্ট হোল্ডিংস এবং ফ্লেমিংগো গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে গড়া সংস্থা এপ্রিল মুন রিটেলও দরপত্র দিয়েছে। এছাড়াও দরপত্র জমা দিয়েছে শালিমার কর্পোরেশন লিমিটেড, নলওয়া স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার, ইউনাইটেড বায়োটেকসের মতো বড় সংস্থা। একসময়ে কিশোর বিয়ানির ফিউচার রিটেল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রিটেল সংস্থা ছিল। যাদের অন্যতম জনপ্রিয় ব্র্যান্ড বিগ বাজার। কিন্তু ঋণ শোধ করতে না পারায় দেউলিয়া আদালতে ফিউচার রিটেলকে নিয়ে গিয়েছে ঋণদাতা ব্যাংকগুলি। ২০২০-তে ফিউচার গোষ্ঠীর খুচরো, পাইকারি, পণ্য পরিবহণ এবং গুদাম ব্যবসা কিনতে চুক্তি করেছিল রিলায়েন্স। অ্যামাজনের করা মামলার জেরে সেই চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এবার মুকেশের লক্ষ্যপূরণ হয় কি না এখন সেদিকেই নজর শিল্পমহলের।

৭ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : ২০২২-এ ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা মুডিং ইনভেস্টর্স সার্ভিস। তাঁদের আগের পূর্বাভাস ছিল ৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধির।

গ্লোবাল ম্যাক্রো আউটলুক ২০২৩-'২৪ শীর্ষক রিপোর্টে মুডিজ জানিয়েছে, চড়া মূল্যবৃদ্ধি, সুদের হার বৃদ্ধি এবং বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথগতির প্রভাব পড়বে ভারতের অর্থনীতিতে। ডলারের নিরিখে টাকার দামে পতন এবং বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধিও আর্থিক বৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ২০২২-এর পর ২০২৩-এ বৃদ্ধির হার কমে ৪.৮ শতাংশ হতে পারে বলে জানিয়েছে মুডিজ। তাদের আগের পূর্বাভাস ছিল ৫.২ শতাংশ বৃদ্ধির। তবে ২০২৪-এ বৃদ্ধির হার বেড়ে ৬.৪ শতাংশ হতে পারে বলে আশা করছে মুডিজ। ভারতের জিডিপির পরিসংখ্যান অর্থবর্ষ (এপ্রিল থেকে মার্চ) অনুযায়ী হলেও মুডিজের পরিসংখ্যান ক্যালেন্ডার বছর ধরে করা হয়েছে। সেই হিসাবে ২০২১-এ ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৫ শতাংশ। চলতি বছরের প্রথম দুই অর্থাৎ জানুয়ারি-মার্চ এবং এপ্রিল থেকে জুন কোয়ার্টারে জিডিপি যথাক্রমে ৪.১ শতাংশ এবং ১৩. ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুডিজ আরও জানিয়েছে, মূল্যবৃদ্ধি রুখতে আরও ৫০ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট বাড়াতে পারে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া।

শীর্ষে মারুতি অল্টো

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : অক্টোবরে দেশে বিক্রি হওয়া গাড়ির মধ্যে শীর্ষস্থান পেল মারুতি অল্টো। সেরা দশটির মধ্যে দেশের বৃহত্তম গাড়ি নির্মাতা সংস্থা মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়ার ৭টি মডেল।

অক্টোবরে অল্টোর ২১,২৬০টি গাড়ি বিক্রি হয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে আছে মারুতির ওয়াগনার, সুইফট এবং বেলিনো। এই তিন মডেলের বিক্রিত গাড়ির সংখ্যা যথাক্রমে ১৭৯৪৫, ১৭২৩১ এবং ১৭১৪৯। পঞ্চম স্থানে আছে টাটা নেক্সন। অক্টোবরে ১৩৭৬৭টি গাড়ি নেক্সন বিক্রি করেছে টাটা মোটরস। ষষ্ঠ স্থানে আছে মারুতি ডিজায়ার্স। মারুতি ১৩৩২১টি ডিজায়ার্স বিক্রি করেছে। সপ্তম স্থান পেয়েছে হুন্ডাইয়ের ক্রেটা। এই মডেলটির ১১৮৮০টি গাড়ি বিক্রি হয়েছে। প্রথম দশে স্থান পেয়েছে টাটার আর একটি মডেল পাঞ্চ। অক্টোবরে ১০৯৮২টি পাঞ্চ বিক্রি হয়েছে। নবম ও দশম স্থান পেয়েছে মারুতির এর্তিগা (১০৪৯৪) এবং ব্রিজা (৯৯৪১)।

আমেরিকায় প্রত্যাশার তুলনায় কম মূল্যবৃদ্ধি

সর্বকালীন উচ্চতা ছাড়াতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার

বোধিসত্ত্ব খান

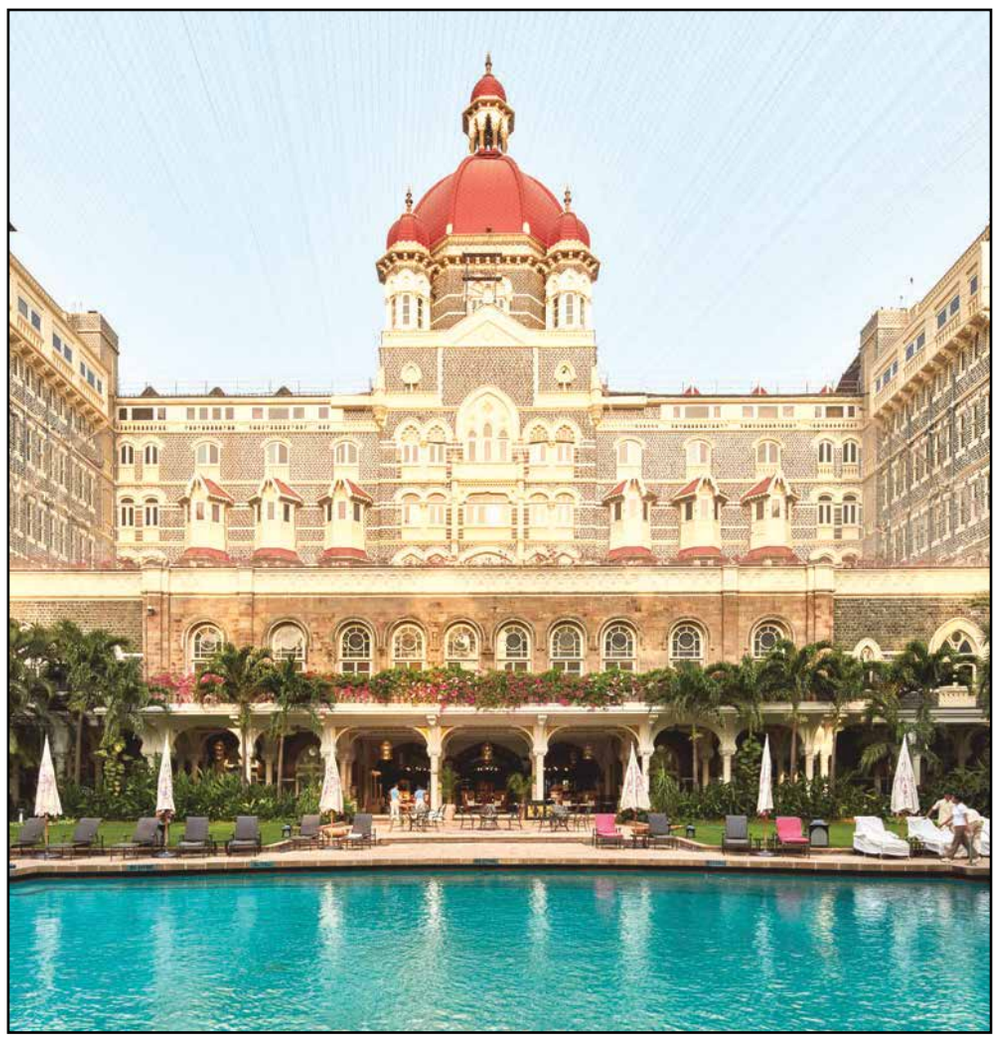

অতিমারিতে সমস্ত বিশ্বজুড়ে যখন হোটেল ব্যবসা বিপর্যস্ত হয় তখন অনেকে হয়তো কল্পনাও করতে পারেননি যে হোটেল সেক্টর এভাবে ঘুরে দাঁড়াবে। টাটা গ্রুপের এই কোম্পানি গত সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের ১২১ কোটি টাকার ক্ষতির তুলনায় এই বছরের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ১২২ কোটি টাকা লাভ করে বিনিয়োগকারী থেকে শুরু করে সমস্ত বিশেষজ্ঞ অবধি চমকে দিয়েছে। কেবলমাত্র দেশে নয়, বিদেশের মাটিতে থাকা নিজেদের হোটেলগুলি থেকেও তারা ভালো লাভ ঘরে তুলেছে।

গত এক বছরে আমেরিকায় শেয়ার বাজার ক্রমাগত নেমেই গিয়েছে। তিন দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যবৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডের বহুবার সুদের হার বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধিকে আয়ত্তে রাখা যাচ্ছিল না। যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে আমেরিকার শেয়ার বাজারে। যেখানে ন্যাসড্যাক কমপোজিটের সর্বোচ্চ ছিল ১৫,৮৫২.১৪, সেখান থেকে নামতে নামতে তা ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছোঁয় ১০,০৮৮.৮৩-তে। বৃহস্পতিবার প্রত্যাশা ছিল যে মূল্যবৃদ্ধি আরও বাড়বে। শতাংশের হিসেবে কিন্তু সিপিআই বা কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স প্রত্যাশার ৮.২ শতাংশের তুলনায় কমে হয়েছে ৭.৭ শতাংশ। যা সেপ্টেম্বরের তুলনায় ০.৫ শতাংশ কম। আর এতেই ঝড় উঠেছে আমেরিকার শেয়ার বাজার তথা বিভিন্ন স্টক এক্সচেঞ্জে। বৃহস্পতিবার রাতে ন্যাসড্যাক কমপোজিট ৭.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ডাউজোন্স ৩.৭ শতাংশ এবং এস অ্যান্ড পি ৫.৫০ শতাংশ। গত পনেরো বছরে সিপিআই ইনফ্লেশন প্রকাশের দিন আমেরিকার শেয়ার বাজারে এই বিপুল উত্থান আগেও ঘটেনি। এর ফল বা প্রভাব সঙ্গে সঙ্গে পড়ে বন্ড মার্কেট এবং ডলারের ওপর। ১০ বছরের বন্ড ইল্ড একধাক্কায় ৪.১ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ৩.৪৪৯ শতাংশে। প্রত্যাশা রয়েছে যে, ডলারের তুলনায় টাকা এরপর কিছুটা হলেও শক্তিশালী হবে। তবে ফেডারেল ব্যাংক জানিয়ে দিয়েছে যে, যতক্ষণ না মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আসে ততক্ষণ কিন্তু তারা সুদের হার বৃদ্ধি করতেই থাকবে এবং তাতে বিশ্বে ডলারের ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

বৃহস্পতিবার এই দুরন্ত র‍্যালিতে অবশ্যই স্বস্তি পাবে ভারতের সমস্ত আইটি কোম্পানি। এতদিন আমেরিকায় অর্থনৈতিক দোদুল্যমানতার জন্য বড় সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল ভারতের সব নামীদামি কোম্পানিগুলি। এই র‍্যালি নিঃসন্দেহে তাদের মনে বড় ভরসা জোগাবে। ডিসেম্বরে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরবিআইয়ের মানিটারি পলিসি কমিটির মিটিং আছে। যা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে, আরবিআই হয়তো বা ফেডের পথে হেঁটেই পুনরায় আরেক দফায় সুদের হার বৃদ্ধি করার পথে হাঁটতে পারে। অবশ্য সেই মিটিংয়ের আগে মূল্যবৃদ্ধি যদি কমে সেক্ষেত্রেও আরবিআই সুদের হার বৃদ্ধির রাস্তায় হাঁটে কি না সেটা তো সময় বলবে। তবে বৃহস্পতিবার রাতে আমেরিকার শেয়ার বাজারের এই বাড়বাড়ন্ত কিন্তু বিভিন্ন এশীয় মার্কেট এবং অবশ্যই ভারতীয় শেয়ার বাজারকে ছুঁয়েছে। শুক্রবার নিক্কেই ২.৯৫ শতাংশ, হ্যাংসেং ৫.৫৪ শতাংশ, তাইওয়ান ৩.৬২ শতাংশ, কসপি ৩.২১ শতাংশ, সাংহাই ১.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় শেয়ার বাজারে এদিন সকালে নিফটি ২৮৪ পয়েন্ট বা ১.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ট্রেড করেছিল এবং সেনসেক্স ১০০০ পয়েন্টের ওপর বৃদ্ধি পেয়ে ১.৬৫ শতাংশে ট্রেড করেছিল।

এদিন সব নিউএজ শেয়ারে কেনাকাটার উৎসাহ ছিল দেখার মতো। পিবি ফিনটেক, জোম্যাটো, নাইকা সবগুলিতেই ছিল এক স্বস্তি। এদিন নাইকা ১৬ শতাংশের উত্থান দেখে। জোম্যাটো এই কোয়ার্টারের ফলাফলের প্রেক্ষিতেও ২৫০ কোটির ক্ষতি দেখিয়েছে। জোম্যাটো নিজেদের ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার কথা বললে বাস্তবে তা হয়নি। তাদের রোজগার ৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও এই কোম্পানি কবে লাভের মুখ দেখবে তা সত্যিই কোটি টাকার প্রশ্ন। এই কোম্পানির শেয়ারে যদিও ৯ শতাংশ বৃদ্ধি এসেছে তাহলেও এটা মানতে ক্ষতি নেই যে, কোয়ার্টারের পর কোয়ার্টার ক্ষতি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারীদের স্বস্তির মধ্যে রাখছে না। একই কথা খাটে পিবি ফিনটেকের ক্ষেত্রেও। শুক্রবার যে শেয়ারগুলির প্রতি বিনিয়োগকারীদের নজর ছিল তার মধ্যে ছিল এইচডিএফসি এবং এইচডিএফসি ব্যাংক, অ্যাক্সিস ব্যাংক, আইসিআইসিআই ব্যাংক, বাজাজ ফিন্যান্স, এসবিআই প্রভৃতি এবং আইটি সেক্টরের মধ্যে টিসিএস, ইনফোসিস, টেক মাহিন্দ্রা, উইপ্রো, মাইন্ড ট্রি, এইচসিএল টেক, পারসিসটেন্ট সিস্টেম, এল অ্যান্ড টি টেকনলজি প্রভৃতি। অর্থাৎ আমেরিকার শেয়ার বাজার স্বস্তিতে আসার পর নিরন্তর র‍্যালি করেছে ছোট, মাঝারি, বড় আইটি কোম্পানিগুলি। ফিন্যান্সিয়ালগুলির মধ্যে এইচডিএফসি ব্যাংক এবং এইচডিএফসির সংযুক্তিকরণের যে কথা উঠেছে তা সম্ভবত বেশ কয়েক মাসের মধ্যে পূর্ণতা পেতে পারে। তারপর একটি ভ্যালু আনলকিংয়ের কথা আসবে যেখানে সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলিকে আলাদা করে তার আইপিও নিয়ে আসতে পারে এই সংযুক্ত কোম্পানি। এই সম্ভাবনা কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ বেশ খানিকটা বৃদ্ধি করবে।

আমেরিকার বাজারে বন্ড ইল্ড (১০ বছর) ৪ শতাংশ নীচে নেমে যাওয়ার পর বহু মাস পর টাকা ডলারের তুলনায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এইদিন ১ ডলারের বাজারদর চলছিল ৮০.৭১ টাকা যা গত দুই মাসে সর্বোচ্চ। নিউএজ শেয়ার ইজি ট্রিপ বোনাস শেয়ার এবং স্টক স্প্লিটের দিন ঘোষণা করেছে। নভেম্বরের ২২ তারিখে প্রত্যেকটি শেয়ার ভেঙে দুই টুকরো হবে এবং বিনিয়োগকারীর কাছে থাকা প্রতিটি শেয়ারের বিনিময়ে তারা বিনামূল্যে তিনটি করে শেয়ার পাবেন। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে যে কোম্পানিগুলি ভালো ফলাফল করেছে তার মধ্যে অবশ্যই নাম করতে হয় ইন্ডিয়ান হোটেলের। অতিমারিতে সমস্ত বিশ্বজুড়ে যখন হোটেল ব্যবসা বিপর্যস্ত হয় তখন অনেকে হয়তো কল্পনাও করতে পারেননি যে হোটেল সেক্টর এভাবে ঘুরে দাঁড়াবে। টাটা গ্রুপের এই কোম্পানি গত সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের ১২১ কোটি টাকার ক্ষতির তুলনায় এই বছরের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ১২২ কোটি টাকা লাভ করে বিনিয়োগকারী থেকে শুরু করে সমস্ত বিশেষজ্ঞ অবধি চমকে দিয়েছে। কেবলমাত্র দেশে নয়, বিদেশের মাটিতে থাকা নিজেদের হোটেলগুলি থেকেও তারা ভালো লাভ ঘরে তুলেছে।

আরেকটি কোম্পানির কথা না বললেই নয়। তা হল সরকারি কোম্পানি এসবিআই। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে তারা লাভের নিরিখে ভারতের সবচেয়ে লাভজনক কোম্পানি হিসেবে উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে তারা পিছনে ফেলে দিয়েছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মতো তাবড় কোম্পানিকেও। এই কোয়ার্টারে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া লাভ করেছে ১৪,৭৫২ কোটি টাকা। যা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের রোজগার করা ১৩,৬৫৬ কোটি টাকার থেকে ১০৯৬ কোটি টাকা বেশি। যে দেশে প্রাইভেট কোম্পানিগুলি সরকারি কোম্পানির থেকে অনেক ভালো ফল করে এসেছে চিরকাল, সেখানে একটা সরকারি কোম্পানি সর্বাধিক লাভ করছে, এটা নিঃসন্দেহে অতি গর্বের কথা বটে। এটাও লক্ষণীয় যে, গত কয়েক কোয়ার্টার ধরে বিভিন্ন পিএসইউ কোম্পানি যেভাবে লাভ বৃদ্ধি করছে, তাতে বিনিয়োগকারীদের মনে অবশ্যই একটি ভরসা তৈরি হয়। কি কোল ইন্ডিয়া, এসবিআই, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, কানাড়া ব্যাংক, অন্যান্য মেটাল এবং মাইনিং কোম্পানি, আইআরসিটিসি- সবাই ভালো করেছে। সেল বাদ দিয়ে মোটামুটি সব সরকারি কোম্পানিই এবার একটি তাগিদ অনুভব করেছে ভালো করার। অবশ্য সেলের খারাপ ফল বা ক্ষতির পিছনে সরকারি সিদ্ধান্তও কাজ করেছে। বিশেষ করে স্টিল এবং অয়েল সেক্টরে সরকার অতিরিক্ত কর বসানোয় এই সেক্টরগুলির বিভিন্ন কোম্পানিকে কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে।

শুক্রবার যে শেয়ারগুলি সবচেয়ে বেশি উত্থান দেখেছে তার মধ্যে রয়েছে আজমিরা রিয়েলটি (১৩.৪৪ শতাংশ), মুথুট ক্যাপিটাল (১২.৯৮ শতাংশ), ব্রাইট কম (৬.৭৪ শতাংশ), এইচডিএফসি (৬.৫৭ শতাংশ), এইচডিএফসি ব্যাংক (৬.৪ শতাংশ), কোফর্জ (৫.৯৩ শতাংশ), ইনফো এজ (৫.৬৩ শতাংশ), জিন্ডাল স্টিল (৫.২৫ শতাংশ) ইত্যাদি। যে শেয়ারগুলি এদিন নিফটি বা সেনসেক্সের উৎসাহের অংশ হতে পারেনি এবং পতনের মুখ দেখেছে তার মধ্যে রয়েছে জিএনএফসি (-৯.১৮ শতাংশ), ইন্ডিয়ান হোটেল (-৭.৫১ শতাংশ), আইসার মোটরস (-৪.৭৫ শতাংশ), ট্রেন্ট (৪.৬৯ শতাংশ) এবং কনটেনার কর্পোরেশন (-৩.৮৩ শতাংশ)। অটো সেক্টরে টাটা মোটরস আবারও প্রবল ক্ষতির মুখে পড়েছে। সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে তাদের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৪৪.৬১ কোটি টাকা। এই একই সেক্টরে অবশ্য মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার মোট লাভ ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কোয়ার্টারে তাদের লাভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০৯০ কোটি টাকা।

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন শেয়ার মার্কেটের এই উত্থানের মাঝে বহু ভারতীয় কোম্পানি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছাড়িয়ে যায়। এদিন এজিএস লজিস্টিক্স, কল্পতরু পাওয়ার, ভারত ফোর্জ, ইউনিয়ন ব্যাংক, আদানি এন্টারপ্রাইজেস তাদের বিনিয়োগকারীদের খুশি করেছে। তবে শেয়ার বাজার বৃদ্ধি পেলেও মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানি তেলের দাম, সোনার দাম, ডলার- এই সবকিছুই কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিকে ধাক্কা দিয়ে চলেছে। ২৪ ক্যারাটের ১০ গ্রাম সোনার দাম ৫২,২৮০ টাকা। রুপোর দাম চলছে ৬৩,২৮৬ টাকা প্রতি কিলো। আমেরিকায় মূল্যবৃদ্ধি কমের দিকে যাওয়াতেই র‍্যালি দেখা গিয়েছে কাঁচা অপরিশোধিত জ্বালানি তেলে। এদিন ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রতি ব্যারেল ট্রেড করেছে ৮৮.৫৭ ডলার এবং ব্রেন্ট ক্রুড ৯৫.৯৬। অর্থাৎ এই সময় ভারত যে খুব স্বস্তিতে আছে তা কিন্তু নয়।

বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যে বিটকয়েন ট্রেড করছে ১৩.৪৭ লক্ষ টাকায়। ইথেরিয়াম ট্রেড করেছে ১.০১ লক্ষ টাকায়। কারদানো ২৯.১৮ টাকা, পলিগন ৮৭.১ টাকা এবং পোলকাডট ৪৬৮.১ টাকায় ট্রেড করেছে। গত কয়েক মাস ধরে অবশ্য ক্রিপ্টোকারেন্সিতে তেমন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। তবে আমেরিকার অর্থনীতি আবার ভালোর দিকে এগোলে ক্রিপ্টোরও ভাগ্যে সদর্থক পরিবর্তন হতে পারে। যাঁরা বিদেশের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে থাকেন মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে তাঁরাও আশা করবেন যে ইউরোপীয় এবং আমেরিকার শেয়ার বাজারে ভালো পরিবর্তন আসে। তবে এদিন কিন্তু লার্জ ক্যাপ শেয়ারগুলি মিড ক্যাপ বা স্মল ক্যাপের তুলনায় বেশি ভালো করেছে। আজকের উত্থানের পর বিনিয়োগকারীদের বেশ সতর্ক থাকা উচিত। কারণ, শেয়ার বাজার চরিত্রগতভাবে সর্বকালীন উচ্চতার কাছে এলেই কিন্তু বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সামনের সপ্তাহটা কী ট্রেডার, কী বিনিয়োগকারী উভয়ের জন্যই চ্যালেঞ্জিং। নতুন বিনিয়োগকারীরা লার্জ ক্যাপের ওপর ভরসা রেখে চললেই কিন্তু ভালো।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ এই লেখাটিতে লেখকের বক্তব্য নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। অক্টোবরে সিপিআই ৮.২ শতাংশ থেকে কমে ৭.৭ শতাংশ হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির হার কমায় সুদের হার বাড়ানো নিয়ে এবার ধীরে চলতে পারে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। সেই আশায় ভর করে চাঙ্গা হয়েছে মার্কিন শেয়ার বাজার। সেই প্রভাব পড়েছে অন্যান্য শেয়ার বাজারেও।

লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিগত কয়েক মাস ধরে টালমাটাল ছিল সারা বিশ্বের অর্থনীতি। সেই মূল্যবৃদ্ধির হার কমার ইঙ্গিতে চাঙ্গা হল সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজার। একই পথে হেঁটে ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজারও। সর্বোচ্চ উচ্চতার কাছে পৌঁছে গেল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে খুব শীঘ্রই নয়া উচ্চতার রেকর্ড তৈরি করবে দুই সূচক।

সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৬১৭৯৫.০৪ এবং নিফটি ১৮৩৪৯.৭০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় দুই সূচক উঠেছে যথাক্রমে ৮৪৪.৬৮ এবং ২৩২.৫৫ পয়েন্ট। সেনসেক্স ও নিফটির সর্বকালীন সেরা উচ্চতা ৬২২৪৫.৪৩ এবং ১৮৬০৪.৪৫ পয়েন্ট থেকে মাত্র কয়েক কদম দূরে রইল দুই সূচক। সর্বোচ্চ উচ্চতা অতিক্রম করলে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি।

বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। অক্টোবরে সিপিআই ৮.২ শতাংশ থেকে কমে ৭.৭ শতাংশ হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির হার কমায় সুদের হার বাড়ানো নিয়ে এবার ধীরে চলতে পারে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। সেই আশায় ভর করে চাঙ্গা হয়েছে মার্কিন শেয়ার বাজার। সেই প্রভাব পড়েছে অন্যান্য শেয়ার বাজারেও। সূচকের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলিও। বিগত কয়েকদিন তারা নাগাড়ে লগ্নি করছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। যার হাত ধরে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় মুদ্রা টাকাও। ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম পৌঁছেছে ৮০ টাকা ৭৪ পয়সায়। সম্প্রতি যা ৮৩ টাকা পেরিয়ে গিয়েছিল। বিগত কয়েক সপ্তাহে টানা সিদ্ধান্তও। সে দেশের বিভিন্ন শহরে লকডাউন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ায় তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে। তবে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ায় জ্বালানি তেলের দাম ফের ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। যা আগামীদিনে সূচকের উত্থান-পতনে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

আগামীদিনে আরও যে ইস্যুগুলি প্রভাব ফেলবে তার মধ্যে অন্যতম- চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের জিডিপি পরিসংখ্যান, মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যান, উৎসবের মরশুম শেষ হওয়ার পরও বাজারে চাহিদা কেমন থাকে ইত্যাদি বিষয়গুলি।

উৎসবের মরশুমেও সোনার দামে তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। এবার বিয়ের মরশুম শুরু হচ্ছে। আগামী কয়েক মাসে দেশজুড়ে রেকর্ড বিয়ের অনুষ্ঠান হবে বলে মনে করা হচ্ছে। যার প্রভাব সোনার দামে পড়ে কি না এখন তাই দেখার।

এ সপ্তাহের শেয়ার

১) অম্ব্রু পেপার : বর্তমান মূল্য-৪৪৮.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫১০/২০৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৪১৫-৪৩৫, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-১৭৮৪, টার্গেট-৬৫০।

২) টাইটান কোম্পানি : বর্তমান মূল্য-২৬৫১.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৭৯১/১৮২৫, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২৫৫০-২৬০০, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-২৩৫৪২৩, টার্গেট-৩২০০।

৩) বিইএল : বর্তমান মূল্য-১০৭.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১১৫/৬২, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১০০-১০৫, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-৭৮৪৩৩, টার্গেট-১৫৭।

৪) ডাবর : বর্তমান মূল্য-৫৫৩.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬১৭/৪৮২, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৫২০-৫৪০, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-৯৭৯৯৬, টার্গেট-৬৮৫।

৫) কোল ইন্ডিয়া : বর্তমান মূল্য-২৫৩.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৬৩/১৩৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৩৮-২৪৫, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-১৫৬০৭১, টার্গেট-৩২০।

৬) আদানি পোর্ট : বর্তমান মূল্য-৮৯৪.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯৮৮/৬৫২, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৮৬০-৮৮০, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-১৯৩২২৪, টার্গেট-১১৩০।

৭) ইনফোসিস : বর্তমান মূল্য-১৫৭০.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৫৪/১৩৫৫, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-১৫৩০-১৫৬০, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-৬৬০৬৭১, টার্গেট-১৭৫০।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। যথাসম্ভব নির্ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

দিল্লিতে ভূমিকম্প

কেঁপে উঠল রাজধানী নয়াদিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকা। শনিবার রাত ৮টা নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এদিনের কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৪। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, কম্পনের উৎসকেন্দ্র নেপাল। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি।

৩১ বছর পর জেলের বাইরে রাজীব হত্যাকারী

‘নতুন জীবন’ নলিনীর

ভেলোর, ১২ নভেম্বর : ‘স্বামী-সন্তানের সঙ্গে এবার আমার নতুন জীবন শুরু হল। আমাকে সমর্থন করার জন্য তামিলদের ধন্যবাদ।’ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া প্রথম প্রতিক্রিয়ায় এই কথাই জানিয়েছেন নলিনী শ্রীহরণ। শুক্রবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত নলিনী সহ ৬ জনের মুক্তির আবেদন মঞ্জুর করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। ৩১ বছর

> স্বামী-সন্তানের সঙ্গে এবার আমার নতুন জীবন শুরু হল। আমাকে সমর্থন করার জন্য তামিলদের ধন্যবাদ।
>
> – নলিনী শ্রীহরণ

কারাদণ্ড ভোগের পর তাঁদের মুক্তি দেয় দেশের শীর্ষ আদালত। কারান্তরালের আঁধার থেকে খোলা আকাশের নীচে আলোয় এসে দাঁড়াতে পেরে খুশি নলিনী। তিনি এদিন বলেন, ‘বহু বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হল। অথচ আমি দোষী নই। এটা আমার কাছে একটা কঠিন লড়াই ছিল। যে আইনজীবীরা এবং সাধারণ মানুষ আমাকে এতদিন সমর্থন জুগিয়েছেন, তাঁদের অভিবাদন জানাই। আমি সন্ত্রাসবাদী নই, নির্দোষ।’

মুক্তির দাবিতে গত তিন দশকে একাধিকবার অনশন করেছেন নলিনী। বছর দু’য়েক আগে একবার ভেলোর সংশোধনাগারে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি খুনের মামলার এই অপরাধী। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ৩১ বছর পরে আসে সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। প্যারোলে মুক্ত নলিনী শনিবার সকালে শর্ত মেনে ভেলোরের একটি থানায় হাজিরা দেন। এরপর নিয়ম মেনে তাঁকে জেলে ফেরত যেতে হয়। বিকালে শীর্ষ আদালতের রায় এসে পৌঁছোনোর পরে তাঁকে ছেড়ে দেন ভেলোর কারাগার কর্তৃপক্ষ। ছাড়া হয় নলিনীর স্বামী মুরুগানকেও।

শাপমুক্তি... শনিবার ভেলোরের জেল থেকে মুক্তি নলিনীর।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মুক্তিপ্রাপ্তদের তালিকায় নলিনী শ্রীহরণ এবং তাঁর স্বামী মুরুগান ছাড়াও রয়েছেন, রবিচন্দ্রন, শান্থন, রবার্ট পায়াস এবং জয়কুমার। এর আগে গত মে মাসে সুপ্রিম কোর্ট রাজীব খুনের মামলায় আর এক যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পেরারিভালনকে মুক্তি দিয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর থেকেই কংগ্রেস শিবির সমালোচনা করেছে। এমনকি রাজীব হত্যাকারীদের সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য সোনিয়া গান্ধি যে উদার মনোভাব পোষণ করেছিলেন, দল সেই মতবাদে একমত নয় বলে শুক্রবারই জানিয়ে দিয়েছিল। দলের এহেন অবস্থানে বিস্মিত সোনিয়া গান্ধি। কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার তাঁর ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপালের মাধ্যমে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন যে কেন দলের পূর্ব ঘোষিত অবস্থান থেকে রাতারাতি সরে এল জাতীয় কংগ্রেস। খাড়গে একপ্রস্থ যুক্তি দেখালেও আদৌ সন্তুষ্ট হননি সোনিয়া। এ নিয়ে দলের অন্দরে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

সঙ্গে ১৮ লক্ষের ঘড়ি, কিছুক্ষণ আটক শাহরুখ

তপন বকসি

মুম্বই, ১২ নভেম্বর : দামি বিদেশি ঘড়ির গেরোয় দুবাই থেকে ফেরার পথে মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নাকাল হতে হল শাহরুখ খানকে। শুক্রবার আরব আমিরশাহির শারজায় অনুষ্ঠিত শারজা ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ারে ‘গ্লোবাল আইকন অফ সিনেমা অ্যান্ড কালচারাল ন্যারেটিভ অ্যাওয়ার্ড’ পুরস্কার পান শাহরুখ। তার আগে তিনি উদ্বোধন করেন শারজা বইমেলার।

আরব আমিরশাহির ওই অনুষ্ঠান সেরে তিনি ব্যক্তিগত বিমানে ভারতে ফিরছিলেন। শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তিন নম্বর টার্মিনালে শাহরুখকে সাময়িক আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, শাহরুখের কাছে ১৮ লক্ষ টাকার ঘড়ি ছিল। এর জন্য শুল্ক বাবদ ৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা দেওয়ার পর ছাড়া হয় তাঁকে। আটক করা হয় শাহরুখের ম্যানেজার পূজা দাদলানিকেও। তাঁর কাছেও কিছু বহুমূল্য সামগ্রী ছিল। বিমানবন্দরেই ছিলেন কিং খানের নিরাপত্তারক্ষী ও দলের অন্যান্য সদস্যরা।

এমনিতেই শাহরুখের দামি ঘড়ি পরার শখ সুবিদিত। তাঁর সংগ্রহে দেশ-বিদেশের বহু দামি ঘড়িও রয়েছে। সূত্রের খবর, এবারও তেমন কিছু সামগ্রী ছিল শাহরুখের কাছে। বিমানবন্দর সূত্রের খবর, নিয়ম মোতাবেক যা যা করতে হয়, তার সবই তাড়াতাড়ি সেরে ফেলায় ছাড়া পেতে দেরি হয়নি কিং খানের।

বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে পড়েন তিনি। তবে বলিউড নক্ষত্রের সহকর্মীদের রাতভর আটক করে রেখে সকালে ছাড়া হয়। শুল্ক দপ্তরের জেরার মুখে পড়া শাহরুখের কাছে নতুন কিছু নয়। শুক্রবার শারজার বইমেলায় তিনি যতটা সপ্রতিভ ছিলেন, মুম্বই বিমানবন্দরেও ততটাই সপ্রতিভ লেগেছে তাঁকে।

শারজায় শাহরুখ। এই অনুষ্ঠান থেকে ফেরার সময়ই অস্বস্তিতে পড়েন তিনি।

মা হলেন বিপাশা, কন্যার নাম দেবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুম্বই, ১২ নভেম্বর : আলিয়া ভাটের পর এবার মা হলেন বিপাশা বসু। শনিবার মুম্বইয়ের এক প্রাইভেট হসপিটালে কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন বিপাশা বসু। এ বছরের অগাস্ট মাসে বিপাশার স্বামী করণ সিং গ্রোভার এবং বিপাশা দুজনেই নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ায় আসন্ন সন্তান সম্ভাবনার কথা ছবি দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন। ঠিক যেমন শনিবার, ১২ নভেম্বর দুপুরের পর বিপাশা বসু ও করণ সিংহ গ্রোভার নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ায় দুটি হাতের তালুর ওপর সদ্যোজাত কন্যা সন্তানের শীতবস্ত্র পরা দুটি ছোট পা রাখা ছবি পোস্ট করে তার নীচে মেয়ের নাম দেবী বসু সিং গ্রোভার লিখে বিপাশা ও করণ লিখেছেন,‘...আমাদের ভালোবাসার বাস্তব রূপ এবং মা দুর্গার আশীর্বাদ এখন আমাদের মাঝখানে...ও সত্যিই ঐশ্বরিক...’

কিছুদিন আগেই মুম্বইয়ের এক ইংরেজি দৈনিকে একান্ত সাক্ষাৎকারে বিপাশা বলেছিলেন, ‘২০২১-এ আমরা আবার চেষ্টা করলাম এবং ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় এবার আমি কনসিভ করলাম।’

করণ সিং এবং বিপাশা বসু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন ২০১৬ সালের ৩০ এপ্রিল। তার আগে ২০১৫ সালে হিন্দি ছবি ‘অ্যালোন’-এর সেটে অভিনয় করতে গিয়ে দুজনের সঙ্গে দু’জনের পরিচয় হয়।

ধোনি-শা সাক্ষাতে জল্পনা

চেন্নাই, ১২ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির হাসিমুখে সাক্ষাৎ ঘিরে জল্পনা ছড়াল শনিবার। এদিন চেন্নাইয়ে ইন্ডিয়া সিমেন্টসের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন অমিত শা। সেখানে তাঁর সঙ্গে ‘ক্যাপ্টেন কুল’-কে হাসিমুখে করমর্দনের ছবি তুলতে দেখে নানামহলে জল্পনা ছড়িয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যে শা-ধোনির ছবি ভাইরাল হয়েছে। রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষো চলছে, মহেন্দ্র সিং ধোনি বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। ইন্ডিয়া সিমেন্টসের মালিক হলেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি এন শ্রীনিবাসন। আইপিএল টিম চেন্নাই সুপারকিংসেরও মালিক তিনি। ওই টিমের ক্যাপ্টেন হলেন ধোনি। বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে ধোনির ঘনিষ্ঠতা নতুন নয়। ২০১৭ সালে রঘুবর দাস ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ধোনিকে সেরাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তবে সরাসরি রাজনীতি থেকে দূরেই থেকেছেন ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক।

তেলেঙ্গানায় বিরোধীদের তোপ মোদির

‘প্রতিদিন ২-৩ কেজি গালি খাই আমি’

হায়দরাবাদ, ১২ নভেম্বর : দক্ষিণ ভারতের মন টানতে শুক্রবার থেকে দক্ষিণ ভারতের চার রাজ্যে সফর শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশে একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস করলেও রাজনৈতিক আক্রমণের ধার দিয়েও হাঁটেননি তিনি। কিন্তু তেলেঙ্গানায় পা দিতেই ছবিটা পালটে গেল শনিবার। আগের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানানো থেকে বিরত থাকেন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। তাঁর বদলে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান রাজ্যের মন্ত্রী টি শ্রীনিবাস যাদব। বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায় মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় বিঁধেছে বিজেপি। পরে কেসিআরের নাম না করে তাঁকে তোপ দাগেন নমো। তিনি বলেন, ‘আমি প্রতিদিন ২-৩ কেজি করে গালাগালি খাই বলে ক্লান্ত হই না। ভগবান আমাকে এমনভাবে আশীর্বাদ দিয়েছেন, যাতে এই গালাগালিগুলি আমার ভেতর পুষ্টির জোগান দেয়।’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মোদিকে গালি দিন, বিজেপিকেও দিন। কিন্তু তেলেঙ্গানার মানুষকে গালি দিলে তার ভারী মূল্য চোকাতে হবে।’

শনিবার প্রথমে অন্ধ্রপ্রদেশে এবং পরে তেলেঙ্গানায় একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। বিশাখাপত্তনমের অনুষ্ঠানে অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডি হাজির ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেও দেখা যায় জগনকে। কিন্তু বেগামপেতের সভায় সেই ছবি দেখা যায়নি। বেশ কিছুদিন ধরেই কেসিআর বিরোধী ঐক্যের সলতে পাকানোর কাজে ব্যস্ত। এমনকি ২০২৪ সালে মোদি এবং বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তাঁর দল টিআরএসের নাম বদলে ভারত রাষ্ট্র সমিতিও করেছেন তিনি। বিরোধী জোটের অন্যতম মুখ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে গিয়ে একাধিকবার মোদির কঠোর সমালোচনা করেছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ওই আক্রমণের জবাবে শনিবার মোদি বলেন, তেলেঙ্গানায় এমন একটি সরকার চাই যাদের কাছে জনতাই প্রথম, পরিবার নয়। কেসিআরের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে মোদি বলেন, ‘তেলেঙ্গানার মানুষ যে রাজনৈতিক দলকে সর্বাধিক বিশ্বাস করেছিল, সেই দলটিই রাজ্যের সঙ্গে সবথেকে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যাঁরা তেলেঙ্গানার নাম নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল তারা ক্ষমতায় এসে রাজ্যকে পিছিয়ে দিয়েছে। তেলেঙ্গানার সরকার এবং নেতারা সবসময় রাজ্যের দক্ষতা এবং মানুষের যোগ্যতার সঙ্গে অবিচার করেছেন।’

> মোদিকে গালি দিন, বিজেপিকেও দিন। কিন্তু তেলেঙ্গানার মানুষকে গালি দিলে তার ভারী মূল্য চোকাতে হবে।
>
> – নরেন্দ্র মোদি

তেলেঙ্গানায় বিজেপির উত্থান সম্পর্কে মোদির মন্তব্য, ‘অন্ধকার বেড়ে গেলেই পদ্ম ফোটে। তেলেঙ্গানায় শীঘ্রই পদ্ম ফুটবে।’ সদ্যসমাপ্ত মুনুগোডে উপনির্বাচনে বিজেপির দ্বিতীয় হওয়া নিয়েও আশাপ্রকাশ করেন মোদি। কেসিআরের কুসংস্কার নিয়েও কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর এমন আচরণ সামাজিক ন্যায়ের পথে সবথেকে বড় বাধা বলে দাবি করেন তিনি। রাজ্য সরকারের দুর্নীতি নিয়েও মুখ খোলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘তেলেঙ্গানার মানুষকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই, যাঁরা মানুষকে লুটছেন তাঁদের রেহাই দেওয়া হবে না। কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ নিজেদের মধ্যে জোট বেঁধেছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁদের দিকে তেলেঙ্গানা এবং দেশের মানুষ নজর রাখছেন।’ মোদিকে স্বাগত জানাতে কেসিআরের বিমানবন্দরে না যাওয়াকে কটাক্ষ করেছে বিজেপিও। তিনি মোদির জনপ্রিয়তায় ঈর্ষাবোধ করেন বলে খোঁচা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষেন রেড্ডি।

শীতকালীন অধিবেশনে নেই রাহুল

হিংগোলি, ১২ নভেম্বর : ভারত জোড়ো যাত্রায় ব্যস্ত থাকার কারণে সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দিতে পারবেন না রাহুল গান্ধি। শনিবার কংগ্রেসের প্রচারবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সংসদের অধিবেশনের জন্য রাহুল গান্ধির পক্ষে ভারত জোড়ো যাত্রা ছেড়ে চলে যাওয়া মুশকিল। ৭ সেপ্টেম্বর কন্যাকুমারী থেকে শুরু হওয়া এই পদযাত্রা ১৫০ দিন ধরে চলবে। তার মধ্যে সবেমাত্র ৬৬ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। শ্রীনগর পর্যন্ত যাওয়ার পথে এখনও বহু পথ অতিক্রম করা বাকি। ভারত জোড়ো যাত্রার কারণে হিমাচলপ্রদেশে সবেমাত্র শেষ হওয়া বিধানসভা ভোটের প্রচারেও যাননি রাহুল গান্ধি। সেখানে মূলত প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভদরা, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলদের ঘাড়েই প্রচারাভিযানের দায়িত্ব সঁপে দেওয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের হাইভোল্টেজ প্রচারের সামনে অনেকটাই ম্রিয় ছিল কংগ্রেসের প্রচারাভিযান।

রাহুল যদি সংসদের অধিবেশনে যোগ দিতে না পারেন, তাহলে গুজরাটে ভোটপ্রচারেও ওয়েনাডের সাংসদের শামিল হওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে ভোটপ্রচারে না গেলেও ভারত জোড়ো যাত্রার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের সঙ্গে সরাসরি জনসংযোগের কর্মসূচিতে কোনও খামতি রাখছেন না রাহুল। শনিবারও হিংগোলিতে পদযাত্রার শেষে এক জনসভায় কড়া ভাষায় মোদি সরকারের সমালোচনা করেন তিনি।

আশাবাদী বিজেপি-কংগ্রেস উভয় শিবিরই

হিমাচলে নির্বিঘ্নে ভোট

সিমলা, ১২ নভেম্বর : নির্বিঘ্নেই মিটল হিমাচলপ্রদেশের বিধানসভা ভোট পর্ব। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ৬৫.৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। তবে নির্ধারিত সময়ের পরও বেশ কয়েকটি বুথে ভোটগ্রহণ চলে। ২০১৭ সালে হিমাচলে ভোট পড়েছিল ৭৪.৬ শতাংশ। ৮ ডিসেম্বর ভোটের ফল ঘোষণা হবে। সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। রাজ্যের সিইও-এর জয়েন্ট ডিরেক্টর মহেশ পাঠানিয়া বলেন, ‘এখনও বেশ কয়েকটি জায়গায় ভোটগ্রহণ চলছে। সেক্ষেত্রে ভোটের হার প্রায় ৭৪ শতাংশ হতে পারে। বিশ্বের সর্বোচ্চ বুথ তাশিগাংয়ে ৯৮.০৮৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার হিমাচলপ্রদেশের ভোটারদের প্রতি কুর্নিশ জানিয়ে বলেন, ‘৮০ বছর বয়সের বেশি ১.২ লক্ষ ভোটারকে আমি সেলাম জানাচ্ছি। তাঁদের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে যুবকরাও ভোট দিচ্ছেন।’ সদ্যপ্রয়াত স্বাধীন ভারতের প্রথম ভোটার শ্যামশরণ নেগির প্রতিও শ্রদ্ধা জানান তিনি।

ভোটদানকে ঘিরে বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয় শিবিরই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। সেরাজ আসনের একটি বুথে ভোট দেন মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর। সামিরপুরের একটি বুথে ভোট দিতে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রেমকুমার ধুমাল, তাঁর ছেলে তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এবং তাঁদের পরিবার। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং তাঁর স্ত্রী মল্লিকা ভোট দেন বিলাসপুরের বিজয়পুরের একটি বুথে। অপরদিকে, রামপুরের একটি বুথে ভোট দিতে যান হিমাচলপ্রদেশের কংগ্রেস নেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বীরভদ্র সিংয়ের স্ত্রী প্রতিভা এবং তাঁর ছেলে বিক্রমাদিত্য সিং। ভোট দেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আনন্দ শর্মাও।

এদিন ভোটগ্রহণ শুরুর আগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি টুইটারে লেখেন, ‘পুরোনো পেনশন স্কিম, নতুন কর্মসংস্থান, প্রত্যেক ঘরে লক্ষ্মী প্রকল্পের জন্য হিমাচলের মানুষ দলে দলে ভোট দেবেন। রাজ্যের প্রগতি এবং সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের জন্য আপনারা সকলে ভোট দিন।’ প্রায় চারদশক ধরে হিমাচলে প্রতি পাঁচবছর অন্তর সরকার পরিবর্তন হয়। এই পরম্পরা এবারও বজায় থাকবে বলে আশাবাদী কংগ্রেস।

জয় নিয়ে আশাবাদী বিজেপিও। জেপি নাড্ডা বলেন, ‘মানুষ বিজেপিকে আরও একবার সুযোগ দিতে চাইছে। আমিও তাঁদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি ভালোবাসা এবং আস্থা দেখছি। আমরা সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাব। জয়রাম ঠাকুরের নেতৃত্বে বিজেপি লড়াই করেছে। উনিই মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন।’

বরফে ঢেকেছে রাস্তা। উপেক্ষা করে বুথমুখো স্থানীয়রা। শনিবার ভারমৌরে।

২০২৪ নির্বাচনে লড়বেন ট্রাম্প, ঘোষণা মঙ্গলবার

ওয়াশিংটন, ১২ নভেম্বর : প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়বেন কি না, তা আগামী মঙ্গলবার জানা যাবে। ২০২৪-এ ওই নির্বাচন হবে। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা উপদেষ্টা জেসন মিলার শুক্রবার এক বেতার অনুষ্ঠানে এই কথা জানিয়েছেন।

স্টিভ ব্যানন পরিচালিত বেতার অনুষ্ঠান ‘ওয়ার রুম’-এর আলাপচারিতায় হোয়াইট হাউজের প্রাক্তন উচ্চপদস্থ আধিকারিক মিলার বলেন, ‘মঙ্গলবার ডোনাল্ড ট্রাম আনুষ্ঠানিকভাবে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়াইয়ের কথা ঘোষণা করবেন। যথাযথ পেশাদারিত্ব বজায় রেখে এই ঘোষণা করা হবে।’ মিলার জানিয়েছেন, কথাবার্তা চলাকালীন নির্বাচনে ট্রাম্পের লড়ার সম্ভাবনা আছে কি না জানতে চাইলে ট্রাম্প তাঁকে বলেন, ‘এ নিয়ে কোনও কথা বলার কোনও মানেই হয় না। কারণ, এটা নিশ্চিত যে আমি লড়ব। আমি মানুষকে বোঝাতে চাই যে, অন্যায়ভাবে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং দেশকে ঠিক পথে চালিত করার জন্য আমার আবার প্রেসিডেন্ট পদে ফিরে আসা প্রয়োজন।’

বালিতে শি-জো বৈঠক

বেজিং, ১২ নভেম্বর : ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত জি ২০ শিখর সম্মেলনে যোগ দেবেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সম্মেলনের ফাঁকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন দুই নেতা। শুক্রবার চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র হুয়া চুয়িং এ কথা জানিয়ে বলেন, ‘বাইডেনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করবেন শি। দুই দেশের মতপার্থক্য দূর করার ক্ষেত্রে এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আমেরিকার সঙ্গে সব ধরনের ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নিতে চায় চিন।’

চুয়িং জানান, জি ২০ বৈঠক সেরে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক যাবেন শি। সেখানে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদের (এপিইসি) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। ঘটনাচক্রে শুক্রবারই জি ২০ বৈঠকের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বাইডেনের বৈঠকের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান। তিনি বলেন, আগামী বছরের শুরুতে ভারত সফরের পরিকল্পনা করেছেন বাইডেন। মোদি-বাইডেন বৈঠকের পর সেই সফরের রূপরেখা তৈরি করা হবে। সুলিভানের বক্তব্যের কয়েকঘণ্টার মধ্যে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে জো বাইডেনের বৈঠকের কথা ঘোষণা করল বেজিং। চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, জি ২০ ও এপিইসি সম্মেলনে বাইডেন ছাড়াও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রঁ, সেনেগালের প্রেসিডেন্ট ম্যাকি সাল ও আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফার্নান্ডেজের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে শি'র।

‘জিতলে মোদি স্টেডিয়াম হবে প্যাটেলের নামে’

আহমেদাবাদ, ১২ নভেম্বর : গুজরাটে ২৭ বছরের বিজেপি শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করতে পারলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামাঙ্কিত ক্রিকেট স্টেডিয়াম নাম পরিবর্তন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল কংগ্রেস। শনিবার দলের নির্বাচনি ইস্তাহার জন ঘোষণা পত্র প্রকাশ করা হয়। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট সেটি প্রকাশ করেন। সেখানেই নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের নাম বদলে সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়াম করার কথা বলা হয়েছে। গেহলট বলেন, আমরা ক্ষমতায় এলে এই ঘোষণা পত্রকে নতুন সরকারের নথি হিসেবে গ্রহণ করা হবে। স্টেডিয়ামের নাম বদলের পাশাপাশি ১০ লক্ষ চাকরি, শিক্ষায় ও চাকরিতে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ, প্রত্যেক অবিবাহিতা, বিধবা এবং বয়স্ক মহিলাকে মাসে ২ হাজার টাকা করে ভাতা, ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, ৩০০০ টাকা করে বেকারভাতার মতো একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস। ১ ও ৫ ডিসেম্বর গুজরাটে দু-ফায় ভোট। ৮ ডিসেম্বর ফল ঘোষণা হবে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের নিয়ে গর্বিত বরিস

লন্ডন ও নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে বরিস জনসনের ইস্তফা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছিল তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ঋষি সুনকের ইস্তফা। শাসক কনজারভেটিভ পার্টির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সুনকের কট্টর বিরোধী বলে পরিচিত বরিস। তাঁর বাধা টপকেই সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ঋষি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষির বিরোধিতায় সরব হলেও বরিসের ভারতপ্রেমে ভাটা পড়েনি। শুক্রবার এক সাক্ষাৎকারে ভারতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। জানান, সুনক সহ ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের নিয়ে তিনি গর্বিত।

বরিস বলেন, ‘যে সরকারের নেতৃত্ব দিতে পেরে আমি গর্বিত তাতে অনেক মন্ত্রীই ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। আমার বর্তমান উত্তরসূরির উৎসও ভারত।’ ঋষির প্রশংসা করে বরিস বলেন, ‘আমি নিশ্চিত যে নতুন প্রধানমন্ত্রীর আমলে ব্রিটেন-ভারত সম্পর্ক অভূতপূর্ব গতিশীল ও শক্তিশালী হবে। আমাদের এখন একে অন্যকে অনেক বেশি প্রয়োজন।’ তিনি বলেন, ‘আমি ভারতকে ভালোবাসি। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হওয়ার আগেই দু’দেশের বাণিজ্য ২০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। ১ লক্ষ ৮ হাজার ভারতীয় ছাত্রছাত্রী এখানে পড়াশোনা করছেন। ব্রিটেন সবসময় ভারতের সঙ্গে শক্তিশালী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। জলবায়ু পরিবর্তন, করোনা সংক্রমণ, স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে।’

প্রশংসা ভারত, সুনকের

স্বৈরাচারী শক্তি বলতে বরিস রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, ‘দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে দু’পক্ষের আলোচনা চলছে। আমি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সেই আলোচনার গতি বেড়েছিল।’ ভারতের প্রশংসা করলেও ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনা অভিযানের তীব্র বিরোধিতা করেছেন বরিস। তিনি বলেন, ‘ইউক্রেন যুদ্ধে পুতিন হারবেন। এটাই ওঁর প্রাপ্য। এর ফলে গোটা বিশ্বে রাশিয়ার তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের রপ্তানি ধাক্কা খাবে। অস্ত্রবাজার হাতছাড়া হবে। ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে পরোক্ষে লাভবান হচ্ছে চিন।’

> আমি ভারতকে ভালোবাসি। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হওয়ার আগেই দু’দেশের বাণিজ্য ২০ শতাংশের বেশি বেড়েছে।
>
> – বরিস জনসন
> *প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ব্রিটেন*

পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত ও ব্রিটেনের একজোট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। বরিসের কথায়, ‘আমরা একটি বিপজ্জনক সময়ে বাস করছি। স্বৈরাচার গোটা বিশ্বকে গ্রাস করতে চাইছে। ভারত ও ব্রিটেন দুটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ। আমাদের মিলিত শক্তি স্বৈরতন্ত্র প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।’

কুষ্ঠরোগীদের সাহায্য

কিশনগঞ্জে বিহার শতাব্দী কুষ্ঠ কল্যাণ প্রকল্পে মাসিক ১৫০০ টাকা কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার জন্যে দেওয়া হবে। শনিবার জেলা শাসকের দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে।

চিরকুট ছুড়ে মুক্ত গৃহবধূ

গয়েরকাটা, ১২ নভেম্বর : শেষপর্যন্ত ত্রাতা চিরকুট। এরই হাত ধরে এক গৃহবধূ মুক্তি পেলেন।

আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা চলছে। যত তাড়াতাড়ি পারেন আমার মাকে খবর দিন। এক চিরকুটে এই বার্তার পাশাপাশি দুটি ফোন নম্বরও দেওয়া ছিল। এই সূত্রে প্রতিবেশীর সাহায্যে এক গৃহবধূকে উদ্ধার করা হল। শুক্রবার রাতে ওই প্রতিবেশীর কাছ থেকে ফোন পাওয়ার পর ওই বধূর বাপের বাড়ির সদস্যরা শনিবার সকালে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত হন। দু'পক্ষে তুমুল বচসা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশের উপস্থিতিতে ওই বধূকে ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। রাতে ওই বধূ তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে বানারহাট থানার বিন্নাগুড়ি ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই বধূর স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে ৪৯৮ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওই বধূর শাশুড়িকে আটক করা হয়েছে।

যেন সিনেমা

- শ্বশুরবাড়িতে বধূর ওপর পরিবারের অত্যাচার
- ওই বধূকে পাঁচদিন ধরে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল
- নিজের দুর্দশার কথা জানিয়ে জানলা দিয়ে একটি চিরকুট বাইরে ছোড়েন
- প্রতিবেশী এক মহিলা তা পেলে পরে পুলিশের সাহায্যে ওই বধূর মুক্তি

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বানারহাট থানার তেলিপাড়ার বাসিন্দা পেশায় সেনাবাহিনীর হাবিলদার বিনোদকুমার শাহের সঙ্গে রায়গঞ্জের বাসিন্দা সুমিত্রা সরকারের ফেসবুকে পরিচয় হয়। পাঁচ বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়। এই দম্পতির তিন বছরের একটি কন্যাসন্তান আছে। এই দম্পতি প্রথমে পুনেতে ছিলেন। বদলির সুবাদে বিনোদ কিছুদিন আগে তেলিপাড়ায় বাড়িতে আসতেই দুজনের বিবাদ শুরু হয়। পুলিশে দায়ের করা অভিযোগে ওই বধূ জানিয়েছেন, স্বামী ও শাশুড়ি মিলে তাঁর ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চালাতেন। অভিযোগ, শাশুড়ি ও বধূকে গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ খুলে রান্নাঘরে আটকে রাখেন। এই অত্যাচারে তাঁর শ্বশুরেরও সায় ছিল বলে ওই বধূর অভিযোগ। ওই বধূর দাবি, সম্প্রতি তাঁর স্বামী পণ নিয়ে আরেকটি বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তাঁকে বিহারে রাখা হবে বলে ওই বধূকে জানানো হয়।

এই ঘটনার প্রতিবাদ করতেই স্বামী তাঁকে বেধড়ক মারধর করে ঘরবন্দি করে রাখে। মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। তাঁকে একদিন খেতেও দেওয়া হয়নি। এভাবে পাঁচদিন কেটে যায়। অবশেষে নিজের দুর্দশার বিষয়টি একটি চিরকুটে লিখে তিনি জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলেন। তা এক প্রতিবেশীর হাতে গিয়ে পড়ার পর অবশ্য পরিস্থিতি অন্যদিকে ঘুরে যায়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সীমা দাস বলেন, 'এমন একটি ঘটনা যে ঘটতে পারে তা ভাবাই যায় না।' বহু চেষ্টা করলেও মোবাইল ফোনে সাড়া না দেওয়ায় বিনোদের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

আইএসআই চরের সঙ্গে যোগ সেই বিদেশিনীর

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ১২ নভেম্বর : আইএসআই হ্যান্ডলার মহম্মদ ইদ্রিসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ফরিদা মালিক ওরফে সানা আখতারের। সপ্তাহখানেক আগে কিশনগঞ্জের ইন্দো-নেপাল সীমান্ত থেকে ধৃত ফরিদার পরিচয় ও তার জঙ্গি-যোগ নিয়ে তাই ধোঁয়াশা কাটছে না। এই রহস্যময় মহিলা সম্পর্কে পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তে একের পর এক তথ্য উঠে আসছে। আইএসআই হ্যান্ডলার মহম্মদ ইদ্রিসের সূত্রেই ফরিদা ওরফে সানা প্রথমে ভারতে এসেছিল।

১ নভেম্বর গলগলিয়া এলাকার ভাটগাঁও গ্রামের পকেট রুটে এই বিদেশিনীকে প্রথমে আটক করে এসএসবি। পরে তাকে গলগলিয়া পুলিশের হেপাজতে তুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে তার ঠিকানা কিশনগঞ্জ জেল। এর আগে, ২০১৯ সালেও ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগ উঠেছিল তার সম্পর্কে। তখন ১১ মাস উত্তরাখণ্ডের জেলে ছিল। এছাড়া আরও একবার উত্তরপ্রদেশের পুলিশ এই বিদেশিনীকে গ্রেপ্তার করেছিল বলে সূত্র জানিয়েছে।

তার আগে ২০১৬ সালে সানা ওরফে ফরিদার একটি ভিডিও

সন্দেহজনক

- লাইভ কনসার্ট ও মোটিভেশনাল ভিডিও বানিয়ে সানা যুবকদের ফাঁসাত
- মধুচক্রের জালেও জড়াত ওই বিদেশিনী
- পঞ্জাবের এক আধিকারিক সানার মধুচক্রের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন

ইউটিউবে ভাইরাল হয়েছিল। সেই ভিডিওতে ওই মহিলা নিজেকে ডান্সিং কুইন বলে দাবি করেছিল। আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এএএফটি'র সন্দীপ মারবাহার সঙ্গে সানার ছবি রয়েছে। কখনও সে নিজেকে উর্দু কবি বলে দাবি করেছে। কখনও দাবি করেছে, সে নাকি ২৫ বছর ধরে ভারতে আসে। কখনও দাবি করেছে, ভিসার নীতি আরও সহজ করার জন্যে সে নাকি নেপাল, পাকিস্তান ও ভারতীয় দূতাবাসকে চিঠি লিখেছে।

এদিকে সূত্রের খবর, লাইভ কনসার্ট ও মোটিভেশনাল ভিডিও বানিয়ে সানা যুবক ও কিশোরদের নিজের জালে ফাঁসাত। আবার মধুচক্রের জালেও জড়াত। একসময় পঞ্জাবের একজন আধিকারিক সানার মধুচক্রের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। গলগলিয়ায় ধরা পড়ার সময় ওই মহিলার কাছ থেকে পুলিশ তিনটি মোবাইলের মেমরি কার্ড, একটি ট্যাব ও তিনটি মোবাইল উদ্ধার করেছে। এই বাজেয়াপ্ত ইলেক্ট্রনিক গেজেটগুলি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্যে পাটনা ও দিল্লির ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

৪ বছর পর ঘরে ফিরল পাচার হওয়া নাবালিকা

আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ারের নাবালিকা কাশ্মীরে পাচার হয়ে গিয়েছিল। ৪ বছর পর সে বাড়ি ফিরছে। আর ফিরছে জরিমানার প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা সঙ্গে নিয়ে।

কীসের জরিমানা? কেন জরিমানা? কে আদায় করল এই জরিমানা?

এই জরিমানা আদায় করেছে যেখানে সেই মেয়েটি পাচার হয়ে গিয়েছিল, সেখানকারই প্রশাসন। জরিমানা দিয়েছেন তাঁরা, যাঁরা ওই নাবালিকাকে দিয়ে কাজ করিয়েছেন। শিশুশ্রমিক সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ করার জন্যই এই জরিমানা আদায় করা হয়েছে। আজ থেকে প্রায় চার বছর আগেকার কথা। আলিপুরদুয়ারের একটি গ্রামে বাড়ি ছিল ওই নাবালিকার। দরিদ্র পরিবার। তাই সুযোগ বুঝে উপার্জনের টোপ দেওয়া হয় মেয়েটিকে। তারপর পাচার করে দেওয়া হয় কাশ্মীরের গান্ডেরবাল শহরে। সেখানেই গত কয়েকবছর ধরে ছিল সে। এই সময়ের মধ্যে একাধিক বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেছে আলিপুরদুয়ারের ওই নাবালিকা। এরই মধ্যে ওই নাবালিকার কাজ করার বিষয়টি স্থানীয়দের মধ্যে কেউ গান্ডেরবাল প্রশাসনের নজরে আনেন। উদ্ধারে উদ্যোগী হয় সেখানকার প্রশাসন। গত অগাস্ট মাসে ১৪ বছরের ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে সেখানকার একটি হোমে রাখা হয়। প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করে। জানা যায়, তিন জায়গায় কাজ করেছে ওই নাবালিকা। সেই তিনটি বাড়ির পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জরিমানা আদায়ে তৎপর প্রশাসন।

দিলীপের দলিল

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি মামলায় প্রসন্ন রায় গ্রেপ্তার হয়ে জেলে আছেন। নিয়োগ দুর্নীতিতে তিনি মিডলম্যান বলে আদালতে দাবি করেছে সিবিআই। অথচ তাঁর বাড়ি থেকে দিলীপ ঘোষের ফ্ল্যাটের দলিল উদ্ধার হলেও, সিবিআই প্রাথমিকভাবে সেটি সিজার লিস্টে রাখেনি। কুণাল প্রশ্ন তোলেন, 'সিবিআই বা ইডি কি কাউকে বাঁচাতে এভাবে সিজার লিস্ট গোপন করার চেষ্টা করেছিল?'

যদিও তৃণমূলের অভিযোগ নস্যাৎ করে দিলীপ বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে কোনওকিছু প্রমাণ করতে পারলে তৃণমূল করে দেখাক। আমি সিবিআই বা ইডির কথা বলব না। এই অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য সিআইডি দিয়ে তদন্ত করুক রাজ্য সরকার।' বিজেপিও এই প্রশ্নে দিলীপের পাশে দাঁড়িয়েছে।

দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'প্রসন্ন রায় যে কমপ্লেক্সে থাকেন, সেখানে দিলীপবাবুর একটি ফ্ল্যাট রয়েছে। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংসদ ভবন শাখা থেকে ঋণ নিয়ে তিনি ফ্ল্যাটটি কিনেছেন। ওই কমপ্লেক্সের সমস্ত কাজ দেখাশোনা প্রসন্ন রায় করতেন।

দিলীপবাবুর ফ্ল্যাটের ইলেক্ট্রিফিকেশনের জন্য ফ্ল্যাটের দলিল প্রসন্ন রায়কে দিতে হয়েছিল। এর মধ্যে অন্য কোনও কারণ নেই।'

যদিও শমীক বলেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে দিলীপ শুধু বিজেপি থেকেই ইস্তফা দেবেন না, 'পাবলিক লাইফ' থেকেও সরে যাবেন। বিজেপি মুখপাত্রের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ নিঃসন্দেহে। তৃণমূল দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে দিলীপের বিরুদ্ধে পরোক্ষে আরও একটি অভিযোগ তোলেন দলের আরেক মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার।

তিনি বলেন, '২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে আসানসোল স্টেশন থেকে দিলীপবাবুর আপ্তসহায়ককে এক কোটি টাকা সহ ধরেছিল পুলিশ। তারপর কী হল, আমরাও জানি না। পুলিশ ও প্রশাসন তখন নির্বাচন কমিশনের অধীনে ছিল।' ইতিমধ্যে গোরু পাচার মামলায় তৃণমূল সাংসদ দেবকে তলব করেছিল ইডি। জয়প্রকাশ জানান, 'দিলীপবাবুর এক আপ্তসহায়কের ডাকনাম দেব। এই দেবের সঙ্গে আরেক দেবকে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে।'

তাঁর অভিযোগ, দিলীপবাবুর আপ্তসহায়কের সঙ্গে গোরু ও কয়লা পাচারকারীদের যোগাযোগের প্রমাণ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি বিজেপির কথামতো চলছে। সে কারণে বিজেপির বিরুদ্ধে যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ চেপে দেওয়া হচ্ছে। আমরা অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। এই অভিযোগও অস্বীকার করা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। দলের মুখপাত্র শমীক বলেন, 'কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কারও অঙ্গুলিহেলনে চলে না। রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থা তৃণমূলের কথায় চললেও সিবিআই ও ইডি নিরপেক্ষভাবে কাজ করে। তাই আদালতেরও সিবিআই ও ইডির ওপর ভরসা আছে। এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।'

হতবাক পুলিশও

প্রথম পাতার পর

'শিলিগুড়িতে যে দু'একটি ঘটনা হয়েছে সেগুলি নিয়ে কথা হয়েছে সিপি সাহেবের সঙ্গে। ওঁকে বললাম আরও বেশি তৎপর হতে হবে পুলিশকে। উনি বলেছেন শীঘ্রই অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হবে।' অন্যদিকে রবিবার সকালে আক্রান্তের বাড়িতে যাবেন বলে জানিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। পুলিশ কমিশনার অখিলেশকুমার চতুর্বেদী জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

তিন কন্যার 'বীরাঙ্গনা' স্বীকৃতি

আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর : ওঁরা কেউ অনূর্ধ্ব-১৭ বাংলা মেয়েদের ফুটবল দলে ইতিমধ্যেই সুযোগ করে নিয়েছে। কেউ ক্লাস টেনে পড়তে পড়তেই নিজের ইউটিউব চ্যানেল বানিয়ে স্পোকেন ইংলিশ শেখায়। কেউ আবার পড়াশোনার গুরুত্ব কতখানি তা নিয়ে সচেতন করে এলাকার ছোটদের। আলিপুরদুয়ার জেলার এই তিন মেয়েকে এবার 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। আগামী ২০ নভেম্বর কলকাতায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ওই পুরস্কার নেবে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পুশমিতা ওরাওঁ, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মুনমুন দে এবং বীরপাড়া-মাদারিহাট ব্লকের বেণুকা থাপা। ইতিমধ্যেই এই পুরস্কার সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের তরফ থেকে।

পুশমিতা নিজে মাঠে কাজ করে, পড়াশোনা করে আর সেইসঙ্গে সেই ২০১৯ সাল থেকে মন দিয়ে ফুটবলও খেলে। সে ফোসকাডাঙ্গা সারনা আদিবাসী স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণির কলা বিভাগের ছাত্রী। বাংলা দলে খেলেছে।

নবান্নের চাপে

প্রথম পাতার পর

মারধর করা হয় শিক্ষকের বান্ধবীকেও। সেই শিক্ষকের পেটে ২৪টি সেলাই পড়েছে। মুখে প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়েছে।

পলাতক অভিযুক্তদের ফোন নম্বর ট্র্যাক করে লোকেশন জানার চেষ্টা করছে শিলিগুড়ি পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার বাগডোগরা হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল দুই অভিযুক্ত। কিন্তু পুলিশের ভয়ে ফের শিলিগুড়িতে ফিরে আসে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, তারা শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকাতেই রয়েছে। ওই দুজনের খোঁজে একজনের দাদাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

এদিকে, শহরে একের পর এক ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গত কয়েক মাসে শিলিগুড়িতে এমন বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যা দেখে স্পষ্ট যে, শহরের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। উদাহরণ হিসেবে ১৫ অগাস্টের ঘটনা ধরা যেতে পারে। স্বাধীনতা দিবসের সেই রাতে সুকান্তনগরে এক জমির কারবারিকে বাড়িতে এসে গুলি করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। সেই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও মূল দোষীরা অধরাই। যে গুলি চালিয়েছিল এখনও তার খোঁজই পায়নি আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ।

এরপর কিছুদিন আগেই ভোররাতে ট্রেন থেকে নেমে বাড়ি ফেরার পথে ঘোগোমালি এলাকায় এক ব্যাংককর্মীকে মারধর করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। যদিও সেই ঘটনায় কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছে। এর কয়েকদিন পরেই ফের আশিঘর এলাকায় দিনেদুপুরে এক মহিলার ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। সম্প্রতি প্রধাননগর এলাকায় বেপরোয়া টোটো চালানোর প্রতিবাদ করায় চিকিৎসককে মার খেতে হয়। এই দুটি ঘটনাতেও একজন করে গ্রেপ্তার হয়েছে। কালীপুজোর রাতে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে রেস্টুরেন্টে ঢুকে মালকিনকে মারধর করে ভাঙচুর করা হয়। সেই ঘটনায় রাজ্য মহিলা কমিশন হস্তক্ষেপ করার পরেও কাউকে গ্রেপ্তারই করতে পারেনি পুলিশ।

উত্তরবঙ্গে উদ্যানপালনে মঞ্জুর ১০০০ কোটি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের উদ্যানপালনের উন্নয়নে বড় পদক্ষেপ করতে চাইছে রাজ্য। এখানকার উদ্যানপালনকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাজ্য সরকার এক হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এই টাকা দিয়ে উত্তরবঙ্গে লংকা, টমেটো, মাশরুম এবং আনারসের চাষ হবে। পাশাপাশি, পলিহাউস নির্মাণ করে ফুল এবং সবজি চাষের প্রসার ঘটানো হবে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় সমীক্ষা করে দেখা হচ্ছে কোথায় কোথায় প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে।

এদিন জলপাইগুড়ির মোহিতনগর কৃষি ফার্মে উত্তরবঙ্গের আট জেলার আধিকারিকদের নিয়ে উদ্যানপালন দপ্তরের কাজের পর্যালোচনা করা হয়। সেখানেই এই কথা উঠে এসেছে। চা শিল্পের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রসার ঘটাতে চাইছে রাজ্য। রাজ্যের তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, কাজের জন্য টাকা কোনও সমস্যা হবে না। খোদ মুখ্যমন্ত্রী প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রসারের জন্য বিশেষ আগ্রহী। জলপাইগুড়িতে শনিবার রাজ্যের উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী সুব্রত সাহা একথা জানিয়েছেন।

এক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের সাফল্যের তালিকাও কিন্তু যথেষ্ট লম্বা। যেমন ধরা যাক জারবেরা চাষের কথা। জলপাইগুড়ি জেলাতেই এই রঙিন ফুল চাষ করে সাফল্যের মুখ দেখছেন চাষিরা। জেলায় জারবেরা ফুলের ভালো ফলন হয়েছে। পাইকাররা কৃষকদের জমি থেকে ফুল কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। আম চাষের ক্ষেত্রেও উদ্যানপালন দপ্তর সাফল্য পেয়েছে। মন্ত্রী সুব্রতবাবু বলেন, 'যে এক হাজার কোটি টাকা মিলবে, তার মধ্য থেকেই আনারস চাষের প্রসার ঘটানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্যোগপতিরা আগ্রহী হলে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে।'

সুব্রতবাবুর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পাহাড়ে উদ্যানপালন দপ্তরের সহায়তায় ইতিমধ্যেই পাঁচশোটি পলিহাউস তৈরি হয়েছে। দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে আরও পাঁচশোটি করে পলিহাউস তৈরি হবে। তাহলে ফুল চাষ এবং ক্যাকটাস চাষের বিশেষ সুবিধা হবে।

এদিকে, ইতিমধ্যেই রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ডঃ সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, সমস্ত স্কুলে সবজির বাগান তৈরি করতে হবে। এই বাগান তৈরি করবে ছাত্ররাই। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম উদ্যানপালন দপ্তর দেবে। তিনি বলেন, 'রাজ্যে ফল চাষ করবার জন্য বীজ তৈরি করা হচ্ছে। আগে উদ্যানপালন দপ্তর মাত্র তিন শতাংশ বীজ তৈরি করত। বর্তমানে ৪১ শতাংশ বীজ তৈরি করে। মোহিতনগর এবং বড়জোড়াতে পিপিপি মডেলে এই বীজ তৈরি করা হচ্ছে।'

মন্ত্রী সুব্রত সাহার সঙ্গে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সুব্রত গুপ্ত। শনিবার মোহিতনগরে।

অন্যদিকে, জলপাইগুড়িতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় স্টল দেবে উদ্যানপালন দপ্তর। মেলা কমিটির সম্পাদক পুরোজিৎ বকসিগুপ্ত শনিবার সচিব সুব্রতবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ২৪ ডিসেম্বর থেকে মিলন সংঘ ময়দানে এই মেলা হবে। চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলায় নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান এবং ভারতের বাণিজ্য প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে বেশি ভোটার

জলপাইগুড়ি, ১২ নভেম্বর : খসড়া ভোটার তালিকায় জেলার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভাতেই সবচেয়ে বেশি ভোটার সংখ্যা দেখানো হয়েছে। জেলার ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯৫০। জেলার একমাত্র বিধানসভা নাগরাকাটা কেন্দ্রে পুরুষ ভোটারের চেয়ে মহিলা ভোটার অনেক বেশি বলে খসড়া ভোটার তালিকায় দেখানো হয়েছে।

জেলার মধ্যে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র সবচেয়ে বড়। এখানকার ভোটার সংখ্যা মোট ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ১১১। তারপরই ময়নাগুড়ি কেন্দ্রে মোট ভোটার ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৬০ জন। ধূপগুড়িতে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৮৫ জন। জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্রে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ১৫০ জন, রাজগঞ্জ কেন্দ্রে ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৬২ জন, মালবাজারে ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৭৪ জন ভোটার দাঁড়িয়েছে। জেলার একমাত্র বিধানসভা নাগরাকাটা যেখানে পুরুষ ভোটারের চেয়ে মহিলা ভোটার ৫ হাজার ২৯৭ জন বেশি। এই কেন্দ্রের মোট ২ লক্ষ ৪১ হাজার ২০৮ জনের মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৫৪ জন, অন্যদিকে মহিলা ভোটার ১ লক্ষ ২৩ হাজার ২৫১ জন। জানুয়ারিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। নতুন ভোটার জানুয়ারির মধ্যে যুক্ত হবে, ফলে জেলার ৭টি বিধানসভাতেই ভোটারের সংখ্যা বাড়তে পারে।

নিয়ম ভেঙে বোল্লায় বিধায়ক

পতিরাম, ১২ নভেম্বর : বোল্লায় হাজার হাজার ভক্তের ভিড়ের মধ্যেই গাড়ি নিয়ে ঢুকে গেলেন বিধায়ক। শুক্রবার রাতে কালিয়াগঞ্জের তৃণমূল বিধায়কের গাড়ির ধাক্কায় বেশ কয়েকজন ভক্ত আহত হয়েছেন বলে স্থানীয়দের দাবি। মন্দির চত্বরের কাছে এভাবে আইন ভেঙে গাড়ি নিয়ে ঢোকাটা উচিত হয়নি বলে জানিয়েছে মন্দির কমিটি। নিরাপত্তাবেষ্টনী পেরিয়ে কীভাবে গাড়ি ঢুকল, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ সুপার। তবে এসবে ভ্রূক্ষেপ নেই বিধায়কের। এতে তিনি দোষের কিছুই দেখছেন না। বিধায়কের ভূমিকার সমালোচনা করেছে বিজেপি।

কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায় শুক্রবার রাতে প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে দুটি গাড়ি নিয়ে মেলায় প্রবেশ করেন। উত্তেজনার বসে ক্ষুব্ধ মানুষজন বিধায়কের গাড়ির উপর ইটের টুকরো, চড়, থাপ্পড় মারতে থাকেন। বিধায়ক অবশ্য ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে মন্দিরে চলে যান। গাড়ি নিয়ে মন্দিরের কাছে যাওয়ার কথা ফোনে নিজেই স্বীকার করেছেন বিধায়ক। তবে এতে নিয়ম ভাঙার কিছুই চোখে পড়েনি তাঁর। বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, 'তৃণমূলের বিধায়ক নিজেকে বিরাট কিছু ভাবেন। আমি এই ধরনের আচরণের প্রতিবাদ জানাই। শুক্রবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, আমি ও আরও কয়েকজন বোল্লা মেলায় গিয়েছিলাম। আমরা সকলে মিলে হেঁটেই মেলায় ঢুকেছি।'

ট্রেনচালকের ব্রেকে প্রাণরক্ষা হাতির

নাগরাকাটা, ১২ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতের পর শনিবার সকালে। ফের জরুরিকালীন ব্রেক কষে রেললাইনে উঠে পড়া হাতির প্রাণ রক্ষা করলেন দুই ট্রেনচালক। এদিন ঘটনাটি ঘটে চাপড়ামারি জঙ্গলের রেলপথে চালসা ও নাগরাকাটা স্টেশনের মাঝে। ৭০/৭-৮ নম্বর পিলারের কাছে হাতিটি লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। সেসময় ওই পথে যাচ্ছিল শিলিগুড়ি-ধুবড়ি আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেন। চালক জাকি আহমেদ ও সহ চালক পিকে পঙ্কজের নজরে আসতেই তাঁরা ট্রেন থামিয়ে দেন। হাতিটি রেললাইন ছেড়ে জঙ্গলে ঢোকার পরই ট্রেন ফের রওনা দেয়। এই নিয়ে গত আড়াই মাসে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত ডুয়ার্সের ১৬৮ কিলোমিটার এই রেলপথে মোট ৮ বার এমন ঘটনা ঘটল। রেলের সচেতনতার প্রশংসা করছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

গত বৃহস্পতিবার রাতেও মহানন্দা অভয়ারণ্যের জঙ্গলচেরা সেবক ও গুলমা স্টেশনের মাঝে ২৬/২-১ নম্বর পিলারের কাছের রেললাইনের ওপর একটি হাতি উঠে পড়েছিল। সঠিক সময়ে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দিয়ে ওই হাতির জীবন বাঁচিয়েছিলেন একটি মালগাড়ির চালক অভিজিৎ শর্মা ও সহ চালক বিআর পাল। তারও আগে বেশ কয়েকবার একই কায়দায় কখনও গুলমা-সেবক, কখনও চালসা-নাগরাকাটা স্টেশনের মাঝের জঙ্গলের রুটে হাতির জীবনরক্ষা করেছেন ট্রেনচালকরা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার দিলীপকুমার সিং বলেন, 'জঙ্গলের রুটে বরাবরই নিয়ন্ত্রিত বেগে ট্রেন চালানো হয়। এর বাইরে হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর গতিবিধির প্রতি সতর্ক নজর রেখে চালকদের ট্রেন চালানোর নির্দেশ দেওয়া আছে। বন্যপ্রাণীদের জীবন রক্ষায় রেল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

চাপড়ামারির জঙ্গলের রেলপথে হাতি। শনিবার। – শুভজিৎ দত্ত

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির স্বপ্নে বুঁদ পাকিস্তান

প্রথম পাতার পর

এ যেন প্যান্ডেল রয়েছে, কিন্তু দেবতা নেই!

প্রয়াত কিংবদন্তি শেন ওয়ার্নের মূর্তিকে বাঁদিকে রেখে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট মিউজিয়ামের মূল গেট দিয়ে এমসিজি'র প্রেস বক্সের দিকে যাওয়ার পথে হঠাৎ নজরে এল ছোট্ট একটি জটলা। সামনে হাজির হয়ে জানা গেল, রবিবারের ফাইনালের গ্যালারির বৈধ টিকিট ছেড়ে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন কয়েকজন ভারতীয় যুবক। আচমকা হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো এমসিজি চত্বরে টিকিটের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো জনা কয়েক পাক সমর্থক এমন সোনার সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ। শেষপর্যন্ত পাকিস্তান-ইংল্যান্ড ম্যাচের টিকিট হাতে পেতেই পাক সমর্থকরা তাঁদের বন্ধু-পরিজনদের ফোন করে সেই সুখবর দিতে শুরু করলেন। সঙ্গে প্রার্থনাও শুরু হল, আগামীকাল যেন বৃষ্টি না হয়। ইংল্যান্ডের কাছে সেমিফাইনালে হেরে টিম ইন্ডিয়া বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেও আগামীকাল এমসিজি'র গ্যালারিতে অন্তত ৯০ হাজার দর্শক থাকবেন, আইসিসি'র তরফে এমন দাবি করা হচ্ছে। হয়তো গ্যালারি ভরবে। ভরা গ্যালারির সামনে বাবর আজম বা জস বাটলারদের কেউ একজন বিশ্বসেরা দলের অধিনায়ক হিসেবে ট্রফি হাতে তুলে নেবেন। আবেগে ভেসে যাবেন চ্যাম্পিয়ন দলের সমর্থকরা। কিন্তু সেই আবেগের স্রোত কি ভারতীয় সমর্থকদের মতো হবে? কে জানে!

প্রকৃতির সঙ্গে অসম যুদ্ধে জেতা যাবে না, জানে আইসিসি। তাই বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা শেষমুহূর্তে প্লেয়িং কন্ডিশনে কিছু রদবদল করেছে। জানা গিয়েছে, রবিবার পূর্বাভাস মেনে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে সোমবার রিজার্ভ ডে-তে ম্যাচ শেষ করার জন্য আরও দুই ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় ধার্য করেছে আইসিসি। তারপরও ফাইনাল শেষ করা না গেলে দুই দলকে যুগ্মজয়ী ঘোষণা করা হবে। যদিও পাকিস্তান ও ইংল্যান্ড, দুই দলই প্রবলভাবে ফাইনাল খেলতে চাইছে। পাশাপাশি দুই দলের অন্দরেই রয়েছে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন, বাড়তি তাগিদও। কোনও দলেই নতুনভাবে চোট-আঘাতের খবর নেই। বরং ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলার জানিয়েছেন,

একনজরে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান

- ফাইনালে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৯৫ শতাংশ। সোমবার ফাইনালের রিজার্ভ ডে-তেও রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস।
- বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে আইসিসি ফাইনালের প্লেয়িং কন্ডিশনে কিছু রদবদল করেছে।
- কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে ইংল্যান্ডকে কখনও হারাতে পারেনি পাকিস্তান। মোট ম্যাচ ২। দুইবারই জিতেছে ইংল্যান্ড।
- এবারের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের মোট রান ৬৬৯। যার মধ্যে দুই ওপেনার বাটলার-হেলস করেছেন ৪১০। ফলে আগামীকাল আফ্রিদিদের মূল চ্যালেঞ্জ হবে দুই ইংরেজ ওপেনারকে রান করতে না দেওয়া।
- পাকিস্তানের বোলিং আক্রমণকে বলা হচ্ছে বিশ্বকাপের সেরা। কোনও দল শাহিন শা আফ্রিদিদের বিরুদ্ধে ১৬০-এর বেশি রান করতে পারেনি।

চোটের তালিকায় থাকা তাঁর দুই সতীর্থ মার্ক উড ও দায়িদ মালানের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। দুই দলই এবারের বিশ্বকাপ অভিযানের শুরুটা করেছিল জঘন্য। রোহিতের টিম ইন্ডিয়ার কাছে মর্যাদার ম্যাচে হেরেছিল পাকিস্তান। আর ইংল্যান্ড শুরুতেই বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে হোঁচট খেয়েছিল আয়ারল্যান্ডের সামনে। শুরুর ধাক্কা পরবর্তী সময়ে বদলে দিয়েছে দুই দলকেই। বদলেছে তাঁদের মানসিকতাও। গতকাল অনুশীলন করলেও এমসিজিতে আজ অনুশীলন করেনি পাকিস্তান। দুপুরে অধিনায়ক বাবর হাজির হয়েছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। তিনি বলেছেন, 'বিশ্বকাপের শুরুটা দল হিসেবে ভালো হয়নি আমাদের। কিন্তু সময়ের সঙ্গে আমরা ক্রমশ ছন্দ পেয়েছি। আর বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছোতে পারা স্বপ্নপূরণের মতোই। ফাইনাল ম্যাচটায় আমাদের সতর্ক থেকে সেরাটা দিতেই হবে।' পাক অধিনায়ককে ভরসা দেওয়ার জন্য শাদাব খান, মহম্মদ রিজওয়ান, শাহিন শা আফ্রিদিরা রয়েছেন। আর রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১৯৯২ সালের ইতিহাসকে ছোঁয়ার মরিয়া ইচ্ছা। বাবর এখন ৩০ বছর আগের ইমরান খান হয়ে উঠতে চাইছেন। সেমিফাইনালে একপেশে লড়াইয়ে নিউজিল্যান্ডকে চূর্ণ করার পর বিশ্বকাপ ট্রফিই এখন পাখির চোখ পাকিস্তান দলের।

অনেকটা একইরকম ভাবনায় ডুবে রয়েছে ইংল্যান্ডও। ২০১৯ সালে প্রথমবার ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছিল ইংল্যান্ড। আগামীকাল পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে ক্রিকেটের দুই ফর্ম্যাটেই বিশ্বসেরা হওয়ার বিরল নজির গড়বেন বাটলার, বেন স্টোকস, অ্যালেক্স হেলসরা। দুপুরের এমসিজি-তে অনুশীলন শুরুর আগে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বাটলার তাই বলেছেন, 'ছোট থেকে স্বপ্ন দেখতাম, জাতীয় দলের হয়ে সাফল্য পাচ্ছি। বিশ্বকাপ জিতছি। আজ সেই স্বপ্নপূরণের সামনে আমি। জানি ভারতকে সেমিফাইনালে হারিয়ে দেওয়ার পর আমাদের নিয়ে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। সেই চ্যালেঞ্জটা নিতে তৈরি আমরা।' প্রতিপক্ষ হিসেবে বাবরের পাকিস্তান দলের প্রতিও শ্রদ্ধা রয়েছে বাটলারের। বিশ্বকাপ শুরুর দিন কয়েক আগেই পাকিস্তান সফরে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। সেখানে সিরিজও জিতেছিলেন বাটলাররা। সাম্প্রতিক অতীতের সেই পারফরমেন্সের কথা মাথার রেখে ইংল্যান্ড অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'পাকিস্তান দুর্দান্ত দল। ওদের দীর্ঘ ক্রিকেটীয় ঐতিহ্য রয়েছে। তাই ফাইনালে ওদের বিরুদ্ধে ম্যাচ খুব সহজ নাও হতে পারে। কিন্তু আমরা সেরাটা দিয়ে যে কোনও চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি।'

আবহাওয়া
রবিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩০.০	১৭.০
শিলিগুড়ি	৩১.০	১৭.০
জলপাইগুড়ি	৩১.০	১৭.০
কোচবিহার	৩১.০	১৭.০
আলিপুরদুয়ার	৩১.০	১৭.০
মালদা	৩২.০	১৫.০
রায়গঞ্জ	৩১.০	১৫.০
গ্যাংটক	২২.০	১১.০

ইন্ডিয়ান পুডিং ডে

ইংরেজরা রেড ইন্ডিয়ানদের থেকে ভুট্টা চাষ শিখে গমের বদলে ভুট্টা দিয়ে পুডিং তৈরি করেন। প্রতি বছর ১৩ নভেম্বর ইন্ডিয়ান পুডিং ডে উদযাপন করা হয়।

বাজারে কাউন্সিলারের দাদাগিরি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : ফের দাদাগিরির অভিযোগ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মনের বিরুদ্ধে। কাউন্সিলার হওয়ার পর থেকে তিনি একাধিকবার বিতর্কে জড়িয়েছেন। এবার শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে এক ব্যবসায়ীকে কাজে বাধা দেওয়া এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল দিলীপের বিরুদ্ধে। ওই ব্যবসায়ীর অভিযোগ, দিলীপ কাজ বন্ধ করতে বলেছেন, তাই বন্ধ করতে হবে- এই বলে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা ধাক্কাধাক্কি করার পাশাপাশি মেরে ফেলার হুমকিও দিয়েছে। আতঙ্কে শনিবার আড়ত খোলেননি ওই ব্যবসায়ী।

যদিও দিলীপ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বাজারজুড়ে অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে। নিকাশিব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়ে আড়ত তৈরি হচ্ছে। অথচ বাজার কমিটির সচিব কিছু দেখছেন না। এর আগে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র চেয়ারম্যান এসে কাজ বন্ধ রাখতে বলেছেন। তার পরেও কাজ হচ্ছিল। তাই কয়েকজন গিয়ে কাজ বন্ধ রাখতে বলেছে। কোনও দাদাগিরি বা মারধর করা হয়নি।

নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির সচিব তমাল দাসের বক্তব্য, 'কোনও বেআইনি কাজ হচ্ছে না। সমস্ত অনুমতি নিয়েই ওই নির্মাণ করছেন ব্যবসায়ী। যদি বেআইনি কাজ হয়েও থাকে তাহলে তা দেখার অথরিটি আমাদের। আমার কাছে না এসে কাজ বন্ধ করতে বলার এক্তিয়ার ওদের নেই।' বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, 'ঠিক কী হয়েছে খোঁজ নিচ্ছি। এর আগেও একাধিকবার ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। শোকজও করেছিলাম।' কিন্তু ব্যবস্থা কী নিয়েছেন? এর কোনও জবাব পাপিয়া দিতে পারেননি।

কাউন্সিলার হওয়ার পরপরই নিজের এলাকা ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরে এক শিক্ষিকার কাজে যোগ দেওয়া নিয়ে বিরোধ হয়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই শিক্ষিকাকে কাজে যোগ দিতে রাজি হয়নি। খবর পেয়েই দিলীপবাবু স্কুলের গেটে তালা মেরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পিঠের চামড়া তুলে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। এনিয়ে শিলিগুড়িতে তুমুল হইচই হয়। কিন্তু তৃণমূল ওই কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত নিতে পারেনি।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই দুই সমকামীর বিয়ের ঘটনাতেও বাধা দিয়েছিলেন ওই কাউন্সিলার। তাঁর বিরুদ্ধে এক যুবতীকে মারধরের অভিযোগও উঠেছিল। এনিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়।

পুজোর কিছুদিন আগে নিয়ন্ত্রিত বাজারে আইএনটিটিইউসির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গণ্ডগোল হয়। সেই রাতেই পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। এর পরেই প্রধাননগর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে দিলীপ সরাসরি পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এখানেই না থেমে তিনি ওই ঘটনায় জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষকেও একহাত নেন। তাঁর অভিযোগ, নিয়ন্ত্রিত বাজারে গণ্ডগোলের ঘটনায় অভিযুক্তদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন জেলা সভানেত্রী। ওই ঘটনার পরে জেলা সভানেত্রী দিলীপকে শোকজ করে সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছিলেন। কিন্তু দিলীপের ডোন্ট কেয়ার মনোভাব। তিনি পরদিনই স্পষ্ট করে দেন, 'জেলা সভানেত্রী আমাকে শোকজ করার কে? আমি ওঁকে কোনও জবাব দেব না। যা বলার কলকাতায় বলব।' তাঁর সংযোজন ছিল, 'জেলা নেতৃত্বকে যদি কিছু বলতেই হয় তাহলে গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার, প্রতুল চক্রবর্তীর উপস্থিতিতেই বলব।'

দলের মধ্যেই গুঞ্জন, দিলীপের এত দম্ভের পিছনে যে দলেরই বড় মাপের নেতার হাত রয়েছে। তাই জেলা সভানেত্রীও দিলীপের বিরুদ্ধে ওই মন্তব্যের পরেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।

নিয়ন্ত্রিত বাজারে দিলীপের নামে দাদাগিরি চলছে বহুদিন ধরেই। আদা ব্যবসায়ী গণেশ সিংয়ের অভিযোগ, বাজার কমিটির অনুমতি নিয়েই তিনি একটি আড়ত তৈরি করছেন। শুক্রবার সেখানে এসে উমাশংকর যাদব সহ কয়েকজন কাজ বন্ধ রাখতে বলেন। প্রশ্ন করায় গণেশকে শারীরিক নিগ্রহ করে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। গণেশের বক্তব্য, ওরা বারবারই দিলীপ বর্মনের নাম নিয়ে কাজ বন্ধ রাখতে বলছিল। আমি তো অন্যায়ভাবে এই আড়ত তৈরি করছি না। তাহলে কেন কাজ বন্ধ করব? দিলীপ বর্মনরা তো শ্রমিক সংগঠন করেন। শ্রমিকদের স্বার্থ দেখবেন। তাহলে আমাকে কেন হুমকি দেওয়া হল? পুরো বিষয়টি তৃণমূলের সর্বস্তরে জানাবেন ওই ব্যবসায়ী। তবে, আতঙ্কে এদিন তিনি নিয়ন্ত্রিত বাজারে যাননি। কিছু লাভ হবে না বুঝে পুলিশেও অভিযোগ করেননি। উমাশংকরের পালটা দাবি, 'কোনও হুমকি দেওয়া হয়নি। শুধু কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। মিথ্যা অভিযোগ এনে গণেশ সবাইকে ফাঁসাতে চাইছেন।'

কী ঘটেছে

বাজার কমিটির অনুমতি নিয়ে এক ব্যবসায়ী আড়ত তৈরি করছেন। তাঁকে প্রথমে কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়, পরে শারীরিক নিগ্রহ করে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়

অভিযুক্তের দাবি

এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান কাজ বন্ধ রাখতে বলেছেন। তার পরেও কাজ হচ্ছিল। তাই কয়েকজন গিয়ে কাজ বন্ধ রাখতে বলেছে। কোনও দাদাগিরি বা মারধর করা হয়নি।

সচিবের কথা

সমস্ত অনুমতি নিয়েই ওই নির্মাণ করছেন ব্যবসায়ী। বিষয়টি দেখার অথরিটি আমাদের। আমার কাছে না এসে কাজ বন্ধ করতে বলার এক্তিয়ার ওদের নেই।

দিলীপ বর্মন, কাউন্সিলার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের

দাদার কীর্তি

- শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেওয়ার হুমকি
- দুই সমকামীর বিয়েতে বাধা এবং এক যুবতীকে মারধরের অভিযোগ
- প্রধাননগর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে সরাসরি পুলিশকে হুঁশিয়ারি
- নিয়ন্ত্রিত বাজারে ব্যবসায়ীকে কাজে বাধা এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগ

রোগনির্ণয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকায়..
বি.এস.ডায়গনস্টিক সেন্টার
বিধান রোড, শিলিগুড়ি, ফোন: 9733305372 | পাকুড়তলা মোড়, শিলিগুড়ি, ফোন: 9733305672
www. bsdcslg.com | B S Diagnostic Bsdc

Sunetra'z
Vision Redefined
Shop for Rs. 4000/- & Above
GET FREE COUPON
& 500/- OFF
ON GLASSES
ON NEXT VISIT
7364956793/9002280804
Ashrampara, Near Pakurtala More, Siliguri
BRANCH ADDRESS
Radhika Market Complex
Near Champasari More

ফোন এল না

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : বিএসএনএলের লাইনে সমস্যার জেরে 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে একটিও ফোন পেলেন না মেয়র গৌতম দেব। আগের সপ্তাহে মেয়র শহরের বাইরে থাকায় এই অনুষ্ঠান হয়নি। তাই শনিবার ১১টার আগেই আধিকারিকদের নিয়ে 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে বসে গিয়েছিলেন মেয়র গৌতম দেব। কিন্তু লাইন খারাপ থাকায় ফোন আসেনি।

মেয়র বলেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে বিএসএনএলকে রুগ্ন করে দেওয়া হচ্ছে। চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মাইনে দেওয়া হচ্ছে না, তাই তাঁরা আন্দোলন করছেন। আমরা পুরনিগমে বিকল্প ফোনের ব্যবস্থা করছি।'

ফ্রি বিউটিশিয়ান কোর্স*
ইউনিলিড
92325-13857, 78658-58357

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
Walk-in-Interview
ফ্রন্ট অফিস এগজিকিউটিভ
উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের জন্য ফ্রন্ট অফিস এগজিকিউটিভ চাই। প্রার্থীকে হতে হবে বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি সাবলীলভাবে বলতে সক্ষম, সপ্রতিভ, সহনশীল, স্পষ্ট উচ্চারণ এবং সুন্দর ব্যক্তিত্বের অধিকারী।
যোগ্যতা ঃ ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নিয়ে স্নাতক। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব-৩০। যোগ্য প্রার্থীরা আজ (রবিবার) বেলা ২:৩০টায় বায়োডেটা নিয়ে নীচের ঠিকানায় উপস্থিত থাকতে পারেন।
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

AASTHA MEDICAL
Siliguri
AASTHA MEDICAL
Now at your Door Step
20% Discount*
WE'VE GOT SILIGURI COVERED
We deliver across 2 km from our store
Order Now
98324-34352
Free Home Delivery (Minimum Order Rs. 1000)
THANA MORE, BESIDE SILIGURI POLICE STATION S.F.ROAD, SILIGURI
HELPLINE : 8370999933
SEVOKE ROAD, SPECTRUM HOUSE SILIGURI HELPLINE : 6295730950
BAGHAJATIN PARK, SBI COURT BRANCH, SILIGURI HELPLINE : 7029167515
Purchase Rs. 2000/- Medicine
FREE* ACCSURE BLOOD GLOCOSE METER
Till: 15.NOV' 2022
*Conditions apply

কোর্ট মোড় লাগোয়া রাস্তায় যানজট

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ১০.৪৫। শিলিগুড়ি পুরনিগমের সামনে থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি গার্লস স্কুলের রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। একপাশে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অটো, টোটো। এছাড়াও রাস্তার গা ঘেঁষে যত্রতত্র বাইক দাঁড়িয়ে। কলেজ পড়ুয়া বিজয় সূত্রধর বললেন, 'এই জটের জেরে কলেজে পৌঁছাতেও আমাদের দেরি হয়ে যায়।' এই বিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার মিলি সিনহা বললেন, 'বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন রাস্তা খুবই ব্যস্ততম। এছাড়াও গার্লস স্কুলের রাস্তাটি সংকীর্ণ। এই রাস্তার পাশেই পুরনিগম, তথ্যকেন্দ্র অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানে প্রচুর যানবাহন আসে। আর এর জেরে প্রচুর যানজট হয়।'

কোর্ট মোড় তথা এর আশপাশের অনেকটা অংশ। এই স্থানেই শিলিগুড়ির আদালত সহ বেশ কয়েকটি সরকারি দপ্তর রয়েছে। শহরের নামী দুটি স্কুল এখানে থাকায় পড়ুয়াদের ভিড়টাও যথেষ্টই। কিন্তু এখানকার যানজটে সবার ভোগান্তি বাড়ছে। স্কুলে মেয়েকে নিতে আসা শংকর দাস বললেন, 'জানি না এই সমস্যা কবে মিটবে।' শিলিগুড়ির বয়েজ স্কুলের রাস্তারও একই হাল। এক শিক্ষক বলেন, 'এই রাস্তায় প্রতিদিনই যানজট হচ্ছে। এর ফলে আমাদের স্কুলের ছাত্রদের যাতায়াতেও বড় সমস্যা হয়।' ষাটোর্ধ্ব অসীম চক্রবর্তী বললেন, 'এই সমস্যা মেটাতে প্রশাসনকে দ্রুত উদ্যোগী হতে হবে।' পথচারী কৃষ্ণ দত্ত বলেন, 'অফিস টাইমে এই রাস্তায় যাতায়াত একরকম আতঙ্কই বটে।' বহুদিনের পুরোনো এই সমস্যা মেটাতে সবাই দ্রুত ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন। বহু চেষ্টা করা হলেও ফোন না ধরায় এডিসিপি (ট্রাফিক) পূর্ণিমা শেরপার কোনও বক্তব্য মেলেনি।

শিলিগুড়িতে দুই তারকা মুনমুন সেন ও রাহুল বোস। শনিবার ডিপিএস-এর এক অনুষ্ঠানে তপন দাসের তোলা ছবি।

মেঝেতে রোগী বাড়ছে

তপনকুমার বিশ্বাস

ইসলামপুর, ১২ নভেম্বর : ইসলামপুর মহকুমায় ডেঙ্গি রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। মহকুমা হাসপাতালের সবক'টি বেড এখন ভর্তি। বাধ্য হয়ে কিছু চিকিৎসাধীন রোগীকে মেঝেতে তোষক পেতে রাখা হয়েছে। এই সংখ্যাও ৫০-এর বেশি। চিকিৎসকদের একাংশ মনে করেন, আবহাওয়ার পরিবর্তন হতেই জ্বরের প্রকোপ ক'দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে।

হাসপাতালে ১৯৪টি বেড রয়েছে। এখন আড়াইশোরও বেশি রোগী ভর্তি আছেন। যাঁরা বেডে স্থান পাননি, তাঁদের মেঝেতে রেখেই চিকিৎসা চলছে। পুজোর আগে থেকেই ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে আসছেন। সম্প্রতি সাধারণ জ্বরের রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে।

দাসপাড়া সংলগ্ন রাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা আলিমুদ্দিন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মহকুমা হাসপাতালের বারান্দার মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে আছেন। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। সেখানে দেখা মিলল আরও বেশ কয়েকজন রোগীর। বাজারের বাসিন্দা রাজেশ সিংগী বলেন, 'আমার পরিবার ও আশপাশের অন্তত ১২ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত। ব্যক্তিগতভাবে আমরা রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি চিকিৎসা করিয়ে চলেছি।' যদিও ইসলামপুর পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার আরিকুল ইসলাম বলেন, 'হাসপাতালে কিংবা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি না হলে তাঁদের পক্ষে সংখ্যা জানা সম্ভব নয়।'

ইসলামপুর হাসপাতাল

হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুরজ সিনহাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, 'এখানে বর্তমানে চারজন ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগী ভর্তি আছেন। অনেকেই চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। অন্য রোগীর চাপ দিন-দিন বাড়ছে। তাই বাধ্য হয়ে আমরা করিডরে কিছু রোগীকে রেখে পরিষেবা দিচ্ছি। মূলত সাধারণ জ্বর নিয়ে বেশি সংখ্যায় রোগী আসছেন। গত ক'দিনে বেড়েছে। মরশুম পরিবর্তনের কারণেই এ সময় জ্বরের রোগী বেশি পাওয়া যায়। আমার সর্বস্তরের কর্মীরা সাধ্যমতো চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছি।'

আজও সংস্কার হয়নি দুই পার্ক

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : নতুন বোর্ড ক্ষমতায় আসার পরেই পুরনিগমের তরফে শহরের পার্কগুলি সংস্কারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। তবে রেল-পুরনিগমের জটের কারণে এখনও বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে ১ নম্বর ওয়ার্ডের ডিজেল কলোনি পার্ক ও ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ কলোনি পার্ক। বাম বোর্ড ক্ষমতায় থাকাকালীন পুরনিগমের তরফে পার্ক দুটি সংস্কার করতে গেলে রেলের তরফে বাধা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে জটিলতার সমাধান আর হয়নি। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের মন্তব্য, 'রেলের এলাকাগুলিতেও পরিষেবা আমরাই দিই। তাই সেখানে পার্ক আমরাই সংস্কার করব। সবকিছু দেখেই পার্কগুলি সংস্কার করব।' যদিও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ অধিকর্তা সব্যসাচী দে'র স্পষ্ট বক্তব্য, 'অন্তত অনুমতি তো নিতে হবে। বিনা অনুমতিতে কাজ কি করে হবে?'

৪৭ নম্বর ওয়র্ডের কাউন্সিলার অমর আনন্দ দাস অবশ্য বলছেন, 'পুরনিগমের তরফে নতুন করে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। টেন্ডার পাশ হলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

একই অবস্থা ১ নম্বর ওয়ার্ডের ডিজেল কলোনি পার্কে। ডিজেল কলোনির বাসিন্দা বিজয় মাহাতো বলছিলেন, 'এলাকায় পার্ক নেই। যেটা ছিল, সেটারও এখন ভগ্নদশা। আরও কতদিন এভাবে পড়ে থাকবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।' যদিও ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠকের বক্তব্য, 'রেল রেলের কাজ করবে। কিন্তু আমরা আমাদের উন্নয়নমূলক কাজ করব। আগে কী হয়েছে, সেটা জানা নেই।' রঞ্জন বলেন, 'প্রয়োজনে রেলের অব্যবহৃত জমিগুলি রাজ্য সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হোক।' পার্ক দুটি কবে সারাই হবে, এখনও জানেন না বাসিন্দারা।

কুকুর খুনে ধৃত

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : পশুহত্যার অভিযোগ পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল। শুক্রবার রাতে এনজেপি নর্থ কলোনিতে একটি পথকুকুরকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়। এনিয়ে বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠন শনিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আজ শহরে

শিলিগুড়ি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের প্রয়াত সদস্য প্রদীপ নন্দীর স্মরণসভা। বিকাল ৪টায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের হলঘরে।

একটি বিশেষ ঘোষণা
আজ উত্তরবঙ্গ মাড়োয়ারি ভবন, সেবক রোডে হতে চলেছে এক বড় খবর
50 লক্ষ টাকা শীতের পোশাক এবং গরমের রেডিমেড পোশাক মাত্র 5 লক্ষ টাকায় বিক্রি করে শেষ করা হবে
কারণ- নিলাম থেকে কোম্পানিকে বাঁচাতে আগামীকাল যে কোনও প্রকারে 5 লক্ষ টাকা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতেই হবে
IZOD | ARROW | FLYING MACHINE | adidas | U.S. POLO ASSN. | Ed Hardy
গল্প নয়, এটাই সত্য- যে সমস্ত ব্র্যান্ডের গরম পোশাক এবং শীতের পোশাক 1000 টাকা থেকে 3000 টাকায় বিক্রি হত
আজ সেইসব পোশাক মাত্র 100, 200 এবং 300 টাকায় বিক্রি করে শেষ করা হবে
নোট- গ্রাহকদের উদ্দেশে একটাই অনুরোধ- গতকালের মূল্যের সঙ্গে আজকের মূল্যের তুলনা করবেন না
এই মূল্যে বিক্রি করা আমার বাধ্যতা, এই দরে বিক্রি সারাবছর হবে না
কেনার এই সুযোগ হারাবেন না
মনে রাখবেন এই বিক্রি শুধুমাত্র 12 ঘণ্টার জন্য
আজ, রবিবার সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত
বিক্রয় স্থান:
উত্তরবঙ্গ মাড়োয়ারি প্যালেস
সেবক রোড, শিলিগুড়ি
Free Entry, Free Parking
All Debit Credit card Accepted

বৌবাজারে ফি সংগ্রহ নিয়ে বিতর্কে পুরনিগম

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : পুরনিগম কেন নিজের সীমানার বাইরে পা রাখছে? শান্তিনগর বৌবাজার থেকে কনজারভেন্সি ফি সংগ্রহের জন্য টেন্ডার করে এমন প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুরনিগম নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। জায়গাটি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি)-এর হওয়ায় এখানে প্রত্যেকদিন ব্যবসা করা ব্যবসায়ীরা টোল দিতে নারাজ। পুর পরিষেবা কোথায়, সেই প্রশ্নও তাঁরা তুলেছেন। শান্তিনগর বৌবাজারে প্রত্যেক দিন অস্থায়ী প্রায় ২০০ দোকান বসে। প্রত্যেকদিন প্রত্যেকটি দোকান থেকে পুরনিগম ছয় টাকা করে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

পুর পরিষেবা নিয়ে ইতিমধ্যেই শহরে প্রশ্ন উঠেছে। মূলত বাজার এলাকায় আবর্জনার স্তূপ জমে থাকায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়াচ্ছে। কয়েকটি বাজার কমিটি তো কনজারভেন্সি চার্জ না দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে শান্তিনগর বৌবাজার থেকে কনজারভেন্সি চার্জ আদায়ে টেন্ডার করে পুরনিগম বিতর্কে জড়াল। কোনও টাকা দেবেন না বলেও এখানকার ব্যবসায়ীরা কার্যত হুমকি দিয়েছেন।

ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নীহার দাস বলছেন, 'পাইপলাইনের জায়গা আইওসির। পুরনিগম কোনওভাবেই টাকা আদায় করতে পারে না। তাছাড়া আমাদের তো পুরনিগম থেকে কোনও পরিষেবাই দেওয়া হয় না। কেন টাকা দেব?' বাজার যেখানে বসে সেই জায়গা যে পুরনিগমের নয়, তা স্বীকার করে নিয়ে ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার তৃণমূলের রঞ্জন শীলশর্মা বলেন, 'বাজারের একটা পাশ আমার ওয়ার্ড ঘেঁষা, অন্যদিকটা ২ নম্বর ডাবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা লাগোয়া। বাজার এলাকা পুরনিগমের না হওয়ায় পরিষেবাও দেওয়া হয় না।' যদিও পুরনিগমের বাজারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র-পারিষদ রামভজন মাহাতোর যুক্তি, 'বাজারের আবর্জনা সরিয়ে ফেলা বা পরিষেবা দেওয়ার জন্যই ফি সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার জন্যই টেন্ডার করা হয়েছে।' কিন্তু অন্যের জায়গা থেকে কি পুরনিগম টোল আদায় করতে পারে? মেয়র-পারিষদের বক্তব্য, 'সমস্যা মেটাতে বাজার কমিটির সঙ্গে কথা বলা হবে।'

এমন চাপানউতোরে অবশ্য টেন্ডারপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী শক্তি সরকারের মাথায় হাত পড়ছে। কেননা, তিনি ইতিমধ্যেই পুরনিগমকে ৩৫,৪০০ টাকা জমা দিয়েছেন। কিন্তু ব্যবসায়ীদের অনড় মনোভাবের জন্য তিনি বাজার থেকে এক টাকাও তুলতে পারছেন না। আবার সমস্যার সমাধানে বারবার পুরনিগমে গেলেও তেমন সদুত্তর পাচ্ছেন না। তিনি বলছেন, 'পুরনিগমে রীতিমতো টাকা জমা দিয়ে দায়িত্ব পেয়েছি। কিন্তু বাজার কমিটির বাধায় টাকা তুলতে পারছি না। পুরকর্তারাও সমস্যার কোনও সমাধান করছেন না। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে ঘুরছি। টাকাটাই না জলে চলে যায়।' জানা গিয়েছে, সমস্যা মেটাতে রামভজন কয়েকদিন আগে বাজারে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও পরিষেবা যেখানে দেওয়া হয় না এবং জায়গাটি যখন আইওসির, সেখানে কেন তাঁরা টাকা দেবেন বলে ব্যবসায়ীরা প্রশ্ন তোলেন। বাজার কমিটির সহ সভাপতি সুজিত বসাক বলেন, 'জমি যেখানে পুরনিগমের নয়, সেখানে আমরা টাকা দেব না। যা আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছি। এখানে যাঁরা দোকানদারি করেন, প্রত্যেকেই ছোট ব্যবসায়ী। যার জন্য বাজার কমিটিও কোনও টাকা নেয় না।'

ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা

- কনজারভেন্সি ফি সংগ্রহে টেন্ডার করায় বিতর্ক
- জায়গাটি আইওসি'র হওয়ায় ব্যবসায়ীরা টোল দিতে নারাজ
- প্রত্যেক দিন অস্থায়ী প্রায় ২০০ দোকান বসে
- প্রত্যেকদিন পুরনিগম ৬ টাকা করে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল

সরছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা

দক্ষিণবঙ্গে শীঘ্রই শীতের আমেজ

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : রবিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গ সহ রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় পাওয়া যাবে শীতের আমেজ। শনিবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে আগামী ৪-৫ দিন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার কলকাতায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ছিল। এদিন কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ ৩২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল ৯২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও বৃষ্টিপাত হয়নি।

অন্যবার নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় রাজ্যের তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমে যায়। কিন্তু এবার পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়া কলকাতা সহ রাজ্যের পশ্চিম দিকের জেলাগুলিতে ঢুকতে পারেনি।

শনিবার থেকে সেই পশ্চিমি ঝঞ্ঝা সরে যাওয়ায় উত্তুরে হাওয়া রাজ্যের পশ্চিমদিকের জেলাগুলিতে ঢুকতে শুরু করেছে। ফলে তাপমাত্রা ক্রমশ কমবে। রবিবার আকাশও থাকবে পরিষ্কার। ফলে ঠান্ডা আরও বাড়বে। তবে এই পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় রবিবারের পর থেকে দু-তিনদিন বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে অবশ্য আবহাওয়া শুষ্কই থাকবে। বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ৫ দিন উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টিপাত হতে পারে।

মাদক খাইয়ে যুবতীকে গণধর্ষণ

কলকাতা, ১২ নভেম্বর (সংবাদ) : ফের মাদক খাইয়ে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল চার যুবক। রাজারহাটের একটি রিসর্টে এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের শনিবার বারাসত কোর্টে তোলা হলে বিচারক তাদের পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ তারিখ রাজারহাট বৈদিক ভিলেজে

গ্রেপ্তার ৪

একটি রিসর্ট ভাড়া করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ ১০ তারিখ পার্টি ছিল তাদের। ১১ তারিখ অর্থাৎ ঘটনার পরেরদিনই রাজারহাট থানায় গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। তাঁর অভিযোগ, পার্টি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ওই তরুণীকে তরল জাতীয় মাদক খাইয়ে গণধর্ষণ করে অভিযুক্ত চার যুবক। রাজারহাট থানার পুলিশ চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার তাদের বারাসত আদালতে পেশ করে পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নেয়। ঘটনার পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রিসর্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও। পুলিশ সূত্রে খবর, রাজারহাট থানার পুলিশকে অভিযুক্তদের বিষয়ে কোনওরকম তথ্য দিতে পারেনি ওই রিসর্ট কর্তৃপক্ষ।

রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে অখিল গিরির বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে বিজেপির বিক্ষোভ। শনিবার কলকাতায়। ছবি : কৌশিক দত্ত

কারা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য অনুমোদন করল না তৃণমূল

অখিলের মন্তব্যে তোলপাড়

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর 'রূপ' নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করলেন রাজ্যের কারা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অখিল গিরি। শুক্রবার নন্দীগ্রামে এক জনসভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে অখিল বলেন, 'আমাকে বলছে দেখতে ভালো নই। কিন্তু তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা?' অখিলেশের এই মন্তব্যে প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়ে তৃণমূল। সঙ্গে সঙ্গেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে অখিলের মন্তব্যের প্রতিবাদ করে জানিয়ে দেওয়া হয় তাঁর এই মন্তব্য দল অনুমোদন করে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূলকে বিপাকে পেয়ে আন্দোলনে পথে নেমেছে বিজেপি। শনিবার সকাল থেকে এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদে শামিল হয়েছে বিজেপি। কলকাতা, বর্ধমান, নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রতিবাদ সভা করেছে। নন্দীগ্রাম থানায় অখিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপি। তবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিনই রাজভবনে গিয়ে অখিলের বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে রাজ্যপালকে চিঠি দিয়েছেন। অখিল অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করে এই নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়েছেন। সেইসঙ্গে জানিয়েছেন, তাঁর মন্তব্য তিনি প্রত্যাহার করেছেন।

নন্দীগ্রামের এক সভা থেকে অখিল সম্পর্কে শুভেন্দু বলেছিলেন, 'উনি কাকের মতো দেখতে। হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়ান। হাফপ্যান্ট মন্ত্রী।' শুক্রবার নন্দীগ্রামের জনসভায় এই মন্তব্যেরই জবাব দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে অখিল এই বেফাঁস মন্তব্য

উনি কাকের মতো দেখতে। হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়ান। হাফপ্যান্ট মন্ত্রী।

–শুভেন্দু অধিকারী

আমাকে বলছে দেখতে ভালো নই। কিন্তু তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা?

–অখিল গিরি

করেন। বিজেপির মুখপাত্র অমিত মালব্য ওই ভাষণের ভিডিও ক্লিপ টুইট করে প্রকাশ করার পরই বিষয়টি নিয়ে হইচই পড়ে যায়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'অবিলম্বে এই বিধায়কের পদত্যাগ প্রয়োজন। না হলে তাঁকে বরখাস্ত করা হোক। তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ করতে হবে।' কেন্দ্রীয় আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা বলেন, 'অখিল গিরি যে ভাষায় কথা বলেছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে, তৃণমূল সরকার ও তাঁদের মন্ত্রীরা মহিলাদের ও আদিবাসী সমাজের প্রতি কোনও সম্মান দেয় না।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীও এই বক্তব্যের নিন্দা করে বলেছেন, 'রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।'

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ দলের অবস্থান স্পষ্ট করে বলেন, 'অখিলবাবুর এই মন্তব্যকে আমাদের দল কোনওভাবেই সমর্থন করে না। আমরা এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করি। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে ইভটিজারের মতো মন্তব্য করেছিলেন, তাও কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।' বিজেপি নেতা তথা মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় তাঁর টুইটার হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'পূর্ব মেদিনীপুরের স্বল্পদিনের রাজনীতিক অখিল গিরি এতটা বোকা নন যে, ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে কুকথা বলার অর্থ তিনি জানেন না। তিনি ভিড়ের থেকে হাততালি পাওয়ার জন্য এটা করেছেন। এই ঘটনাই দেখিয়ে দেয় জনসাধারণের নৈতিকতা কত নীচে নেমে গিয়েছে।' অখিল অবশ্য বলেন, 'শুভেন্দুর ওই মন্তব্য থেকে আমি মেজাজ হারিয়ে এই কথা বলেছি। ক্ষমা চেয়ে ও বক্তব্য প্রত্যাহার করতে চেয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়েছি।'

রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে অখিলের এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরই রাজ্যের সর্বত্র রাস্তায় নামে বিজেপি। এদিন দলীয় কর্মসূচিতে গিয়ে বর্ধমানে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও নন্দীগ্রাম, কলকাতা, বারাসত, আসানসোল সহ সর্বত্রই বিজেপি কর্মীরা এই বক্তব্যের প্রতিবাদে মিছিল ও বিক্ষোভ দেখান। নন্দীগ্রামের তেখালিতে বিজেপি রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে। দলের উপজাতি মোর্চার তরফেও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ ও মিছিল করা হয়।

আজি ধানের খেতে।। *আমন ধান কাটার ধুম চাষিদের। আকালিপুরে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।*

সাঁতরাগাছি ব্রিজে যান নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : আগামী ১৯ নভেম্বর থেকে প্রায় দেড় মাস সাঁতরাগাছি ব্রিজে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত এই ব্রিজে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ থাকবে। ভোর ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত একটি মাত্র লেন দিয়ে দুই মুখের গাড়ি চালানো হবে। তবে পণ্যবাহী কোনও গাড়ি এই দেড় মাস ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে চলাচল করবে না। শনিবার হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের সঙ্গে বৈঠকে বসে পূর্ত দপ্তর। সেখানেই এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয়েছে, কলকাতামুখী পণ্যবাহী গাড়িকে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে মোড় থেকে দক্ষিণেশ্বরের নিবেদিতা সেতু দিয়ে কলকাতায় ঢোকানো হবে। অন্যদিকে, ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কগামী গাড়িকে দ্বিতীয় হুগলি সেতু পার করার পর আন্দুল রোড দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত সমস্ত গাড়ি এই বিকল্প রাস্তায় চলবে। সাঁতরাগাছি ব্রিজের বেশকিছু জরুরি মেরামতের কারণেই এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রতিদিন এই ব্রিজের ওপর দিয়ে ৭০ হাজারের বেশি গাড়ি চলে। ফলে একদিকে নিবেদিতা সেতুর চাপ যেমন বাড়বে, তেমনই রাতের দিকে যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচলেও চরম সমস্যা হবে বলে পুলিশ কর্তারা মনে করছেন।

হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী বলেন, 'সাঁতরাগাছি ব্রিজের জরুরি মেরামতের কারণে পূর্ত দপ্তর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সারাদিনের কোনও সময়েই এই ব্রিজের ওপর দিয়ে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করবে না। বিকল্প রাস্তা দিয়ে যাতে মসৃণভাবে গাড়ি চালানো যায়, তার জন্য অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হবে।'

বাংলার দম্পতি বন্দি বেঙ্গালুরুতে

তথ্য যাচাইয়ে বর্ধমানে কর্ণাটকের পুলিশ

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১২ নভেম্বর : বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী অভিযোগে বেঙ্গালুরুর জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক দম্পতিকে। রেহাই পায়নি তাঁদের দেড় বছর বয়সি শিশুপুত্রও। প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে ছেলে আদিকে নিয়ে বেঙ্গালুরুর জেলে দিন কাটাচ্ছেন অসহায় দম্পতি পলাশ অধিকারী ও শুক্লা অধিকারী। এই ঘটনার খবর ২৪ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপরই তোলপাড় পড়ে যায় রাজ্যের প্রশাসনিক মহলে। বিভিন্ন সংগঠনও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়।

এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে মহাফাঁপড়ে পড়েছে বেঙ্গালুরুর ভারথুর থানার পুলিশ। তারা এখন পশ্চিমবঙ্গে এসে বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে ঘুরে নথি সংগ্রহ করছে। তাদের করা মামলার জেরে বেঙ্গালুরুর জেলে বন্দি থাকা দম্পতি আদৌ বাংলাদেশি, নাকি প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক- সে ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হতে চাইছে।

ভারথুর থানার পুলিশের তথ্য সংগ্রহের খবরে অধিকারী পরিবারের আশা, এবার হয়তো পলাশ এবং তাঁর স্ত্রী ও ছেলে জেল থেকে মুক্তি পাবে। পলাশের বোন শম্পা হালদারের বক্তব্য, 'বেঙ্গালুরু পুলিশের দল আমাদের তেলেগ্রামের বাড়িতে এসেছিল। বাড়িঘর দেখার পাশাপাশি তারা দাদা-বৌদি ও ভাইপোর ভারতীয় নাগরিকত্ব সংক্রান্ত সব নথি যাচাই করে। প্রতিবেশীদের সঙ্গেও কথা বলে। কোনও খুঁত তারা বের করতে পারেনি। তাই আশা করছি, এবার হয়তো বেঙ্গালুরুর জেল থেকে দাদারা মুক্তি পাবে।'

এ ব্যাপারে জামালপুরের বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার বলেন, 'উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর দেখে প্রথম জানতে পারি আমার ব্লকের তেলেগ্রামের বাসিন্দা এক দম্পতিকে ফরেনার্স অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশের পরেই বেঙ্গালুরুর ভারথুর থানার পুলিশ বেকায়দায় পড়ে গিয়ে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে। তিন-চারদিন আগে ভারথুর থানার তিন পুলিশ আধিকারিক তদন্তের স্বার্থে আমার কাছেও এসেছিলেন।'

শ্রমিকের কাজ করার জন্য জুন মাসে পলাশ তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেঙ্গালুরু যান। একই উদ্দেশে পলাশের বাবা-মা এবং প্রতিবেশী সুনীল অধিকারীও সেখানে যান। সেখানকার মারাথাহাল্লি মহকুমার ভারথুর থানার সুলিবেলে গ্রামের কায়েন খানের ডেরায় তাঁরা ওঠেন। সেখানে দৈনিক ৩০০-৪০০ টাকা মজুরির শর্তে তাঁরা কায়েন খানের অধীনে কাজ করা শুরু করেন। তাঁদের কাজ ছিল হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিনেমাহল সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত বর্জ্য বস্তু, বোতল, প্লাস্টিক সরঞ্জাম বাছাই করা।

পলাশের আত্মীয় পিন্টু হাওলাদার জানান, সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। হঠাৎ ২৭ জুলাই ভারথুর থানার পুলিশ কায়েন খানের ডেরায় হানা দেয়। সেখানে যাঁরা বাংলাভাষী ছিলেন তাঁরা সবাই নাকি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এই সন্দেহে ভারথুর থানার পুলিশ তাঁদের থানায় নিয়ে যায়। তারপর থেকে বেঙ্গালুরু জেলেই রয়েছেন সন্তান সহ অধিকারী দম্পতি।

সিউড়িতে একটি ফুটবল ম্যাচে সাংসদ শতাব্দী রায়। শনিবার। –তথাগত চক্রবর্তী

আরপিএফে নিয়োগ শীঘ্রই

আসানসোল, ১২ নভেম্বর : রেলযাত্রীদের সুরক্ষা ও রেলের সম্পত্তি রক্ষায় শীঘ্রই ৮ হাজার আরপিএফ নিয়োগ করা হবে। সম্প্রতি পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের আসানসোলে আরপিএফের মহিলা ব্যাটালিয়নদের সেন্টারে এসে আরপিএফ জওয়ানদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের ডিরেক্টর জেনারেল সঞ্জয় চন্দ্র। পরে তিনি নিয়োগ সংক্রান্ত এই কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, বেশ কয়েকটি রাজ্য থেকে ট্রেনে করে শিশুদের পাচার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আরপিএফ জওয়ানরা সারাদেশে একদিনে এমন ১৮৬ জনকে উদ্ধার করেছে।

হর কি দুন-এ ট্রেক করতে গিয়ে মৃত্যু

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিং করতে গিয়ে শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হল বাঙালি মহিলা পর্বতাভিযাত্রী। শুক্রবার সকালে হর কি দুন থেকে ট্রেক করে নামার সময় দীপাঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৪) নামে ওই মহিলা মাঝরাস্তায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এই ঘটনায় রাজ্যের অভিযাত্রী মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আয়কর দপ্তরের অফিসার (সিনিয়ার ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট) দীপাঞ্জনার বাড়ি কলকাতার কসবা এলাকায় বেদিয়াডাঙায়। গত ৫ নভেম্বর ভোরে দমদম বিমানবন্দর থেকে দিল্লিতে পৌঁছোন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী তীর্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৭ বছরের মেয়ে টিউলিপ। কলকাতারই একটি দলের সঙ্গে ট্রেকিংয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা।

শুক্রবার হর কি দুন থেকে দেরাদুনে যাচ্ছিল দীপাঞ্জনা সহ ওই দলটি। প্রায় ৩০ কিলোমিটার এই পথের শেষের দিকে বিকালবেলায় তিনি খানিকটা অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। গন্তব্যে পৌঁছোতে তখনও সাড়ে ৩ কিলোমিটারের

মৃত আয়কর অফিসার দীপাঞ্জনা।

মতো পথ বাকি ছিল বলে তাঁর স্বামী জানিয়েছেন। তীর্থবাবু জানান, দীপাঞ্জনা অসুস্থতার কথা তাঁকে জানাতেই তিনি আয়োজকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আয়োজকরা সেই সময় বিষয়টি দেখছেন বলে তীর্থবাবুকে আশ্বস্ত করেন। এমনকি মেয়ে টিউলিপকে নিয়ে তীর্থবাবুকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন তাঁরা। পাহাড়ি পথে মেয়েকে নিয়ে দু-তিনশো মিটারের মতো এগিয়ে যান তীর্থবাবু। কিন্তু পিছনে স্ত্রী বা অভিযাত্রী দলের কাউকে দেখতে না পেয়ে সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকেন। প্রায় আধঘণ্টা পরেও কারও দেখা না মেলায় ফিরে আসেন তাঁরা। তখনই দেখেন অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন স্ত্রী দীপাঞ্জনা। অভিযাত্রী দলের কয়েকজন তাঁকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। ততক্ষণে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে দীপাঞ্জনার। শ্বাসপ্রশ্বাসও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিপদের গন্ধ পেয়ে তীর্থবাবু তড়িঘড়ি সকলের সঙ্গে দীপাঞ্জনাকে নিয়ে নীচে নামতে থাকেন। নীচে এসে যখন তাঁরা ডাক্তারকে দেখান, ততক্ষণে সব শেষ।

ঘটনার বিহ্বলতায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন তীর্থবাবু। চোখের সামনে মাকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে মেয়ে টিউলিপ। শনিবার সকালে এই খবর বাড়ি এবং অফিসে পৌঁছোনোর পর সকলে শোকে ভেঙে পড়েন। সহকর্মীরা জানান, অত্যন্ত প্রাণবন্ত ছিলেন দীপাঞ্জনা। অফিসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করে মাতিয়ে রাখতেন সকলকে।

পাড়াপ্রতিবেশীরা জানান, হাইপ্রেশারের রোগী হলেও ট্রেকিং ছিল দীপাঞ্জনার বরাবরের নেশা। এভারেস্টজয়ী পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। দীপাঞ্জনা আমারও সহকর্মী। এভাবে অকালে পাহাড়েই দীপাঞ্জনা শেষ হয়ে যাবেন ভাবতেও পারছি না।' দেবাশিসবাবু আরও বলেন, 'এই দুর্ঘটনা অবশ্য বাড়িতেও হতে পারত।' হাইপ্রেশারের সমস্যা থাকলেও শুধুমাত্র এরজন্যই যে দীপাঞ্জনার মৃত্যু হয়েছে তা তিনি মানতে রাজি নন।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রী দেবাচার্য্য 9434317391

কর্কট : বাবা ও মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তৃপ্তি। কর্মক্ষেত্রে ভালো সংবাদ পেতে পারেন। পরিমিত আকাঙ্ক্ষা আপনাকে সুস্থির রাখতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। বাড়ির প্রতিটি সদস্যই আপনার মতামতকে মেনে নেবেন।

সিংহ : পুরোনো দিনের কোনও কাজের জন্য এই সপ্তাহে ফললাভ। সামান্য প্রচেষ্টাতেই কিন্তু এ সপ্তাহে কাজের বাধা দূর হবে। মায়ের রোগমুক্তি স্বস্তি দেবে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের দিক থেকে সুসংবাদ পাবেন। অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন। প্রেমের সংকট কাটবে।

কন্যা : দীর্ঘদিন ধরে করে আসা কাজের সাফল্য কিন্তু এই সপ্তাহে মিলবে। সামান্য অর্থকষ্ট থাকলেও তা আপনাকে পিছিয়ে দিতে পারবে না। হঠাৎ কোনও নতুন সম্পর্ক নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিতে হতে পারে। দাম্পত্য সমস্যা কেটে যাবেই।

তুলা : হঠাৎ এ সপ্তাহে কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে এই বিষয়টিকে নিয়ে সামান্য হলেও কথাবার্তা বলুন। অন্যায়কারীকে কিছুতেই সমর্থন করতে যাবেন না। সন্তানের আরোগ্যে মানসিক শান্তি ফিরবে। নতুন কোনও কাজে মনোনিবেশ। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথা অনুযায়ী বিচার করতে গেলেই কিন্তু সমস্যা হবে।

বৃশ্চিক : সঞ্চয়ে বিঘ্ন ঘটতে পারে এই সপ্তাহে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক শান্তিলাভ। নিজের ভুলে কিছু অর্থদণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে। মায়ের সঙ্গে নিকটজনের গৃহে সময় কাটিয়ে আনন্দ। পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন।

ধনু : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। বাড়ির কোনও কাজের জন্য সারা সপ্তাহটাই পরিশ্রম করতে হবে। পুরোনো সব সমস্যা কাটবে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সামান্য কারণে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মকর : হঠাৎ সামান্য কারণে ভ্রাতৃবিরোধ তৈরি হতে পারে। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটতে পারে। ব্যবসার কারণে দূরস্থানে যেতে হলেও তা ভ্রমণে আনন্দ দেবে। বহু অর্থ হঠাৎ ব্যয় হওয়ায় মানসিক দুশ্চিন্তা। সন্তানের সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতিতে আনন্দ লাভ। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন।

কুম্ভ : সৎসঙ্গে পরম আনন্দ লাভ। দূরের কোনও প্রিয়জনের সহায়তায় সন্তানের কোনও সমস্যা সমাধান করতে পেরে মানসিক দিক থেকে শান্তি। সপ্তাহজুড়ে খুব পরিশ্রমে কাটবে। নতুন জমি ও বাড়ি ক্রয়ের সুযোগ রয়েছে।

মীন : কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ দায়িত্ব বৃদ্ধি। সন্তানের নতুন চাকরিপ্রাপ্তিতে তৃপ্তি। কোনও স্বপ্ন এ সপ্তাহে সফল হবে। পথে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। অতি আকাঙ্ক্ষা ক্ষতি করবে।

মেষ : সামান্য প্রচেষ্টাতেই এই সপ্তাহে সাফল্য পাবেন। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়ে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘদিন পর আপনার স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় আনন্দলাভ। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। হারানো সম্পর্ক ফিরে আসবে।

বৃষ : খুব কাছের লোক আপনার পরিবারের ক্ষতি করতে পারে। অপরিচিত ব্যক্তিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন না। অন্যায় কাজ থেকে বহু দূরে থাকার চেষ্টা করুন। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতানৈক্য। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও অবশ্যই গুরুত্ব দিন। প্রেমে শুভ।

মিথুন : দীর্ঘদিন পর পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে অশেষ তৃপ্তি। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে পেরে আত্মতৃপ্তি। সংসারে নতুন সম্পর্ক আসায় খুশি। বাড়ি সংস্কারে নেমে হিসেববহির্ভূত অর্থব্যয় হওয়ার প্রয়োজনীয় কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হবেন। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা মাথায় আসবে।

কুড়ি-বিশের বিশ্বযুদ্ধ

ICC MEN'S T20 WORLD CUP AUSTRALIA 2022

নিউজিল্যান্ড সফরে টিম লক্ষ্মণে বালি

মুম্বই, ১২ নভেম্বর : টি২০ বিশ্বকাপ-ভরাডুবি ঝেড়ে আগামী সপ্তাহেই নতুন লক্ষ্যে নামছে ভারত। নিউজিল্যান্ড সফরে জোড়া সিরিজ। তিনটি করে টি২০ ও ওডিআই। প্রথম টি২০ ১৮ নভেম্বর। একঝাঁক তারকার সঙ্গে বিশ্রামে হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড় ও তাঁর সাপোর্ট স্টাফরা। পরিবর্তে হেডকোচের দায়িত্বে ভিভিএস লক্ষ্মণ।

বাকি সাপোর্ট স্টাফরা হলেন হৃষীকেশ কানিতকার (ব্যাটিং কোচ), সাইরাজ বাহুতুলে (বোলিং কোচ)। সেই দলে ফিল্ডিং কোচ হিসেব যোগ দিচ্ছেন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দায়িত্বপ্রাপ্ত মুনিশ বালি। গত আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড সফরেও ভিভিএস লক্ষ্মণের সাপোর্ট স্টাফ টিমে ছিলেন।

এদিকে, বিশ্বকাপ দলে সুযোগ না পাওয়ার আক্ষেপ কিউয়ি সফরে মেটাতে চান উমরান মালিক। নিউজিল্যান্ডের পেস-বাউন্সি পিচে গতিতেই বাজিমাতের টার্গেট কাশ্মীরি স্পিডস্টারের। প্রস্তুতি নিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। উমরান ছাড়াও নজর থাকবে উঠতি পেসার কুলদীপ সেনের দিকেও। জাহির খানের কথায়, উত্তেজক সিরিজ হতে চলেছে। কিউয়ি পিচে উমরান কী করে, দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। কুলদীপ সেন ও উমরানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সফর। সতর্ক করে দিলেন, ওয়েলিংটনের মাঠে বইতে থাকা ঝোড়ো বাতাস নিয়েও।

আলাদা কোচ-অধিনায়কেই সাফল্য : বাটলার

বৃহস্পতিবার রোহিত-দ্রাবিড়কে তলব বোর্ডের

ব্র্যাডম্যানের দেশে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ICC WORLD T20

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মেলবোর্ন, ১২ নভেম্বর : কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ!

না, শেষ নয়। বরং সবে শুরু!

অন্তত ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ‘শুরু’ শব্দটাই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। ক্রিকেট এখন সারা বছর। টেস্ট, ওডিআই, টি২০-তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটে সারা বছরের ‘ধকল’ সামলানোর জন্য প্রয়োজন বাড়তি পেশাদারিত্বের। রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে সেটা কি রয়েছে? থাকলে কীভাবে রয়েছে? ইংল্যান্ডের মতো ভারতীয় ক্রিকেটেও কি ভিন্ন ফর্ম্যাটে আলাদা অধিনায়ক-কোচ, এই থিয়োরি অনুসরণ করতে পারে না?

প্রশ্ন, বিতর্কটা নতুন নয়। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল বিপর্যয়ের পর বিরাট কোহলি-রোহিতরা যেদিন মুম্বই পৌঁছে গেলেন, সেদিনই ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলার নতুনভাবে বিতর্কটা সামনে আনলেন। আজ দুপুরে এমসিজি-তে প্রাক ফাইনাল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নিজেদের সাফল্য প্রসঙ্গে ভিন্ন ফরম্যাটে আলাদা অধিনায়ক-কোচের প্রসঙ্গ টেনেছেন বাটলার। টেস্টে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস। আর কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম। সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়ক বাটলার। আর কোচ ম্যাথু মট। কাজ ও দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়ার জন্যই ইংল্যান্ড ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য থাকছে। বাটলার বলেছেন, ‘ক্রিকেট এখন সারা বছর। নিয়মিত খেলার সঙ্গে থাকে ট্র্যাভেলিংয়ের ধকলও। ফলে কোনও একজন কোচ বা অধিনায়কের পক্ষে তিন ফরম্যাটেই নিয়মিতভাবে দলের সবদিকে খেয়াল রাখা সম্ভব হয় না। আমরা ক্রিকেটকে এখন এভাবেই দেখছি। হয়তো আগামীদিনে আরও অনেক দলই এই পথ অনুসরণ করবে বলে মনে হয়।’

বিলিতি মডেল ভারতীয় ক্রিকেটমহল ‘অনুসরণ’ করবে কি না, একমাত্র সময়ই তার জবাব দেবে। কুড়ির বিশ্বকাপ বিপর্যয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেটেও এমন দাবি উঠতে শুরু করেছে। হয়তো আগামীদিনে দাবি আরও প্রবল হবে। তার আগে আগামী বৃহস্পতিবার ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। সেদিন মুম্বইয়ের ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে টি২০ বিশ্বকাপ বিপর্যয় নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসতে চলেছেন অধিনায়ক রোহিত, কোচ রাহুল দ্রাবিড়রা। সূত্রের খবর, দলের প্রাক্তন অধিনায়ক কোহলিকেও বৃহস্পতিবারের বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে। কেন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপে দুই সপ্তাহের প্রস্তুতির পরও দল ব্যর্থ হল, তা নিয়ে আলোচনা হবে। জানা গিয়েছে, বোর্ডের তরফে কোচ-অধিনায়কের কাছে ‘কৈফিয়ত’ চাওয়া হতে পারে ব্যর্থতার। দ্রুত গতির টি২০ ক্রিকেটে দীনেশ কার্তিক, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, ভুবনেশ্বর কুমারদের মতো ‘বয়স্ক’দের পাকাপাকিভাবে ছেঁটে ফেলা নিয়েও বৃহস্পতিবারের বৈঠকে আলোচনা হবে বলে খবর। এখানেই শেষ নয়। চমকের আরও বাকি রয়েছে। বোর্ডের একটি সূত্রের খবর সত্যি হলে অধিনায়ক হিটম্যান ও প্রাক্তন অধিনায়ক কোহলিরা তাঁদের আন্তর্জাতিক টি২০ ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভাবছেন, সেই ব্যাপারেও জানতে চাইতে পারে বিসিসিআই। মেলবোর্নের সময় সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে বোর্ডের এক কর্তা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, ‘শেষ দুইটি টি২০ বিশ্বকাপে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। আগামী দুই বছরের মধ্যে আরও দুইটি বিশ্বকাপ রয়েছে। ফলে ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানের পাশে আগামীর রুটম্যাপ নিয়েও কথা বলতে হবে আমাদের। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে।’

ঠিক কী ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা বোর্ড কর্তারা ভাবছেন, স্পষ্ট নয় এখনও। কিন্তু ২০২১ সালে দুবাইয়ে টি২০ বিশ্বকাপের পর ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কুড়ির বিশ্বকাপ-ব্যর্থতার এই ধারা মোটেও ভালোভাবে নিচ্ছেন না বিসিসিআই কর্তারা। তাছাড়া ২০২৩ সালে ভারতের মাটিতে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ রয়েছে। ঠিক পরের বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে রয়েছে টি২০ বিশ্বকাপের আসর। তার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজও চলবে। উপরি হিসেবে ২০২৪ সাল থেকে ফের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু করতে চলেছে আইসিসি।

ফলে সারা বছর টানা ক্রিকেটের ধকল সামলানোর পাশে কীভাবে সাফল্য পাওয়া যায়, তা নিয়ে রোহিত-দ্রাবিড়-কোহলিদের পরামর্শ নেওয়ার পাশে আগামীর রুটম্যাপ এখন জরুরি ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য।

টি২০ বিশ্বকাপে ফাইনালের আগে ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশনে দুই ক্যাপ্টেন- বাবর আজম ও জস বাটলার। তখন সেমিফাইনালে হেরে বিদায় নেওয়া বিরাট কোহলি হতাশা নিয়ে পৌঁছালেন মুম্বই বিমানবন্দরে। শনিবার।

টি২০ বিশ্বকাপ আজ

ফাইনাল

পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ড

ম্যাচ শুরু ঃ দুপুর ১.৩০ মিনিট

স্থান ঃ মেলবোর্ন

সম্প্রচার ঃ স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

রসগোল্লা দিবসে সংবর্ধনা বাংলা দলকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বর : জাতীয় গেমসে সোনাজয়ী বাংলা ফুটবল দলকে এবার সংবর্ধনা দেবে ‘মিষ্টি উদ্যোগ।’ সোমবার ‘রসগোল্লা দিবসে’ বাংলা দলের সদস্যদের সংবর্ধনা দিতে চায় তারা। কয়েক বছর আগে ১৪ নভেম্বর জিআই ট্যাগ পেয়েছিল বাংলার রসগোল্লা। প্রতিবছর এই দিনটিকে ‘রসগোল্লা দিবস’ হিসেবে পালন করে মিষ্টি উদ্যোগ সংস্থা। বাংলার ছেলেরা যেহেতু দেশের সেরা হয়েছেন তাই এবারের রসগোল্লা দিবসে সংবর্ধনা দিয়ে তাঁদের উৎসাহ দিতে চান মিষ্টি উদ্যোগের কর্তারা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত ও সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাপ জিতলে ২০৪৮-এ বাবর প্রধানমন্ত্রী

পাক অধিনায়ককে নিয়ে মজার ভবিষ্যদ্বাণী গাভাসকারের

মেলবোর্ন, ১২ নভেম্বর : ১৯৯২ সালে বিশ্বকাপ জয়।

ঠিক ২৬ বছর পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেছিলেন ইমরান খান। কিং খানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও একটা বিশ্বকাপ ফাইনালে বাবর আজমের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান।

প্রতিপক্ষ সেই ইংল্যান্ড। দুয়ে দুয়ে চার করে সুনীল গাভাসকারের ভবিষ্যদ্বাণী, আগামীকাল বিশ্বকাপ জিতলে ২৬ বছর পর প্রধানমন্ত্রী হবেন বাবরও! মেলবোর্নের মেগা ফাইনালের আগে বাবরকে নিয়ে মজার সুরে বলেছেন, ‘আগামীকাল বিশ্বকাপ জিতলে ২০৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বাবর আজম।’

ভারতের ব্যর্থতা অবশ্য এখনও মেনে নিতে পারছেন না। গাভাসকার এদিন ফের তোপ দাগেন সিনিয়ার ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যে। অভিযোগ, আইপিএল খেলার সময় ওয়ার্কলোডের কথা মনে থাকে না। দেশের হয়ে খেলার সময়ই যত অজুহাত। ওয়ার্কলোড নিয়ে ক্রিকেটারদের এহেন দাবিকে যেন নির্বাচকরা আমল না দেন, পরামর্শ সানির।

বিশ্বকাপ ভরাডুবির মাঝে আশার আলো সূর্যকুমার যাদব। সঞ্জয় বাঙ্গারের মতে, ভারতীয় টি২০ ক্রিকেটে বিপ্লব এনেছে স্কাই। বলেছেন, ‘উইকেটের দুই দিকেই বোলারদের টার্গেট করতে পারে। রিভার্স সুইপ থেকে সুইচ হিট- অভিনব শটের ডালি নিয়ে হাজির হয়েছে সূর্য। অস্ট্রেলিয়া হোক বা ইংল্যান্ড, চাপের মধ্যেও দুরন্ত ক্রিকেট উপহার দিচ্ছে। বাকিদের কাছে অনুপ্রেরণা। সূর্যের দেখাদেখি ওর মতো ক্রিকেটার আগামীদিনে আরও উঠে আসবে।’

ইনজামাম-উল-হকের আবার দাবি, চাপ নিতে না পেরেই বারবার বিগ ম্যাচে ভেঙে পড়ছে ভারত। বলেছেন, ‘বড় ম্যাচ এলেই সমস্যার শুরু ওদের। এশিয়া কাপেও দেখেছি। অবশ্য অ্যালেক্স হেলস-জস বাটলার সেদিন দুর্দান্ত খেলেছে। তবে ভারতের তুলনায় পাকিস্তানের বোলিং অনেক ভালো। বাটলারদের কাজ সহজ হবে না।’

প্র্যাকটিস শেষে ফেরার সময়ই বিশ্বকাপ দর্শন শাদাব খান, শাহনওয়াজ দাহানিদের। মুখে তখনই যুদ্ধজয়ের হাসি।

আইসিসি চেয়ারম্যান বার্কলেই

অর্থ ও বাণিজ্যিক কমিটির শীর্ষে জয়

দুবাই, ১২ নভেম্বর : ২০২০ সালের পর ২০২২।

দ্বিতীয়বার আইসিসি’র শীর্ষপদে পদে নির্বাচিত হলেন নিউজিল্যান্ডের গ্রেগ বার্কলে। আগামী ২ বছরের জন্য দায়িত্ব সামলাবেন এই কিউয়ি আইনজীবী ও ক্রীড়া প্রশাসক। জয় শা-র হাতে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ অর্থ ও বাণিজ্যিক কমিটির শীর্ষপদ। সর্বসম্মতভাবে কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সচিব।

আইসিসি চেয়ারম্যান পদের দৌড়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল একসময়। যদিও বদলে যাওয়া ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের রাজনৈতিক সমীকরণে সৌরভ বাদ পড়েন। আইসিসিতেও মহারাজকে সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নেয় জয় শা-রা। ঠিক ছিল বর্তমান চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলের পাশেই থাকবে বিসিসিআই।

শীর্ষপদের লড়াই থেকে সরে যান জিম্বাবোয়ের তাভেঙ্গোয়া মুকুলানিও। বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার পর বার্কলে বলেছেন, ‘দ্বিতীয়বার শীর্ষপদে নির্বাচিত হয়ে আমি সম্মানিত। গত ২ বছর ক্রিকেট সম্প্রসারণে অনেক কাজ করেছি আমরা। আগামীদিনেও তা বজায় থাকবে।’ বার্কলে এর আগে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের প্রধানের গুরুভারও সামলেছেন।

২২ তলা উঁচু এই জাহাজ এখন কাতারের আকর্ষণ।

ওয়ার্ল্ড ইউরোপা পৌঁছাল দোহায়

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : ক্রুজশিপ এমএসসি ওয়ার্ল্ড ইউরোপা পৌঁছে গেল দোহা বন্দরে। কাতার বিশ্বকাপে আসা দর্শক-সমর্থকদের মধ্যে যাঁরা এই ভাসমান হোটেলে থাকবেন তাঁরা এক অনন্য ভভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরবেন।

২২ তলা উঁচু এই হোটেলে মোট ৬৭০০ জনের থাকার ব্যবস্থা থাকছে। মোট ২৬২৬ কেবিনবিশিষ্ট এই জাহাজে উচ্চস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকছে। এছাড়া সুইমিং পুল থেকে অত্যাধুনিক ক্লাব এবং সুইটও থাকছে এই জাহাজে। এটা শুধু বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে আসা সমর্থকদের (ফ্যান স্পেশাল) জন্যই সংরক্ষিত। সাধারণ মানুষের জন্য মোট ৪০ হাজার স্কোয়ার মিটার জায়গা আছে এই জাহাজে। যার মধ্যে ৩৩টি রেস্তোরাঁ থাকবে। সেখানে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবক’টা রেস্তোরাঁর আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে বলে দাবি ক্রুজ কর্তৃপক্ষের। ম্যাচ দেখতে যাওয়া ছাড়াও বিনোদনের নানা ব্যবস্থা থাকবে। যাতে অতিথিরা একঘেয়ে না বোধ করেন। গান-বাজনা, নাটক, সিনেমার ব্যবস্থা থাকছে প্যানোরামা লাউঞ্জে। এছাড়াও এই জাহাজ কাতারের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখাবে।

বাচ্চাদের সামলাতে যাতে সমস্যা না হয় তাই তাদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করা হয়েছে। খেলা ও অন্যান্য গেম জোন তৈরি করা হয়েছে ৭৬৬ স্কোয়ার মিটার জায়গাজুড়ে। সঙ্গে থাকছে সদ্য জন্মানো বাচ্চা থেকে ১৭ বছর বয়সি পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের আলাদা ৭টা ঘর। তাদের খেলাধুলো এবং গেমজোনে সেরা টেকনলজি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই জাহাজের আর একটা বড় বিশেষত্ব হল, এখানে লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে যাকে পৃথিবীর সবথেকে স্বচ্ছ ও পরিস্রুত গ্যাস বলা হয়। টেকনলজির সাহায্যে বাইরের আওয়াজ এবং সাধারণ মানুষের সামুদ্রিক অসুস্থতা কমিয়ে দেওয়ার মতো ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কাতার বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেলে এই জাহাজ আগামী বছরের গ্রীষ্মে আরব উপসাগর এবং পরে ওই অঞ্চল ছেড়ে ভূমধ্যসাগরের দিকে রওনা দেবে।

‘পাঁজরে জোড়া চিড় নিয়েও ব্যাটিং করে গিয়েছে’

শচীনকে নিয়ে অজানা গল্প সৌরভের

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : পাঁজরে জোড়া চিড়।

তারপরও টুঁ শব্দ না করে ব্যাটিং চালিয়ে যাওয়া! শচীন তেন্ডুলকারকে নিয়ে আজ এমনই অজানা গল্প শোনালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। জানান, কীভাবে পাঁজরের চিড় নিয়ে বুকচিতিয়ে লড়েছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার।

সৌরভ বলেছেন, ‘শচীন সবসময় স্পেশাল। দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলেছি। দেখেছি পাঁজরের আঘাত নিয়েও নিঃশব্দে ব্যাটিং চালিয়ে যেতে। বল লাগার পর ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঠিক আছ। সমস্যা নেই জানায়। ওইভাবেই ব্যাটিং চালিয়ে যায়। অথচ, পরের দিন সকালে রিপোর্টে ধরা পড়ে পাঁজরে জোড়া চিড়!’

সৌরভের মতে, শচীনের জন্যই বাইশ গজে আরও ভালোভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর ব্যাটিং অন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিল। শচীন নাকি বীরেন্দ্র শেহবাগ? কার সঙ্গে ওপেন করা উপভোগ করেছেন?

এক বার্ষিক অনুষ্ঠানে এহেন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে সৌরভ কিছুটা মজা করে জানান, শচীন ছিল সবথেকে সুস্থ। আর শেহবাগ ঠিক তার উলটো, পাগল। তাই শচীন পছন্দ। এরপরই বলেছেন, ‘আসলে আমার বেটার ক্রিকেটার হয়ে ওঠার পিছনে শচীনই। ও আমার ব্যাটিংকে আরও এগিয়ে দিয়েছিল।’

ভারতীয় দলকে দীর্ঘদিন সফলভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সভাপতির গুরুভার। দুইয়ের মধ্যে মহারাজ আগে রাখছেন টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব। সেরা ম্যাচ হিসেবে ২০০১ সালের ইডেন গার্ডেন্স টেস্টকে বেছে নেন। সৌরভের যুক্তি, ইডেনের দুরন্ত জয় বদলে দিয়েছে গোটা দলের মানসিকতা।

পুরোনো সেই দিনের কথা। নতুন করে মনে পড়ল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের।

অপর এক অনুষ্ঠানে আবার শচীন-ব্রায়ান লারার যুগলবন্দি। যেখানে লারার সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের কথা মনে করিয়ে দেন মাস্টার ব্লাস্টার। পাশাপাশি তার কেরিয়ারকে দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডসের ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন।

২০০৭ সালের বিশ্বকাপ ভরাডুবির পরই অবসরের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ভিভের পরামর্শে তা বদলান শচীন। শেষপর্যন্ত ২০১১ সালে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ। ২০১৩-সালে অবসর। শচীন বলেছেন, ‘অবসরের কথা যখন ভাবছি, ঠিক সেইসময় অ্যান্টিগা থেকে ভিভের ফোন। বোঝান, আমার মধ্যে নাকি আরও অনেক ক্রিকেট বাকি রয়েছে। এরপরই মত পরিবর্তন করি।’

বাগানের নতুন দায়িত্বে সঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বর : এবার এটিকে মোহনবাগানের হেড অব ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টের দায়িত্বে এলেন সঞ্জয় সেন। বাঙালি ফুটবলার তোলার লক্ষ্য নিয়েই এটিকে ম্যানেজমেন্টের এমন পরিকল্পনা। এই পদটি সঞ্জয় সেনের জন্য তৈরি করল এটিকে টিম ম্যানেজমেন্ট। তাঁর কোচিংয়ে ২০১৫ সালে সবুজ-মেরুন শিবির আই লিগ জিতেছিল। এই আই লিগ জয় তাঁকে কোচ হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল ভারতীয় ফুটবলে। আই লিগের পাশাপাশি আইএসএলে সহকারী কোচ হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে এই বাঙালি কোচের। এই মরশুমে সিনিয়ার দলের পাশাপাশি এটিকে মোহনবাগান টিম ম্যানেজমেন্ট যুব দল নিয়েও বিশেষ ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে।

শুরুতেই ধাক্কা খেল মহমেডান স্পোর্টিং

গোকুলাম কেরালা এফসি-১
(আগস্টে সোমলাগা)
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বর : প্রতিশোধের ম্যাচ ছিল। কিন্তু আই লিগের প্রথম ম্যাচে সেই প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ হলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলাররা। প্রথম ম্যাচেই গোকুলাম কেরালা এফসি-র কাছে ০-১ গোলে হারলেন শেষ ফৈয়াজরা। গত আই লিগে অ্যাওয়ে ম্যাচে মহমেডানকে হারানোর পর শনিবার নিজেদের মাঠেও মহমেডানের বিরুদ্ধে জয় তুলে নিল কেরালার দলটি। ম্যাচের ৫৮ মিনিটে গোকুলামের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন ক্যামেরুনের স্ট্রাইকার আগস্টে সোমলাগা।

চোটের জন্য এই ম্যাচে মহমেডান অধিনায়ক মার্কাস জোসেফ ছিলেন না। অনেক আশা ছিল মার্কাসের পরিবর্তে ডাওডা আবিওলা দলকে টেনে তুলবেন। যেভাবে ডুরান্ড কাপে আত্মপ্রকাশেই গোল করে সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু একটি ম্যাচে নায়ক হওয়া আর ধারাবাহিকভাবে দলকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তোলা দুইটি সমান নয়। এই দলে মার্কাস যে দায়িত্বটা নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছেন, সেই জায়গায় এখনও পৌঁছাতে অনেকটা সময় লাগবে ডাওডার। সুতরাং, এই ম্যাচে মার্কাসের না থাকটাই কার্যত ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াল।

এদিন আক্রমণভাগে সিঙ্গল স্ট্রাইকারে ডাওডাকে রেখে পাঁচ মিডফিল্ডারে দল সাজিয়েছিলেন মহমেডান কোচ। কিন্তু শেষপর্যন্ত এক গোলে পরাজয় স্বীকার করতেই হল মাওয়াইয়াদের। ম্যাচ হারের পর কার্যত হতাশ সাদা-কালো ব্রিগেডের ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাস বলেন, ‘মার্কাসের না থাকাটা সত্যি ফ্যাক্টর হয়েছে। আক্রমণভাগে চাপ বাড়াতে পারিনি আমরা। কিন্তু ছেলেরা খারাপ খেলেনি। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে। তবে ঠিক আছে। পরের ম্যাচ পঞ্জাবে। সেদিকেই ফোকাস করছি।’ রবিবার কলকাতায় ফিরে আসছেন নুরিদ্দিন দাভরোনভরা। তাঁদের পরের ম্যাচ রাউন্ডগ্লাস পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে।

ক্রিকেটে-ফুটবলে হতাশার দিন বাংলার

মুম্বইয়ের কাছে লজ্জার হার মনোজদের

বাংলা-১২১ মুম্বই-১২৩/২

রাঁচি, ১২ নভেম্বর : লজ্জার হার দিয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির অভিযান শুরু করল বাংলা। শক্তিশালী মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে এদিন বিন্দুমাত্র লড়াই করতে ব্যর্থ অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। রাঁচির জেএসসিএ স্টেডিয়ামের বাইশ গজে চূড়ান্ত ব্যাটিং ভরাডুবি। মাত্র ১২১ রানেই গুটিয়ে যায় বাংলার ইনিংস। জবাবে ২ উইকেট খুইয়ে প্রায় ২০ ওভার হাতে রেখেই বাংলা-বধ সেরে নেন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়নরা।

টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন মুম্বই অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে। যে চ্যালেঞ্জটা সামলাতে চূড়ান্ত ব্যর্থ বাংলার ব্যাটাররা। একমাত্র ব্যতিক্রম মনোজ তিওয়ারি। মুস্তাক আলিতে খেলেননি। কামব্যাক ম্যাচেই অভিজ্ঞতা আর দক্ষতার মিশেল ঘটালেন কঠিন পরিস্থিতিতে। সতীর্থদের ব্যাটিং ভরাডুবির মাঝে কিছুটা মুখরক্ষা হয় মনোজের ৪৭ রানে। ক্রিজের অপর প্রান্তে যখন আউটের মিছিল, তখন ৫টি চার ও ১টি ছক্কায় কার্যত একা লড়াই চালান।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শ্রীযুক্ত অতিরিক্তের ২৪। মনোজ ছাড়া মাত্র দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোন-ঈশ্বরণ (১২) ও মুকেশ কুমার (অপরাজিত ১০)। তনুশ কোতিয়ান (৩১/৪), তুষার দেশপান্ডেদের (২৪/২) সামনে ব্যর্থতার লম্বা লাইনে শাহবাজ আহমেদ (১), অনুষ্টুপ মজুমদার (৯) থেকে ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় (১), সায়ন মণ্ডল (০), অগ্নিভ পানরা (৪)।

মুম্বইয়ের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপকে ১২১-এর পুঁজি নিয়ে লাইনচ্যুত করা কার্যত অসম্ভব। মিরাক্‌লও কিছু ঘটেনি। পৃথ্বী শ (২৬), যশস্বী জয়সওয়ালের (১০) উইকেট হারিয়ে (দুটিই নেন মুকেশ) জয়লক্ষ্যে পৌঁছে যায় মুম্বই। সর্বাধিক ৫৯ রানে অপরাজিত থাকেন রাহানে।

লজ্জার হার ঝেড়ে ফেলে আগামীকালই ফের মাঠে নামতে হবে বাংলাকে। তুলনায় সহজ প্রতিপক্ষ মিজোরাম। যেখানে লক্ষ্মীরতন শুক্লার দলের বিরুদ্ধে নামবেন চলতি বছরে বাংলা ছেড়ে মিজোরামে যোগ দেওয়া শ্রীবৎস গোস্বামী।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ POPO : তোমার শুভ জন্মদিনে **দুনু, বাবা, মা, জ্যেঠু, জেঠিমা, মামা, মামি, দিয়া, লাল ভাই, মিঠি দিদি ও মহুল সকলের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ।** তুমি ভালো থেকো ও ভালো মানুষ হও।

কাতারেই শেষ বিশ্বকাপ, ইঙ্গিত নেইমারের

সাও পাওলো, ১২ নভেম্বর : আগামী বিশ্বকাপে যে তাঁকে দেখা যাবে না, একথা আগেই জানিয়েছেন লিওনেল মেসি। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নিজে এই বিষয়ে কিছু না বললেও বিশেষজ্ঞদের মত, বয়সের কারণে তাঁকেও আর না দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এবার তাঁর উপস্থিতি নিয়ে নিজেই প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরলেন নেইমার স্বয়ং।

এই মুহূর্তে ৩০ বছর বয়স ব্রাজিলীয় তারকার। ইতিমধ্যেই দুটি বিশ্বকাপ খেলে ফেলে কাতারে আসছেন নেইমার। কিন্তু ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে তাঁকে নাও দেখা যেতে পারে, এমন ইঙ্গিত তিনি এদিন দিয়ে দিলেন। ব্রাজিলের বিখ্যাত সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবো'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমি এভাবেই খেলতে যাচ্ছি, যেন এটা আমার শেষ বিশ্বকাপ। বাবার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছি। আমাদের কথা হয়েছে যে এটাই শেষ, এভাবেই প্রতিটি ম্যাচ খেলতে হবে। কারণ আগামীকাল কী হবে কেউ জানে না।' এরপরেই তিনি জুড়ে দেন, 'আমি নিশ্চিত করে এটা বলতে পারি না যে আমি আরও একটা বিশ্বকাপ খেলব।

পিএসজি-র জার্সিতে লিগ ওয়ানের প্রস্তুতিতে নেইমার। মাথায় ঘুরছে বিশ্বকাপ।

মনে করতে হবে, এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ। হয়তো আরও একটা খেলতে পারি। তবে সেটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে। কোচও পরিবর্তন হয়ে যাবে। পরবর্তী কোচ এসে আমাকে পছন্দ করবেন কিনা, সেটাও তো আমি জানি না।' প্রসঙ্গত, কাতার বিশ্বকাপের পরই ব্রাজিলের কোচ টিটে দায়িত্ব ছাড়ছেন। পরবর্তী কোচের নাম এখনও ঘোষণা করেনি ওদেশের ফুটবল ফেডারেশন।

২০০২ সালে শেষবার বিশ্বকাপ জিতেছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। এবারও সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নদের তালিকায় থাকছে সেলেকাওরা। নেইমার তাঁর বক্তব্যে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি ইতিমধ্যেই জাতীয় দলের জার্সি গায়ে বড়সড়ো ইতিহাস তৈরি করে ফেলেছি। তাই শেষটাও ভালো হোক, এটা চাই।' তিনি ১৮ বছর বয়সে ব্রাজিলের জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পর মোট গোলসংখ্যায় পেলেকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলার পথে। বিশ্বকাপে আর দুটি গোল দরকার, কিংবদন্তিকে ছুঁতে। তাই নেইমারের মন্তব্য, 'আমি তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছি যা স্বপ্ন দেখেছিলাম। কখনও গোলের সংখ্যা নিয়ে ভাবিনি। কাউকে ছাপিয়ে যাওয়ার বা রেকর্ড ভাঙার কথাও নয়। শুধুই ফুটবল খেলতে চেয়েছিলাম।' পেলে প্রসঙ্গে নেইমারের বিশ্লেষণ, 'পেলে একজন উদাহরণ, পেলে মানেই ফুটবল। উনি আসলে আমাদের দেশের সবকিছু। ওঁর জন্য আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে সম্মান ও শ্রদ্ধা রয়েছে। এর কোনও পরিমাপ হয় না।'

গত বছর নিজেদের ঘরের মাঠে কোপা আমেরিকা ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হারের পর থেকে এখনও পর্যন্ত একটাও ম্যাচ হারেনি ব্রাজিল। নেইমারও কাতারে যাচ্ছেন প্যারিস সেন্ট জার্মেইনের হয়ে ১৫ গোল এবং ১২ অ্যাসিস্ট করার মতো দুর্দান্ত ফর্ম নিয়ে। তবে তিনি এও জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত রেকর্ড বা সম্মানের জন্য তিনি কাতারে যাচ্ছেন না। বরং দেশের হয়ে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নিতে পারলেই তিনি বেশি খুশি হবেন।

চোট নিয়েই বিশ্বকাপে সন

সিওল, ১২ নভেম্বর : চোটের জন্য কাতার বিশ্বকাপে দেখা যাবে না অনেক ফুটবলারকেই। কেউ কেউ চোট নিয়েই রওনা দিচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির উদ্দেশে। এই তালিকায় নাম জুড়ল দক্ষিণ কোরিয়ার তারকা সন হিউং-মিনেরও। চোট থাকা সত্ত্বেও টটেনহ্যাম হটস্পারের এই স্ট্রাইকারকে নিয়েই আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য চূড়ান্ত দল ঘোষণা করলেন দক্ষিণ কোরিয়ার কোচ পাউলো বেন্টো। গত সপ্তাহে মার্সেইয়ের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ খেলতে গিয়ে চোখের পাশে হাড়ে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন সন। পরে তাঁকে তুলে নিয়ে পরিবর্ত ফুটবলার নামানো হয়। এরপর অস্ত্রোপচারও করতে হয় কোরিয়ান তারকার। ফলে পুরোপুরি ফিট নন তিনি। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার হেড কোচ সনের ওপর ভরসা রেখেছেন। ৩০ বছর বয়সি এই তারকাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তবে তাঁর পরিবর্ত হিসেবে ২৭ সদস্যের দলে রাখা হয়েছে ওহ হিয়ন-জিউকে। কাতারের মাটিতে সন যদি না নামতে পারেন তাহলে বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্নপূরণ হবে জিউয়ের।

দুই বুড়ো ঘোড়াতে বাজি উরুগুয়ের

মন্টেভিডিও, ১২ নভেম্বর : দুইজনেই কেরিয়ারের সায়াহ্নে পৌঁছে গিয়েছেন। ক্লাব ফুটবলেও কেউ আর তাঁরা অপরিহার্য নন। কিন্তু আসন্ন কাতার বিশ্বকাপে এহেন দুই বুড়ো ঘোড়া-লুইস সুয়ারেজ ও এডিনসন কাভানির উপর বাজি ধরল উরুগুয়ে। কাতারে গোলের জন্য উরুগুয়ের কোচ দিয়েগো অলন্সো এই দুজনের দিকেই তাকিয়ে থাকবেন। মূলত অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়েই ২৬ জনের স্কোয়াড বেছেছেন অলন্সো। যারজন্যই সুয়ারেজ, কাভানির সঙ্গে ডিফেন্ডার দিয়েগো গোদিন, মার্টিন কাসেরেস, গোলকিপার ফার্নান্দো মুসলেরার মতো কেরিয়ারের শেষলগ্নে পৌঁছে যাওয়া ফুটবলাররা কাতারগামী বিমানের টিকিট পেয়েছেন। সুয়ারেজ, কাভানির সঙ্গে স্ট্রাইকিং লাইনে রিয়াল মাদ্রিদের ফেডেরিকো ভালভের্দে, লিভারপুলের ডারউইন নুনেজের বিকল্প রয়েছে অলন্সোর হাতে। চোটের জন্য বার্সেলোনার ডিফেন্ডার রোনাল্ড আরাউহোর নির্বাচন নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু তাঁকেও স্কোয়াডে রেখেছেন উরুগুয়ে কোচ। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের উইঙ্গার ফাকুন্দো পেলিস্ত্রি দলে জায়গা পাওয়া বিশেষজ্ঞদের অবাক করেছেন। কেননা লাল ম্যাঞ্চেস্টারের সিনিয়ার দলে এখনও অভিষেক হয়নি তাঁর। ২৪ নভেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে দুই দল।

ডাচ দলে চমক জাভি

আমস্টারডাম, ১২ নভেম্বর : দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করেছে কাতার বিশ্বকাপ। রীতিমতো চমক দিয়েই বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করল নেদারল্যান্ডস।

ডাচদের ২৬ সদস্যের দলে রয়েছেন লিভারপুলের ডিফেন্ডার ভার্জিল ভ্যান ডাইক। তবে সবথেকে বড় চমক হল বার্সেলোনার অ্যাকাডেমিতে তৈরি হওয়া জাভি সিমন্স। ১৯ বছর বয়সি এই মিডিও প্রথমবার নেদারল্যান্ডসের জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। এই তরুণ ফুটবলারটিকে যে ডাচ কোচ লুই ভ্যান গাল বিশ্বকাপের দলে রাখবেন সেটা অনেকেই ভাবতে পারেননি। বর্তমানে সিমন্স রয়েছেন ডাচ ক্লাব পিএসভি আইন্দোভেনে। সেখানে ২১ ম্যাচ খেলে করেছেন ১০ গোল। তবে বায়ার্ন মিউনিখের তারকা রায়ান গ্রাভেনবার্চকে বিশ্বকাপের দলে রাখা হয়নি। পাশাপাশি, স্কোয়াডে নাম নেই সভেন বোটম্যানেরও। এবারের বিশ্বকাপে গ্রুপ 'এ'-তে রয়েছে নেদারল্যান্ডস। যেখানে কমলা ব্রিগেডকে লড়তে হবে ইকুয়েডর, সেনেগাল এবং আয়োজক কাতারের বিরুদ্ধে।

ফাইনালে ভারতীয় ছোঁয়া জানকীতে

মেলবোর্ন, ১২ নভেম্বর : সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হারে টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ভারতের সামনে। তারপরও রবিবার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে থাকবে ভারতীয় ছোঁয়া। ফাইনাল শুরুর আগে ৯০ হাজার দর্শককে আনন্দ দিতে সুরেলা কণ্ঠে গান করবে ১৩ বছরের জানকী এসওয়ার। সঙ্গে থাকবে অস্ট্রেলিয়ার নামকরা ব্যান্ড 'আইসহাউজ'। জানকীর পরিবার ১৫ বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা হলেও ভারতে তার শিকড় রয়েছে। তার বাবা অনুপ দিবাকরণ ও মা দিব্যা রবীন্দ্রন একটা সময়ে কেরলের কোঝিকোড়ে থাকতেন। ফাইনালের মঞ্চে জানকী হাজির হবে ঐতিহ্যবাহী দক্ষিণ ভারতীয় পোশাকে। ফাইনালে ভারত খেলবে না জেনে তারও মনখারাপ। বলেছে, 'আমার বাবা-মা ক্রিকেটের ভক্ত। ওঁদের থেকেই জেনেছি কত বড় সুযোগ পেয়েছি। রবিবারের অনুষ্ঠান ও খেলা দেখার অপেক্ষায় রয়েছি আমি। খুব ভালো হত ফাইনালে যদি ভারতীয় দলও থাকত।'

হার-জিতে ফারাক পড়ে না : স্টিফেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বর : বেঙ্গালুরুর মাঠে বেঙ্গালুরু এফসি-কে বধের পর লাল-হলুদ সমর্থকরা আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন। শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে সেই কান্নার দৃশ্য এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ধারাবাহিকভাবে খারাপ সময়ের মধ্যে এই জয় যেন তাদের কাছে মরুভূমির ভিতরে একপশলা বৃষ্টির চেয়ে কম কিছু নয়। আর ম্যাচ শেষে দলের কোচ স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের কথাগুলো যেন চাপা আবেগের বহিঃপ্রকাশ, 'এই জয়ে আমি খুশি। ব্যর্থতাতেও আমি ভেঙে পড়ি না। সাফল্যতেও উচ্ছ্বাসে ভেসে যাই না দ্রুত। গত কয়েকদিন ধরে আমি একটা কথাই বলে আসছিলাম ধৈর্য ধরুন। আমাদের দলটা প্রতিদিন উন্নতি করছে। এই জয় তারই প্রমাণ।'

চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে ইচ্ছে থাকলেও পারেননি। ঘরের মাঠে হারতে হয়েছিল। তবে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে জিতে উঠেই ডার্বিতে প্রয়াত সমর্থক জয়শংকর সাহার উদ্দেশে এই জয়কে উৎসর্গ করলেন তিনি।

জয়ী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : রাঁচির বিআইটি মেসরাতে ইস্ট জোন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দল। শনিবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে তারা ৫-০ গোলে আলিয়া ইউনিভার্সিটিকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করেন রূপম রায়। তাদের বাকি গোল দুইটি জয়দীপচন্দ্র দাস ও অনিকেত এক্কার। মঙ্গলবার নাগাল্যান্ড ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে নামবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দল।

জয়ী পানিঘাটা

নকশালবাড়ি, ১২ নভেম্বর : পানিঘাটা ফাঁড়ি ও পানিঘাটা ইয়ুথের উদ্যোগে পুলিশ-পাবলিক ১৬ দলীয় ফ্রেন্ডলি ফুটবলে শনিবার পানিঘাটা ২-১ গোলে চেঙ্গা এফসি-কে হারিয়েছে। পানিঘাটার রূপেশ দুয়াল জোড়া গোল করেন। চেঙ্গার গোল স্কোরার আর্য শশাঙ্কর। অন্য ম্যাচে দুধিয়া এফসি ৩-০ গোলে রংমোহন এফসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন বিজয় রাই, বাইচুং ও মঙ্গেশ। রবিবার খেলবে গিরমিট এফসি-পান্থাবাড়ি ও মারাপুর এফসি-জাবরা এফসি।

জয়ী বেলাকোবা

ফাঁসিদেওয়া, ১২ নভেম্বর : ফাঁসিদেওয়া স্পোর্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ফাঁসিদেওয়া গোল্ড কাপ ফুটবলে শনিবার বেলাকোবা পুলিশ আউটপোস্ট ৩-০ গোলে হারিয়েছে প্রকাশ একাদশকে। ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুল মাঠে রঞ্জিত রায়, বাবলু ওরাওঁ ও দিলীপ সোরেন গোল করেন। রবিবার খেলবে মঙ্গল এফসি ও সমীর একাদশ।

প্রথম শ্বেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : কাঁচরাপাড়ায় আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্সে দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার শ্বেতা ওরাওঁ অনূর্ধ্ব-২০ হাই জাম্পে প্রথম হয়েছে। একই বয়স বিভাগের শট পাটে তৃতীয় চন্দ্রিমা পাল। অনূর্ধ্ব-১৬ হাই জাম্পে নেহা পাসোয়ান তৃতীয় হয়।

জোড়া সোনা সীমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : চুঁচুড়ায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মাস্টার অ্যাথলেটিক মিটে শনিবার শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সীমা চক্রবর্তী ৩৫ ঊর্ধ্ব মহিলা বিভাগে ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়ে জোড়া সোনা জিতেছেন। ৬০ ঊর্ধ্ব পুরুষ বিভাগে ৪০০ মিটারে সোনা পেয়েছেন নির্মল মণ্ডল। ৪৫ ঊর্ধ্ব মহিলা বিভাগে জ্যাভলিন থ্রো থেকে মালতী দে ব্রোঞ্জ নিয়ে ফিরেছে।

পুনর্নবীকরণ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের আসন্ন অ্যাথলেটিক্স মিটের জন্য দুইদিনের পুনর্নবীকরণ শনিবার শুরু হল। এদিন ১৩০ জন অংশ নিয়েছিল।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন

₹ দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর একজন বাসিন্দা

লটারির টিকিট নম্বর **50B 72006** এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার।তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কারের দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। তিনি বললেন, "ডিয়ার লটারি আমাদের এলাকায়ে ক্রমাগত বেশ কিছু কোটিপতি বানিয়ে চলেছে। বেশিরভাগ বিজয়ী মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে এবং তারা যখন ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা জিতেছে তখন তারা সত্যিই উত্তেজনা ও আনন্দ প্রকাশ করেছে। আমিও খুবই আনন্দিত এবং আমার এই আনন্দ আমি প্রকাশ করতে অক্ষম। ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য।" ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা- এর বাসিন্দা বাপি মণ্ডল-কে **20.09.2022** তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ : ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫১৩৪৪০১, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in